সূচীপত্র

র প্রয়োজন নেই

এ'ভাবে চলা অসম্ভব, ভাই। আজ ছ'মাস ধরে' তুমি বেকার। তোমার ও তোমার পরিবারের ভরণপোষণ চিরদিন আমরা করতে পারি না।
(মনে মনে)
সর্বদাই এত ক্লান্তি বোধ করি কেন? কোন কাজ পেলেও তা বজায় রাখতে পারব না—আগে কত উদ্যমশীল ছিলাম কিন্তু এখন যেন আমার মধ্যে কোন শক্তি-ই নেই। তাহলে ডাক্তার দেখাব।
এই ক্লান্তি দূর করতে হ'ত। যতদিন আমার ই অবসাদ ও নির্জীবতা ততদিন কাজ পাবার আশা নেই।

সপ্তাহ পরে
সু-খবর! ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেই কাজটা পেয়েছি—আর মাইনে যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশী।
অভিনন্দন জানাচ্ছি! তুমি যে রকম উদ্যমশীল তাতে খুব বড় হ'তে পারবে।
HORLICKS
হরলিক্স অবসাদকে শক্তিতে পরিণত করে কারণ ইহার শতকরা শতভাগই পুষ্টিকর। ইহা নবনীপূর্ণ গোদুগ্ধ এবং যব ও গমের পুষ্টিকর সারাংশে প্রস্তুত। ইহাতে ভেজাল নাই। হরলিক্স প্রস্তুত করিতে সর্বদাই কাচের হরলিক্স মিক্সার ব্যবহার করিবেন। সকল হরলিক্স বিক্রেতার কাছেই পাওয়া যায়।

ছোট আকাশ

ছোট্ট আকাশ

আশু চট্টোপাধ্যায়

অগ্রগতি পাব্লিশিং ওয়ার্কস্
পি ৪০৯ মুদিয়ালি রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ ১৩৪৭

আগষ্ট ১৯৪০

দাম ঃ পাঁচ সিকা

পি ৪০৯ মুদিয়ালি রোডে অগ্রগতি প্রিণ্টিং এ্যাণ্ড পাব্লিশিং ওয়ার্কস্ থেকে লেখকের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাহিত্যিক শান্তিরক্ষক

পঞ্চানন ঘোষাল

প্রিয়বরেষু

আশু চট্টোপাধ্যায়ের —

ধরা-ছোঁয়ার বাইরে (উপন্যাস)

ভাল নয়, মন্দ নয় (উপন্যাস)

স্বামী নেই বাড়ী (গল্প সংগ্রহ)

প্রেমের কবিতা (কবিতা সংগ্রহ)

সারাদিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর তথাগতের মন ক্লান্তিতে বিরস হয়ে ছিল। তথাগত বা সন্টু বললে যাকে অতি সহজে চেনা যাবে, সেই হালআমলের কলকাতার ফ্যাসান-দুরস্ত পরিমণ্ডলের নেতৃস্থানীয় পরম চালিয়াৎ সন্টু সারা দুপুরটা মনোজগতে পায়চারী করে' বেড়ায়। তার মগজের মর্ম্মান্তিক মারণাস্ত্রগুলি কয়েকটি দুদ্ধর্ষ পুস্তকের আকারে আত্মপ্রকাশ করে' ইতিমধ্যে বাঙালীর নিরুপদ্রব নিদ্রাকাতর আবহাওয়ায় আবর্ত্তের সৃষ্টি করেছে। সন্টুর লেখা প্রতিটি লাইন স্পষ্টবাদিতায় সুতীক্ষ্ণ। তার লেখা সব সাময়িক পত্র প্রকাশ করতে সাহস পায় না। তার সঙ্গে আলোচনা করতে সেরা তর্কবাগীষরাও ভয় পায়।

এক কথায় কলকাতার বহু কেন্দ্রে আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু সুপ্রসিদ্ধ সন্টু একদা কোনো একটি বিকেলে অত্যন্ত মানসিক ক্লান্তি অনুভব করল। কেমন একটা অস্বস্তিকর অসহায় ক্লান্তি, শীতের বিকেলে যে-ক্লান্তির কোনো মানে হয় না। বিশেষ করে' সেদিন যখন একটা পৈশাচিক ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হবার সম্ভাবনা হয়নি। কেমন একটা অপ্রীতিকর শৈথিল্য যার হাত থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। গোধূলির প্রতিটি রঙিন মুহূর্ত্তের চারপাশে সে-ক্লান্তি কতকগুলি শীর্ণ কঙ্কালসার আঙুল চালিয়ে দিয়ে তার গৌরবকে অতি কদর্য্যভাবে গ্রাস করতে চায়।

চাকরকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে সনটু কোনো একটি

ফিলো ভান্স পুস্তকে মন দেবার চেষ্টা করল। সে জানত, এবং সে এর আগে বহুবার দেখেছে যে সেই সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভের কার্য্যকলাপে মনসংযোগ করতে পারলে পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলির হাত থেকে আর পরিত্রাণ নেই। তার মত শিক্ষাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস পড়ার অশোভনতা তাকে বহুবার অনেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হয়নি। সন্টুব সুদৃঢ় ধারণা, মগজকে মরচে তুলে ধারাল করতে হলে' ভ্যান্‌ ডাইনের লেখা প্রথম শ্রেণীর ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস পড়তে হয়ই। তাহলে কথায় বার্ত্তায় চাল-চলনে একটি তীক্ষ্ণ সুস্পষ্টতা আসে। বাঙালী-জনসুলভ শিথিল ভাবালুতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

এইখানেই বলে' রাখা ভাল যে সন্টু বাঙালীদের সুচক্ষে দেখতে পারে না। অবশ্য ভারতবর্ষের একমাত্র সভ্য জাত যে নিঃসংশয়ে বাঙালী একথা সে বহুবাব তর্ক করে' বুঝিয়ে দিয়েছে। তবু তার ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মন বাঙালীর কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি কিছুতেই সহ্য করতে পারেনা। তাই যে-কোনো স্বদেশ-বাসীর ওপর তার সব সময় একটা উদ্ধত অবজ্ঞা। তার এই স্পর্দ্ধাদৃপ্ত উন্নাসিকতা যে শুধু পুরুষ-জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এদেশের মেয়েরা যে পুরুষদের চেয়ে খেলো একথা বোঝাবার জন্যে তর্ক করতেও সে লজ্জা পেত।

ওপর ওপর দুকাপ চা খাওয়ার পরও যখন তার মনেব দিগন্তে একটুও বাতাস বইলনা, তখন সে ফিলো ভান্সেব

কাছ থেকে সাময়িক ভাবে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

শিরণামাহীন সন্ধ্যা। এই রকম কয়েকটি সন্ধ্যেব চট্ করে' অন্ত পাওয়া দায়। এই ধরণেব সন্ধ্যেগুলি যেন কারুরই নয়। নিৰ্জ্জলা নির্লিপ্ততায় আকাশ মুখ ভার করে' আছে। প্রকৃতির সম্পর্কে আসা যায় কেবল কন্‌কনে বাতাসের মধ্যে দিয়ে।

সন্টু ট্যাক্সিতে চাপলনা, ট্রামে চাপলনা। এমনকি, একটা রিক্সয় হঠাৎ চেপে বসবার লোভ বারবার মনে উঁকি মারলেও সে উদাসীন ভাবে হেঁটে চলতে লাগল।

আসলে সাধারণতঃ কলকাতার রাস্তায় হেঁটে চলা মনের সমস্ত বর্ণহীনতা দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট। হঠাৎ চাপা পড়ে' পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সম্ভাবনা ক্ষণে ক্ষণে মনের মধ্যে সচকিত হয়ে ওঠে। প্রতি পদক্ষেপে কোনো পথচারীর সঙ্গে সংঘর্ষ প্রায় সুনিশ্চিত। একটি সেকেণ্ডের কোনো ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের জন্যেও অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই। সম্প্রতি রাস্তায় নানাবিধ শাড়ীর রঙিন সমাবেশে অবস্থাটা আরও সঙীণ হয়ে উঠেছে।

সন্টু পাইপটা দুই পাটি দাঁতের মধ্যে সজোরে চেপে ধরে, পথ চলতে লাগল। তার মুখে এমন একটি রুক্ষতা যার সঙ্গে গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের কোথায় যেন একটি মিল আছে। এই মুখের দিকে তাকালে চট্ করে' কাছে ঘেঁসতে সাহস হয় না! একটি

বেপরোয়া দুদ্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব চোখের মধ্যে তর্জ্জনী তুলে থাকে।

দূরে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে সন্টুর শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়েছে। মন অনেকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। একটু শারীরিক ক্লান্তিও যেন সে অনুভব করল। এইবার বোধ হয় সে ট্রামে উঠে বসবে। তবু চৌরিঙ্গীর বহমান জীবন-স্রোতে হয়ত বা মন পরিপুর্ণভাবে মুক্তি পাবে। ইউরোপীয় পরিবেশের ঝক্‌ঝকে যান্ত্রিক পারিপাট্যে হয়ত মগজের কোণগুলিতে বিদ্যুদ্দীপ্তি আসতে পারে।

কিন্তু ঘটনাস্রোতের গতি নিরঙ্কশভাবে স্বেচ্ছাচারী। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পৌছানো সন্টুর অদৃষ্টে ছিলনা। পুরন্দর তার পথরোধ করে' দাঁড়াল। পুরন্দরের বিপুল চেহারাটিকে অগ্রাহ্য করে' চলে' যাওয়া অসম্ভব। পুরন্দর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় এনে বললে, "একি! হেঁটে? গাড়ী কোথায় গেল?"

"হাসপাতালে।" সন্টু এই দেখা হয়ে যাওয়ায় যেন বিরক্ত হয়েছে।

"হাসপাতালে?" পুরন্দর আরও বিস্মিত হয়েছে, "হাস-পাতালে কেন? কার কি হয়েছে?"

"অর্থাৎ গাড়ীর হাসপাতালে। মানে কারখানায়।" সন্টু সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে নিবে-যাওয়া পাইপটা ধরাতে ব্যস্ত হল।

পুরন্দর হেসে ফেলে বললে, "সরি, আমার বোঝা উচিত ছিল। যাই হোক হেঁটে কেন? ট্যাক্‌সি ছিল। তুমি হাঁটতে পার?"

"ফলেন পরিচিয়তে।" সন্টু বললে, "উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেড়ানো ট্যাক্সিতে হয় না।"

"গন্তব্য স্থান নেই? বুঝেছি।" পুরন্দর একটু মুচ্‌কে হাসল "চলনা, যাবে আমার সঙ্গে এক জায়গায়। একটি মেয়ের নিমন্ত্রণ। কোনো মেয়ের কাছে একলা যেতে ইচ্ছে হয়না।"

"সাহস হয়না, তাই বল!" সন্টু পাইপে একটা টান দিল।

"যা বল। কিন্তু চল যাওয়া যাক। নতুন পরিচয়ে মনের এই জড়তা কেটে যাবে।"

পুরন্দর উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী। তাই মেয়ে-মহলে তার অবারিত দ্বার। এ-কথা প্রায় সকলেই জানত। পুরন্দরের সময়ের দোলক-যন্ত্রটি যে কাজ ও বিচিত্র শাড়ীর মধ্যে দোদুল্যমান থাকে এ-তথ্যটিও কারুর অবিদিত নয়।

"জড়তা কাটতে পারে, কিন্তু বিরক্তিতে মন ভরে' উঠবে। মনে শান দিতে হলে' তেমনি পাথর চাই হে। সে-মগজ মেয়ে-মহলে কোথায়? বিশেষ করে' বাঙালীদের মধ্যে!" সন্টু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

"কি জানি বল!" পুরন্দরের ভাব দেখে মনে হল সে একটু ভড়কে গেছে, "মগজ হয়ত তেমন নেই। কিন্তু……কিন্তু যতদূর দেখেছি, তুমিও একেবারে হতাশ হবেনা।"

"কি বলছ? সন্টু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "মগজ নেই অথচ আমি হতাশ হব না? আমাকে কি ঠাওরালে তুমি! রূপ আছে বুঝি? তাই হয়ত ভাবছ……. ….।"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পুরন্দর তাড়াতাড়ি বললে, "সাধারণত যাকে রূপ বলে' তাও তার নেই। কি আছে বলছি ধীরে সুস্থে। চলনা একটু হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাওয়া যাক।"

সন্টুর বিশেষ আপত্তি দেখা গেলনা। পাইপটা মুখে দিয়ে নিঃসন্দে তাব পাশে হাঁটতে লাগল। মনে হল পুরন্দরের ভাবভঙ্গীতে সে একটু উৎসাহিত হয়ে ওঠেছে। আজকের সন্ধ্যেটিতে শেষ পর্য্যন্ত একটু হয়ত বৈচিত্র্য থাকবে এই আশা ক্ষণে ক্ষণে তার মনে চমকে উঠছিল। রূপ নেই, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা নেই, হয়ত বিদ্যাও তেমন নেই, তবু এমনি কি তার মধ্যে আছে যার জন্যে সন্টুর মত লোককেও হতাশ হতে' হবে না! অথচ মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরন্দরকে বিশ্বাস করা যায়। অনেক মেয়ের সম্পর্কে সে এসেছে। হয়ত উপোসী ছেলেদের মত যে-কোনো একটি মেয়েকে দেখলেই বিগলিত হয়ে পড়বার মত লোক নয় সে।

কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস দিতে সুরু করেছে। সন্টু আলোয়ানটাকে ভাল করে' গলায় জড়িয়ে নিল। প্রতি পদক্ষেপে শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুততর হচ্ছে। হঠাৎ সন্ধ্যেটাকে সন্টুর খুব ভাল লাগল। পাইপে একটি লম্বা টান দিয়ে সে বললে, "তা তোমার এই অসাধারণ মেয়েটি থাকেন কোথায়?"

"কাছেই।" সন্টুর উৎসাহে পুরন্দর মনে মনে হাসল। বললে, "তাকে প্রচলিত অর্থে ঠিক অসাধারণও বলা চলেনা। সে

খুবই সাধারণ বা, কি বলব, সহজ সরল। আসলে কি জান, জীবনের যা কিছু সমস্যা তার কাছে হাঁসের পিঠে জলের মত। কায়েমী আসন নিতে পারে না।

"বল কি!" সন্টু বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, "এটা ত মস্ত বড় গুণ হে! এদেশে দুর্লভ।"

"ঠিক বলেছ।" পুরন্দর বললে, "মন্দিরার স্বভাব অনেকটা ইউরোপীয়। এদেশের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রাত্যহিক জীবনে অতটা বেপরোয়া স্বাধীনতা এদেশের লোকেরা বরদাস্ত করে' কি করে'? তাই প্রচুর বদনাম।"

"বেপরোয়া! বদনাম!" সন্টু আবার চলতে স্বরু করল। কথাগুলো বিস্ময় প্রকাশও নয়, প্রশ্নও নয়। নেহাৎই বলার খাতিরে বলা। একটি ছোট্ট হাসি তার ঠোঁটের কোনে চমকাচ্ছে!

"জান, সন্টু," পুরন্দর হাঁটতে হাঁটতে বলে' চলল, "মন্দিরার পক্ষে কোনো কিছুই অসাধ্য নয়। তার দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় পেলে তুমি পর্য্যন্ত হয়ত ভড়কে যাবে।"

সন্টুর কাছ থেকে একটি প্রশ্ন এল, "এই দুর্জ্জয় সাহস যাকে বলছ সেটি কি তার দেহের সম্পর্কেও খাটান? অনেকের ধারণা ওটাও ইউরোপীয় মনের একটা অঙ্গ।"

"না ও-সম্বন্ধে একেবারেই ভুল বুঝোনা।" পুরন্দর যেন অনুনয়ের সঙ্গে বললে, "ওই একটি বিষয়ে সে অত্যন্ত গোঁড়া। কিন্তু সহজ ভাবে পুরুষদের সঙ্গে মেলা মেশায়, অবশ্য, তার

একটুও আপত্তি নেই। আমার মনে হয়, এ-বিষয়েও সে স্বাধীনতার চূড়ান্ত দেখাতে পারে এইজন্যে যে তার নিজের ওপর বিশ্বাস অপরিসীম। এই ধরণের মেয়ের সঙ্গে প্রচুরভাবে মেশ, আপত্তি মোটেই করবেনা, কিন্তু......"

"কিন্তু অর্দ্ধেক পথে যদি থেমে যাও তা হ'লেই মুস্কিল।" সন্টু একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে।

"ঠিক তার উল্টো।" পুরন্দর প্রায় রুক্ষ গলায় বললে, "এমনকি উচিত অনুচিতের মধ্যে সে একটি সূক্ষ্ম সীমান্ত-প্রদেশ আছে, সেটি ছাড়ালেই............"

"সর্ব্বনাশ হবে।" সন্টু শেষ করে' ছিল, "বুঝেছি।" কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়? পথ যে শেষ হয়না!"

"ওই ত দূরে যে লালরঙের বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, ওইটা। তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি আগে খবর নি।" পুরন্দর সোজা ভিতরে চলে' গেল। তার এই অবারিতদ্বারত্বের, অবিসংবাদিতার সুস্পষ্ট প্রমাণে সন্টু একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। মেয়ে মহলে এতটা স্বাধীনতা থাকা যে পুরুষমহিমার পক্ষে কিছু মর্য্যাদাহানিকর এই অতিসহজ কথাটা পুরন্দরকে অনেকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। পুরন্দর এতে একটি হাস্যজনক গর্ব্ব অনুভব করে।

নিবে-যাওয়া পাইপটা আর ধরাতে ইচ্ছে করলনা। পুরন্দরের আসতে দেরী হচ্ছে। কোনো লোককে বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে আরাম করে' বসে' গল্প করা পুরন্দরের পক্ষে এমন কিছু নতুন নয়। সন্টু ধীরে ধীরে হাটতে সুরু

করল। ঠাণ্ডায় শরীরের স্নায়ুগুলি ভারি সতেজ থাকে। মগজ কাজ করবার সুযোগ পায়। তাই শীতকালটিকে সন্টুর ভাল লাগে। বর্ষার মধ্যে কেমন একটা নির্জীব নিদ্রালু ভাবমন্থরতা আছে যা পৌরুষে ঘুন ধরিয়ে দেয়। আর গ্রীষ্মকাল! ঈশ্বর রক্ষা করো! সন্টু চমকে উঠে ভাবল। গ্রীষ্মের দুপুরে প্রায় অমানুষে পরিণত হতে হয়। মন রুক্ষ কর্কশ হয়ে ওঠে, স্নায়ুরা হয়ে থাকে দুর্ব্বল আর নিস্তেজ। শরীরের সমস্ত উৎসাহ ঘামের বন্যাস্রোতে বয়ে যায়। উঃ, ঈশ্বর রক্ষা করো।

তার চেয়ে চমৎকার এই শীতকাল। হাঁটতে কষ্ট হয় না। গায়ে চমৎকার ভাবে র‍্যাপার জড়িয়ে ধুমায়িত চায়ের পেয়ালার সামনে বসে' একটা পাইপ বা সিগার ধরানোর মধ্যে যে অপরিসীম আত্মতৃপ্তি তার আর তুলনা হয় না। সেই আরাম-টুকুর জন্যে সন্টুর মন লোলুপ হয়ে উঠল। তার পরেই সে চমকে উঠল। ভাবতে ভাবতে সে অনেকদূর চলে' এসেছে। গোলদীঘি। এখন আর পুরন্দরের কাছে ফেরা যায়না। পুরন্দরের কথা ভাবতেই তার ঠোঁটে একটা বেঁকা হাসি ফু'করে উঠল। মেয়েটির মনোহরণের ক্ষমতার কথা বলতে বলতে এখনি যে-উৎসাহ দেখা গেছল তাতে এইরকম একটা কিছু আশঙ্কা করা অন্যায় হতনা। কাছেই একটা রেষ্টুরেণ্ট দেখা যাচ্ছে। সন্টু সেইদিকেই পাদুটো-কে চালিয়ে দিল।

সুপ্রশন্ন সকাল। স্বর্ণোজ্জ্বল রোদ। ঘরের নীল দেওয়ালে আকাশের টুক্‌রো। লেপের উত্তাপের মধ্যে হাত-পা ভাল করে' ছড়িয়ে দিয়ে সন্‌টু চোখ মেলল।

আবার একটি দিন, বৈচিত্র্যহীন, মাত্রাহীন বা অতি মাত্রায় সৃষ্ট। প্রখর মুহূর্ত্তগুলো সবই হয়ত পাশ কাটিয়ে যাবে। তার বিক্ষুব্ধ কলমের তাড়ণায় দুপুরটি বিক্ষত হয়ে উঠবে। আবার বিকেলের ধোঁয়ায় প্রশান্তির শ্বাসরোধ হয়ে আসবে। আর রাত্রি! সেই নিঃসঙ্গ, করুণ রাত্রি! সন্‌টু চোখ বুজে পাশ ফিরল। যতটা শুয়ে শুয়ে সময় কাটিয়ে দেয়া যায়, ততই ভাল।

কিন্তু সকালের চায়ের প্রথম পিয়ালাটি বারবার তার মনকে টানতে লাগল। অন্তত সাময়িকভাবে দেহমনের জড়তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

সুতরাং উদ্যম—প্রবল উদ্যম। তার ভাব দেখলে মনে হয় একটা খুব বড় রকম কাজ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। একটুও দেরী করবার অবকাশ নেই। এইবার সে আরাম চেয়ারটায় বসবে। কয়েকটা টোস্‌ট্‌ নাড়াচাড়া করার পর ধূমায়িত কাপটি চওড়া হাতলের উপর তুলে নিয়ে পাইপ ধরাবে এবং খবরের কাগজটি খুলবে। এই তিনটে কাজ একসঙ্গে করতে তার ভারী ভাল লাগে। এইবার চারপাশের জগত থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আগামী আধটি ঘণ্টা তার নাগাল পাওয়া শক্ত।

হঠাৎ সদর দরজার কড়াটি ঘনঘন নড়ে' উঠল। উৎকট আওয়াজ। দ্বারোযানের ছুটে যাবার তর সয়না। কেবল একটি মাত্র লোক এইভাবে কড়া নাড়তে পারে। সন্টুব কুঞ্চিত কপালে একটি হাসির রেখা বিস্তার লাভ করল। পুরন্দর এসেছে গত কালের ব্যবহারের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে। কিন্তু তার আর আধঘণ্টা পরে এলেও চলত। ইতিমধ্যে পৃথিবী ভূমিকম্পে ধ্বংশ হয়ে যেত না। ইতিমধ্যে ইউরোপেব হাস্যজনক পরিস্থিতি চরম সঙ্কটে উপস্থিত হতে পারত না। ইতিমধ্যে চীনে ইংরেজদের অবস্থা সহসা যাদুমন্ত্রে সম্মানজনক হযে উঠত না। ইতিমধ্যে সুভায বোসের বেকার অতি-ব্যস্ততাব একটা কিনারা হয়ে যেত না। লাভের মধ্যে সন্টুর চাযের কাপটি তুফানহীন অবস্থায় নিঃশেষিত হত এবং পাইপের ধোঁয়ায শীতের সকালের জড়তা কিছু কমে' যেত।

কিন্তু এ জানা কথা যে সময়-অসময়ের মাত্রাজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত দুর্ব্বলতা পুরন্দরেব নেই। কখনো ছিলনা। কখনো হবেনা। তাই সে চাকরকে ডেকে আর এককাপ চায়েব অর্ডার দিয়ে' একটি তর্কবহুল সকালেব প্রতীক্ষা করতে লাগল।

যে-দিনটি হাঙ্গামা-বন্ধুর হবে সেটিকে সকাল বেলাতেই চিনতে পারা যায়। সকাল থেকেই প্রতিটি ঘটনার যেন প্রকৃতিস্থতা থাকেনা। দ্বারোয়ান এসে জানাল যে পুরন্দর নিচে বসে' আছে এবং সন্টুকে নিচেব ড্রয়িংরুমে যাবার জন্যে আবেদন জানিয়েছে। অন্য বাড়িতে পুরন্দরের ড্রয়িংরুমপ্রীতির যথেষ্ট

যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে, সেখানে একাধিক শাড়ীর সমাগম হয়। কিন্তু এখানে উপরের নিরিবিলি ঘরটিই সে পছন্দ করত। আজ তার এই প্রাত্যহিক মনোবৈকল্যের অবিসংবাদিতায় সন্টু শঙ্কিত হয়ে চায়ের কাপটি স্থস্থিরে শেষ করবার আশা ত্যাগ করল। তবু বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার একটা শেষ চেষ্টা করে' দ্বারোয়ানকে বললে "পুরন্দর বাবুকে উপরে নিয়ে এস।"

"তিনি আসলেন না, বাবু, আপনাকে খবর দিতে বললেন।" দ্বারোয়ান জানাল।

একটা সন্দেহ সন্টুর মগজে চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "সঙ্গে তার কেউ আছেন ?"

"একজন মেয়েলোক আছে।" দ্বারোয়ান বললে।

ওঃ তাই! সন্টু অনেকটা সুস্থির হল। পুবন্দর মানসিক স্বাস্থ্যেই আছে তাহলে। হয়ত তার বোন প্রগতিকে নিয়ে বেড়াতে বা কোনো কাজে বের হয়েছিল; কাছ দিয়ে যাবার সময় সন্টুকে মনে পড়েছে। এবং একজন অবিবাহিত ব্যক্তির বিপর্যস্ত বসবার ঘরে তাকে সটান তুলে আনা যদিও পুরন্দরের পক্ষে অস্বাভাবিক হতনা, তবু ভাগ্যদেবীর কোনো সদয় অনবধানতায় তা আর করেনি, খবর পাঠিয়েছে। সন্টু চায়ের কাপে চতুর্থ চুমুক দিয়ে নিচে নেমে গেল।

সে ঘরে ঢুকতেই পুরন্দর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এস ভাই, পরিচয় করিয়ে দি।" তারপর মেয়েটিকে বললে,

"এটিই আমার বন্ধু সন্টু, যার কথা বলছিলাম।" অথচ মেয়েটি যে কে তা বলে' দেবার দিক দিয়েও সে গেলনা। পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মাত্র একপক্ষের পরিচয় দিয়ে অপরকে একটি হাস্য-জনক করুণ অবস্থার মধ্যে ফেলবার অভ্যাস পুরন্দরের বিচিত্র চবিত্রের একটি প্রধান দিক।

মেয়েটিব বয়েস কম কি বেশী তাব কোনো নোটিশ তার মুখে বা অবয়বে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতবাং এই পরিচয়হীন সান্নিধ্যকে কি কবে' যে সামলাবে সন্টু কিছুতেই স্থির করে' উঠতে পারছিল না। তবু মেয়েটি তার বাড়ীতে অভ্যাগত, অতএব অভ্যর্থনাব প্রয়োজন। কাজেই মনেব ভাব যাই হোক না কেন, সে একটি আধুনিক ন্যাকামীর পুনরুক্তি করল। মেয়েটিকে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে' অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। পুবন্দরের বন্ধু যখন......"

মেয়েটি তাকে কথা শেষ করতে দিলনা। একটু হেসে বললে, "তখন আপনাব বন্ধু হতেও বাধা নেই, এইত? আমি রাজী। কিন্তু আপনি কাল রাগ করেছিলেন কিনা সেকথা প্রথমে বলতে হবে। অবশ্য দোষ আপনার বন্ধুর, তবু অনুশোচনায় প্রায় সারাবাত কাল জেগে ছিলাম।"

সন্টু একটা চেয়াবে বসে' পড়ে' পাইপটা ধরাল। জিজ্ঞেস করল "আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?" এবং তারপর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই টান দিতে লাগল নিশ্চিন্তভাবে।

"মন্দিবা তোমাকে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে, সন্টু।"

পুবন্দর মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল। যাক্, এতক্ষণে এই উপলক্ষ্যে সে তবু মেয়েটির নাম বলল।

"বিবক্ত করো না।" সন্টু গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "আমি এখন আমার মনের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করছি।"

হাস্যরসের ফ্লাড্-গেট্ খুলে দেওয়া হয়েছে। অতটা হাসি যেন শোভন নয়। কিন্তু দায়ী সন্টু, তাই সে চুপ করে' রইল। হাসি কিছু থামলে মন্দিরা বললে, "মনের আপাদ-মস্তক কি আবার? আর দেখছেনই বা কেন!"

"দেখতে ত হবে, রাগ করেছিলাম কিনা।" সন্টু সহজভাবে বললে।

"যাক, রাগারাগিব হিসেব-নিকেস এখন থাক," মন্দিবা হাসি থামিয়ে বললে, "আপনার বাড়ীতে আমরা অতিথি, অভ্যর্থনা করছেন কই?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়," সন্টু অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল, "মাপ করবেন, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে, একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।"

"বারে! আপনি চলে' গেলে আমরা গল্প কবব কাব সঙ্গে?" মন্দিরা যেন আবদারের সুরে বলে' উঠল, "চাকরদেব ডাকুন না। চা করতে বলবেন ত? তাব জন্যে ওঠবাব দরকার কি?"

আশ্চর্য্য! যেন অনেকদিনের চেনা! সন্টু চেয়ে দেখল পুরন্দর তার দিকে চেয়ে মিটমিট করে' হাসছে! ভাবটা—কেমন, বলেছিলাম কিনা?

সন্টু পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে বললে, "মেয়েদের সামনে চ্যাচাতে আমার ভাল লাগেনা। কেমন অভদ্রতা মনে হয়।" ভাবল এই সূক্ষ্ম খোঁচাটুকু মেয়েটিকে বিঁধবে! সে পরম স্বচ্ছন্দে পাইপে টান দিতে লাগল।

কিন্তু তার বুঝতে ভুল হয়েছিল। সে হঠাৎ চেয়ে দেখল পুরন্দর তখনো নিঃশব্দে বসে' হাসছে। মন্দিরা খুব সপ্রতিভভাবে বলছিল, "আমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায় বলে' দিতে পারি!"

"কি উপায়, বলুন।" সন্টু ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

"আপনার বাড়ীর চা আর একদিন এসে খাওয়া যাবে। আজ চলুন ময়দানের দিকে একটু ঘুরে আসা যাক।" মন্দিরা প্রস্তাব জানাল।

"এই সকাল বেলায়!" সন্টু রাস্তার দিকে করুণভাবে চাইল।

"মনে রাখবেন, শীতের সকাল। কি মিষ্টি রোদ দেখুন ত! এখন ময়দান যা চমৎকার!" মেয়েটি যেন নিজের মনেই বকে' যাচ্ছে!

"কিন্তু আমার গাড়ী ত কারখানায়।" সন্টু এখনো আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করছে।

"আমরা ত আর গাড়ীতে আসিনি। এতবড় সহরে নিজের গাড়ী না থাকলে কি আর চলাফেরা করা যায়না!" মেয়েটি বললে। তারপর কি ভেবে আবার যোগ করল, "অবশ্য আপনার গাড়ী থাকলে ভালই হত।"

এতক্ষণে পুরন্দর কথা বলল, "তা যখন নেই এবং তুমি ময়দানে বেড়াবেই তখন আর দেরী করা উচিত নয়। সন্টু তুমি উপরে গিয়ে তৈরী হয়ে এস। আমরা গল্প করছি।"

সন্টু উপরে গেল। কিন্তু বাফ্ রঙের শিল্কের রাশিয়ান সার্টটা মাথা দিয়ে গলাতে গিয়েই সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই ধরণের মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে বের হওয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে দেখা দরকার! যে-রকম স্বভাবের নমুনা দেখা গেল তাতে অত্যন্ত নির্ভীক লোকেরও সাহস না হবার কথা। ওই সহজ অন্তরঙ্গতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত। মেয়েটির প্রতিটি ভঙ্গীমায় একটি নিরিবিলি আত্মীয়তা। ও একদিনেই মনের সঙ্গে যে-কোনো একটা সম্পর্ক পাতাবার দাবী করে। এবং সে-দাবী অগ্রাহ্য করা শক্ত! সাবধান না হলে' সে-সম্পর্ক এক্ষেত্রে কেবল একটিমাত্র হ'তে পারে। সন্টু শিউরে উঠে জামাটা আবার আলনায় রেখে দিল।

কিন্তু জামা আলনায় রেখে দিলেই অবস্থাটিকেও আলনায় টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। একটা ব্যবস্থার দরকার।

এবং তারপরেই সন্টু লজ্জিত হয়ে উঠল। এত ভয়! পৌরুষের মহিমা রইল কোথায়! কোথায় গেল সন্টুর মেয়েদের ওপর উদ্ধত অবজ্ঞা? একটি সহজ স্বাভাবিক মেয়ে তার সঙ্গে ময়দানে একটু বেড়াবে তাতে এতটা বিচলিত হবার কি থাকতে পারে! তাও আবার মাত্র দুজনে নয়, সঙ্গে পুরন্দর থাকবে।

সন্টু নিশ্চিন্ত মনে বেশ পরিবর্ত্তন করে' নিচে নেমে গেল।

কিন্তু দিনটির ওপর যে সকাল থেকেই শনির দৃষ্টি পড়েছে সেকথা সে সাময়িক ভাবে ভুলে গেছল। ঘরে ঢুকে দেখল মন্দিরা একটা ইংরিজি সচিত্র সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাচ্ছে। পুরন্দর নেই।

জিজ্ঞেস করল, "পুরন্দর কোথায় গেল ?"

"কি জানি, হঠাৎ উঠে তাড়াতাড়ি চলে' গেলেন।" মেয়েটি দিব্বি নিশ্চিন্ত ভাবে বললে, "বললেন কি যেন একটা বিশেষ কাজ করবার কথা ছিল, যা তাঁর এতক্ষণ মনে পড়েনি।"

সন্টু চমকাল না। এটা পুরন্দরেব নতুন স্বভাব নয়। কিন্তু এখন সে করে কি ?

মন্দিরা বললে, "আমি শুনেছিলাম লেখকরা একটু অদ্ভুত ধরণের লোক হয়। ঘরেব মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন ? চলুন।"

"কিন্তু পুরন্দর যখন চলে' গেছে·········" সন্টু বললে।

"আপনি রাস্তা যদি না চিনতে পারেন, আমি চিনিয়ে দেব'খন।" মন্দিরা হাসতে সুরু করল। এই ধরণের ছেলে-মানুষ সে কখনো দেখেছে বলে' মনে হয়না। অথচ ইনিই নাকি একজন সাংঘাতিক লোক শোনা যায়। মন্দিরার হাসি আর থামতে চায়না। বললে, "পুরন্দর বাবুই যে একমাত্র কলকাতার রাস্তা চেনেন এমন ত নয়। ভাবছেন কেন ?"

ভাবনা যে কিসের তা ওই মেয়েটি কি বোঝে না ? যদি বুঝে

ন্যাকামী করে তাহলে ভাল, সাধারণের পর্য্যায়ে সে নেমে এল। তাকে সন্টু সামলাতে পারবে। সে-অভিজ্ঞতা তার আছে। কিন্তু যদি সে না বোঝে! অর্থাৎ যদি বোঝবার ক্ষমতা না থাকে! যদি সে এমনিই সরল ও সহজ হয় যে নর-নারীর সম্বন্ধকে স্বাভাবিকতার গণ্ডীতে টেনে আনে! তা হলেই মুস্কিল। সন্টু শীতের সকালেও প্রায় ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠল। সহৃদয়তার এতটা নির্ঝঞ্ঝাট স্বাচ্ছন্দ ভোগ করবার শিক্ষা সে কখনো পায়নি। মেয়েদের সম্পর্কে এতটা স্বাধীনতা ভোগ করবার অধিকার হঠাৎ যদি এমনি ভাবে তার নাগালের মধ্যে আসে তাহলে আজন্ম-সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্ব একটু মুস্কিলে পড়ে বইকি। কিন্তু মন্দিরাকে একটা যা-হোক উত্তর দেওয়া দরকার। সে হয়ত এতক্ষণে সন্টুর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। কিন্তু বলবেই বা কি! সে যা বলবে তার বিন্দু বিসর্গও মেয়েটি বুঝবেনা। এইটাই সন্টুর জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। তার সব চেয়ে সিরিয়াস কথাগুলোই লোকের বুদ্ধির পাশ কাটিয়ে যায়। আর ঠাট্টাগুলো লোকে উপভোগ করতে পারেনা। সেইজন্যেই সে লোকের আশেপাশে হাঁটে না। যতদূর সম্ভব লোকের সংশ্রব বাঁচিয়ে চলে। তার বলবার কথা লোকারণ্যে ছড়িয়ে দেয় লেখার মধ্যে দিয়ে। ঈশ্বর জানেন, অরণ্যে রোদন হয় কিনা।

মন্দিরা উঠে দাঁড়াল। তার চোখে একটু দুষ্টু হাসি! একটা চেয়ার তুলে এনে সন্টুর পিছনে সশব্দে রাখল। সন্টু

চমকে উঠল। তখন মন্দিরা গম্ভীর ভাবে বললে, "বসুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।"

সন্টু হেসে পাইপটা দাঁতে চেপে নিজের ব্যক্তিত্বের একটু পিঠ চাপড়ে' দিল। তারপর মন্দিরাকে বলল, "আমার নিজের একটু হাঙ্গামার কথা ভাবছিলাম। যাক্ চলুন, ঘুরে আসি।"

হাঙ্গামা! সে মিছে কথা বলেনি।

কিন্তু বাইরের শীত-প্রভাতের অজস্র সূর্য্যালোকের মধ্যে কি হাঙ্গামা থাকতে পারে! দুজনে একটা বাসে চেপে বসল।

সন্টু ভাবছিল সে যখন আত্মজীবনী লিখবে তখন আজকের দিনটিকে তা থেকে বাদ দেবে। একটু আগে বাসের সিটে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

অবশ্য, সে প্রমাণ করতে পারে, এ-সঙ্কোচের যথেষ্ট যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল। এর আগে যতবার সে মেয়েদের পাশে বসেছে সব বারেই পার্শ্ববর্ত্তিনীর ভঙ্গীতে ও আবয়বিক শিহরণে সে সঙ্কোচের আস্বাদ পেয়েছে। আজ মন্দিরা একটুও সরে' যায়নি বা সরে' যাবার অভিনয় ও চেষ্টা করেনি। ঠিক যেন দুই পুরুষবন্ধু বাসে উঠে পাশাপাশি বসল! সুতরাং এ-অবস্থায় সন্টু যদি সাময়িক ভাবে একটু অস্বাচ্ছন্দ অনুভব করে' থাকে তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায়না।

তবু সন্টু নিজের ওপর বিরক্ত হল। এই জিনিষটিরই সে বরাবর প্রশংসা করে' এসেছে। এতে আজ তার উৎফুল্ল হয়ে

ওঠা উচিত ছিল। এই সময়টির জন্যে তাব আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত ছিল।

শুধু তাই নয়, তার মনের এই বিপ্লব-পরিস্থিতিতে পিছনের সিট থেকে কে একজন ডেকে উঠল, "এই যে, তথাগতবাবু যে!"

সন্টু চমকে উঠল। তার যে তথাগত বলে' আর একটা নাম আছে সেকথা সে ভুলেই গেছল। আর অমনি অদৃষ্ট যে যখন তার চেতনা-কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ সুস্থ নয় সেই সময়েই ভদ্রলোকের ডাকবার প্রয়োজন হল। আর ডাকবে ত ডাক সন্টুবাবু বলে'। কারণ যারা তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চেনে তারা তার ডাক নামটাই বেশী চেনে। এই বাসের এত লোকের সামনে তার সাহিত্যিক নামটা প্রচার করে' ভদ্রলোকের এমন কিছু লাভ হল না নিশ্চয়ই। মাঝখান থেকে সন্টুকে বিপদে ফেলা হ'ল।

সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মন্দিবাকে বললে, "চলুন, নামা যাক।"

মন্দিবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস কবল, "এখানে? কেন?"

"দরকার আছে, চলুন, উঠুন।" সন্টু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অগত্যা মন্দিরা উঠে দাঁড়াল। ওরা নামল ওয়েলিংটনের মোড়ে। সন্টু নিঃসন্দে পথ চলতে লাগল। সে আশা করেছিল হঠাৎ কেন যে নামা হল এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মন্দিরা আর মাথা ঘামাবে না। কিন্তু সে ভুল বুঝেছিল। আব্দারের স্বরে মেয়েটি বলে' উঠল, "বলুন না,

কেন এখানে নামলেন ? আবার হাঁটছেন ত ময়দানের দিকেই। কি করতে চান ?"

"চলুন না একটু হেঁটেই ময়দানের দিকে যাওয়া যাক। শীতের সকালে হাঁটতেই ভাল লাগে।" সন্টু ভাবল এইবার ভোলাতে পেরেছে।

কোথায় কি ! মন্দিরা খিলখিল করে' হেসে উঠল। বললে, "আমি জানি কেন নামলেন। লোকটা কে ? কি চায় আপনার কাছে ?"

এবার সন্টুও হেসে উঠল। খুসীও হল। বললে, "আমিই কি তা জানি ! কে যে ডাকছে তা ফিরে দেখিনি।"

"তথাগতবাবু, একটু আস্তে, শুনছেন, তথাগতবাবু !" মনে হল সেই লোকটিই পিছন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে।

সন্টু ভুরু কুঁচকে দাঁড়াল। আচ্ছা অভদ্র লোক ত ! সঙ্গে মহিলা থাকলে পিছন থেকে ওরকম চেঁচায় শুধু অভদ্র লোকেরা। একটা দৃশ্যের অবতারণা করা। ঈশ্বর এইসব লোকের হাত থেকে পরিত্রাণ কর। সন্টু পিছন দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না।

"কি জোরেই চলতে পারে আজকালের ছেলেমেয়েরা !" মনে হল ভদ্রলোক খুবই কাছে এসে পড়েছেন, "আমার পক্ষে কি সম্ভব !"

"সম্ভব না হলে' বাস থেকে নেমে এতটা দৌড়লেনই বা কেন ? এতটা হাঙ্গামারই বা কি প্রয়োজন ছিল ?" সন্টু এইবার

পিছন ফিরে বললে, "আরে বরদাবাবু যে! এত হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছেন কোথায়?"

"আপনারই সন্ধানে মশাই, আপনারই সন্ধানে। উঃ কি ভোগানই না ভুগিয়েছেন! বাস থেকে তাড়াতাড়ি নামা আর তারপরই ছোটা এই বয়েসে কি পোষায়!" ভদ্রলোক কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘাম মুছতে লাগলেন।

"কিন্তু ছুটছিলেনই বা কেন?" সন্টু লোকটিকে নিয়ে যে কি করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। সন্টুরই কয়েকটি বই-এর প্রকাশক। কাজেই তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা যায় না। অন্য লোক হ'লে সন্টু এতক্ষণ............।

এতক্ষণ কি করত তা ভাববার আগেই ভদ্রলোক বললেন, "আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। আপনার নতুন বইটি সম্পর্কে একটা জরুরী আলোচনা করতে হবে। চলুন না আমার বাড়ীতে। আপনাকে ত পাওয়া যায়না মশাই, আজ যখন এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে........"

লোকটা বলে কি! দেখতে পাচ্ছে সঙ্গে একজন.........।

সন্টু যখন চটে' যায় তখন তার কথাগুলো ছুরির ফলা'র মত ধারাল হয়ে যায়। আর হুইস্‌লের মত একটা শব্দ হ'তে থাকে। চোখের দৃষ্টি সাপের দৃষ্টির মত ছুঁচলো হয়ে যায়। তখন তার দিকে তাকালেই নার্ভাস হয়ে যেতে হয়।

বরদাবাবুর ভাগ্য ভাল যে তিনি এসময় সন্টুর দিকে তাকাচ্ছিলেন না। তিনি চেয়ে ছিলেন মন্দিরার দিকে। একদৃষ্টে

চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। এতক্ষণ সহ্য হচ্ছিল, এই দৃশ্য সন্টু আর কিছুতেই সইতে পারল না।

পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। সেটা থামিয়ে চট্ করে' উঠে বসে' মন্দিরাকে বললে, "আসুন, চট্ করে' উঠে পড়ুন।"

মন্দিরা একটু ইতস্তত করছিল। তারপর কি ভেবে চট্ করেই উঠে বসে' বরদাবাবুর দিকে চেয়ে একটু হাসল। বরদাবাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন. "যাচ্ছেন কোথা, এমন কি তাড়াতাড়ি ছিল। কথাটা..........."

"আর একসময় হবে। এখন আমায় মাপ করবেন, ভারী ব্যস্ত আছি। আচ্ছা নমস্কার।" সন্টু সশব্দে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে' দিল। ট্যাক্সিতে এল বেগ।

এইবার মন্দিরা হাসিতে ভেঙে পড়ল। তার দিকে চাইলে মনে হয়, হয়ত ক্ষেপে গেছে। ওপর ওপর এতগুলি হাঙ্গামা সন্টুর সাধারণত নির্ঝঞ্ঝাট জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছিল। আর বুঝি নিজের মেজাজকে সে বশে রাখতে পারবেনা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে বল্লে, "হাসছেন যে! লোকটা অত্যন্ত অভদ্র। আপনার দিকে কি রকম করে' চাইছিল দেখেছিলেন! এদের জন্যেই কলকাতার রাস্তায় মেয়েদের নিয়ে বের হওয়া মুস্কিল। ইচ্ছে করে... .. . ..."

"কি ইচ্ছে করে' বলুন না?" বলেই মন্দিরা আবার হাসি সুরু করলে।

"এ আপনি করছেন কি? এত হাসছেন কেন? লোকটাকে

কি আপনি চেনেন? গাড়ীতে ওঠবার সময় কিন্তু আপনার ব্যবহারে আমার ওই রকম একটা সন্দেহ হয়েছিল।" সন্টু বললে।

এইবার গম্ভীর হয়ে মন্দিরা জবাব দিল, "উনি আমার কাকা।"

"আপনার কাকা! বলেন কি!" সন্টু স্তম্ভিত হয়ে গেল, "এই ড্রাইভার, ফেরাও, ট্যাক্‌সি ফেরাও।"

"কোথায় যাবেন আবার?"

"বরদাবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে। তাঁকে ভুল বুঝে অত্যন্ত অন্যায় করেছি।" সন্টু অনুশোচনার মূর্তি।

ট্যাক্‌সি থামল। মন্দিরা তাড়াতাড়ি বলল, "এখন ফিরবেন কেন? তিনি এতক্ষণে বাড়ী পৌঁছেছেন। খাওয়া দাওয়ার সময় কেন ভদ্রলোককে বিরক্ত করবেন! তাঁর এতক্ষণ হয়ত ব্যাপারটা মনেই নেই। ভারী ভুলো স্বভাব। পরে তাঁকে বুঝিয়ে বললেই চলবে। আমিই বলব'খন। ভাববেন না। এখন ময়দানে যাওয়া যাক। সকালটা আর নষ্ট করেন কেন?"

সকালটা আর নষ্ট হতে' বাকী কি? সন্টু ভাবল।

"এখন কি করতে চান?" জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের ময়দানে বেড়াতে যাবার কথা ছিল।" মন্দিরা মনে করিয়ে দিল।

"কিন্তু আপনার কাকার সঙ্গে এরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হবার ত কথা ছিল না!" সন্টু বললে।

"তার জন্যে ট্যাক্‌সি করে' ভবানীপুরের দিকে যেতে হবে?"

"কোনো দরকার নেই," সন্টু বললে, "ড্রাইভার, এস্প্লানেড্!"

মন্দিরা বলে' উঠল, "না, থাক্ চলুন, যখন এসেই পড়েছেন। মনোহর পুকুরে আমার এক মামার বাড়ী আছে সেখানে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন চলুন।"

"বেশ, বেশ তাই চলুন।" সন্টু অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বললে। এত সহজে যে মেয়েটিকে ঘাড় থেকে নামাতে পারবে তা সে ভাবেনি। "কত নম্বর বলুন ত?"

"নম্বর জানি না, মনোহর পুকুরে চলুন, আমি বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি।"

ট্যাক্সি থেকে নেমেই সন্টু ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। মন্দিরাকে পৌঁছে দিয়ে সে ট্রামে উঠে পড়বে। একেবারে সোজা বাড়ী। রোদের তাত বাড়ছে। শীতকাল হলে'ও দুপুর সব সময়েই দুপুর। আর তাছাড়া সকাল বেলাটার আজ গোড়া থেকেই ছন্দপতন সুরু হয়েছে। আজ বাড়ীতে গিয়ে চুপচাপ বসে' বসে' একটা বই পড়া ভাল। আজকের দিনটি দুর্য্যোগ-সম্ভাবিত।

মন্দিরা বললে, "একটু অপেক্ষা করুন। আমি ভিতর থেকে দেখে আসি বাড়ীতে সব আছে কিনা।" বলেই উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

এখনও কতক্ষণ কর্ম্মভোগ আছে কে জানে। সন্টুর কাছে প্রত্যেকটি মিনিট অসহ্য হয়ে উঠছিল। এত হাঙ্গামায় কখনো তাকে পড়তে হয়েছে বলে' মনে পড়ে না। তার নির্ঝঞ্ঝাট

নিশ্চিন্ত জীবনে ধূমকেতুর মত মেয়েটির উদয় হয়েছে। ঘাড় থেকে নামলে বাঁচা যায়। সন্টু অস্থির হয়ে পায়চারী সুরু করে' দিল। একবার মনে হয় কেটে পড়ে। আবার ভাবল সেটা ভাল দেখায় না। সঙ্গে নিয়ে যখন বের হয়েছে তখন নিরাপদ আশ্রয়ে সঠিক ভাবে পৌছে দিয়ে তবে তার মুক্তি।

এদিকে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। কাছে কোনো একটা রেস্টুরেণ্টও নেই যেখানে গিয়ে বসতে পারে। খালি পেটে পাইপ ভাল লাগছে না। ছাড়ান পেলে প্রথমেই চৌরিঙ্গীতে গিয়ে কোনো একটা চায়ের আস্তানায় ঢুকতে হবে। তারপর মাকুরামের কাছে নতুন পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করে' বাড়ীর দিকে। আর কোথাও থামা হবে না এবং আজ আর বাড়ীর বের হওয়াও চলবে না।

"আসুন, আসুন, ওরা সব আপনাকে ডাকছে!" মন্দিরা তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসে বললে।

"যাব মানে? কোথায় যাব? কারা ডাকছে?" সন্টু অবাক।

"আমার মামাত বোনেরা, আমার ছোট মামা। আসুন, আসুন। আমার ছোট মামা আবার সাহিত্যিক। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।"

"আলাপ আর একদিন এসে করব।" সন্টু দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বললে, "আজ ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! আজ যাই।"

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?" মন্দিরা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "তাহলে

একটু বিশ্রাম করে' না গেলে আপনাকে ত ছাড়ব না। বেশী দেরী হবে না, আসুন, লক্ষীটি আসুন। আমি ওদের বলে' এসেছি যে আপনি আসছেন।" মন্দিরা তার হাত ধরে' টানতে এল।

বিশ্রী ব্যাপার। স্পষ্ট দিনের আলোয় রাজপথে একটি মেয়ে এক ভদ্রলোকের হাত ধরে' টানাটানি করবে! এ-রকম যে হতে' পারে তা সন্টুর ধারণার বাইরে ছিল। অথচ মেয়েটীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে মাত্র আজকে এই কএক ঘণ্টা আগে। কিন্তু মন্দিরার চোখের দিকে সন্টু চেয়ে দেখল সেখানে দিবালোকের মতই স্পষ্ট ও সরল অসঙ্কোচ। অল্প-পরিচিত ভদ্রলোকের হাত ধরে' হঠাৎ এভাবে টানা যে অশোভন একথা ওর মনে যেন উঠতেই পারেনা।

কিন্তু রাস্তার পাঁচ জনে কি ভাববে! সন্টু তাড়াতাড়ি বললে, "চলুন, চলুন যাচ্ছি। হাত ছাড়ুন।" তারপর বাড়িতে ঢুকে বাইরের ঘরে জাঁকিয়ে বসে' বললে, "অন্দরমহলের লোকের সঙ্গে আলাপ হবে আর একদিন। আপাতত আপনার মামাকে পাঠিয়ে দিন চট্ করে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যাক। না, না, অনুরোধ করবেন না, এখন আর আমি উঠতে পারছিনা, ভারী ক্লান্ত। আর দেখুন, আমার সঙ্গে ফেরা-ই যদি আপনার মতলব থাকে, তাহলে দয়া করে' একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।"

মন্দিরা উত্তরে শুধু একটু হেসে ভিতরে চলে' গেল।

ট্রামে বসে' সনৎটু পাইপটা অতি যত্নের সঙ্গে ধরাতে লাগল। বেলা বারোটা বেজে গেছে। কিছুক্ষণ সাহিত্য আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় অবশ্য এমন বেশী মাত্রায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ছিলনা যাতে মগজের কোনগুলি আলোকিত হয়ে উঠে, তবু তা সাহিত্য আলোচনাই। মন্দিরার মামার বয়েস বেশী নয়, যৌবনের 'আত্মপ্রত্যয় তাঁর মধ্যে আছে এবং যৌবনের কাছ থেকে এর বেশী আর কি আশা করা যায়! তাঁর কথাবার্ত্তা সরস, যদিও গভীরতার অংশ তাতে কম। মোটের উপর সনৎটু সুখী হয়েছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে'। গত একটি ঘণ্টাই আজকের দিনের এপর্য্যন্ত সবচেয়ে বিড়ম্বনাহীন হয়েছে। এইবার আরাম করে পাইপ খাওয়া চলতে পারে।

ময়দানের ভিতর দিয়ে ট্রাম বেশ-দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। কন্‌কনে শীতের বাতাস এখনও যেন হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এখনও যেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে সকালের কুয়াসা জড়ানো রয়েছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধোঁয়ার মধ্যে বাস করে' সনৎটু কথা বললে, "দরজা থেকে আপনাকে পৌছে দিয়েই আমি কেটে পড়ব ত? যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে।"

"বেশ কথা বল্লেন যা হোক।" মন্দিরা যেন আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "এখন আপনাকে ছাড়ছে কে! আমাদের ওখানে আপনাকে খেতে হবে।"

"অসম্ভব," ব্যাপারটার একটা শেষ মীমাংশা করার ভঙ্গীতে সন্টু উত্তর দিল, "স্নান হয়নি। তাছাড়া আপনার বাড়ীতে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

"আমার ত পরিচিত। কি বলেন!" মন্দিরা হেসে জিজ্ঞেস-করল, "আমার বন্ধুকে আমি যদি খাওয়াই তা কি অন্যায় হয়! তাছাড়া আমার বাড়ীর লোকদের আপনি জানেন না। তারা আপনাকে অভ্যর্থনা খুব ঘটা করেই করবে।"

"এবং ঠিক সেইটেই আমি চাইনা। আমি শান্তিপ্রিয় লোক।" সন্টু পাইপে আরামের সঙ্গে টান দিল।

"কোনো গোলমাল হবেনা।" মন্দিরা আশ্বাস দিল, "আমি নিজে আপনার স্নানের ব্যবস্থা করে' দেব। তারপর আপনি একটু বসবেন। একটু দেরী হবে। আমি নিজে-হাতে আপনার জন্যে একটা তরকারী রাঁধব কিনা।"

"বলেন কি!" সন্টু এতক্ষণে পুরন্দরের কথা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছে। এত অল্প পরিচয়ে এতটা আপনার লোক করে' নিতে কজন মেয়ে পারে! অথচ অন্যায় মনোবৃত্তির বাষ্প-মাত্রও টের পাওয়া যাচ্ছে না, "এত বেলাতে আপনি গিয়ে রাঁধ-বেন! এতটা পাপেব আমিই হব নিমিত্তের ভাগী! ওর ভেতর আমি নেই। কথা দিচ্ছি আর একদিন গিয়ে খেয়ে আসব।"

"সে হচ্ছে না। আর একদিন খাবেনই, আজও খাওয়া চাই।" আবদারের স্বরে মন্দিরা বললে, "আমার জন্যে এতঠা কষ্ট করলেন আর আপনাকে না খাইয়ে আমি ছাড়ব ভাবছেন! তাছাড়া কিছু

ভাববেন না, আমরা সকলে' খাওয়াতে ভারী ভালবাসি। সে-সুখ থেকে কেন আমাদের বঞ্চিত করবেন?"

এর পর সন্টু আর প্রতিবাদ করলনা। বুঝল আজকের ভাগ্য তার উপর এখনও প্রসন্ন হয়নি। কিছুক্ষণ নিঃসব্দে পাইপ টানবার পর বললে, "আমায় তাহলে বাড়ী থেকে স্নান করে' আসতে দিতে হবে। বাড়ীতে স্নান না করলে আমি ভারী অসুবিধে বোধ করি।"

"বেশত, তাই যাবেন, কিন্তু আসা চাই নিশ্চয়ই। আমি রেঁধে নিয়ে বসে' থাকব। আপনি.........."

"ভাববেন না, কথা যখন দিচ্ছি তখন তা রাখব। দেখবেন।"

"আপনার কথায় বিশ্বাস হয়। পরের জন্য যে এতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে তার কথার নিশ্চয়ই মূল্য আছে।"

ন্যাকামী করা সন্টুর ধাতে পোষায় না। কষ্ট তার নিশ্চয়ই হয়েছে এবং অসুবিধেও। তবু ভদ্রতা একটা আছে। তাই সে বললে, "দেখুন বার বার ওই কষ্ট সহ্য করার কথাটা বলবেন না। কষ্ট কিছু হয়েছে স্বীকার করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বই যদি হয়, আপনার জন্যে অসুবিধে কিছু সহ্য করতে হবে বইকি। আপনাকেও তা সহ্য করতে হবে, এবং, "একটু হেসে বলল, "আজকের রান্না থেকেই তা'র যদি সুরু করতে চান আমার আপত্তি নেই। আর, পুরুষের সেবা করবার জন্যেই ত মেয়েরা জন্মান।"

"বন্ধুর জন্যে কষ্ট ও অসুবিধে ভোগ করাই যদি বন্ধুত্বের বড় নমুনা হয় তাহলে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিৎ শক্ত করার চেষ্টা করতে আমায় অনুমতি দিন।" মন্দিরার চোখে দুষ্টু হাসি।

এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর তর্ক করা সনটু শোভন মনে করল না। ততক্ষণে ট্রাম এসপ্লানেডে এসে পড়েছে। তারা নেমে পড়ল শ্যামবাজারের ট্রামে চাপবার জন্যে!

অনেকক্ষণ ধরে' আয়েসের সঙ্গে স্নান করে' সন্টুর মগজ কিছু পরিমানে ঠাণ্ডা হয়েছে। নরম র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আরাম-চেয়ারটায় বসে' সে একটা সিগার ধরাল। এতক্ষণে মনে হচ্ছে সে যেন বেঁচে আছে। সকাল থেকে ঘটনার তীব্র স্রোতে সে খড়ের কুটোর মত ভেসে যাচ্ছিল। তার ব্যক্তিত্বের কিছু মাত্রও যেন অবশিষ্ট ছিলনা।

এইবার সে নিজেকে ফিরে পেয়েছে নিজের দূর্গের মধ্যে। এখানে সে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন, তার চিন্তা-জগতের একছত্র অধিপতি। এখানে যে দুদ্ধর্ষ সম্রাট, যাকে পৃথিবী ভয় করে। এখানে কোনো মেয়ের চালাকী খাটবে না। একটি ঘণ্টার আগে সে আর নড়ছে না। এইবার আরাম করে' সে খবরের কাগজটি পড়তে পাবে। সকালের উপদ্রবময় পরিস্থিতিতে সেটিকে অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এইবার কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে যে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসতে পারবে। অবশ্য কোথায় কি হচ্ছে তাতে কিছুই যায় আসে না এবং খবরগুলি কতদূর সত্য তা ঈশ্বর জানেন, তবু বাঙালীর সাধারণত নিরুপদ্রব জীবনে গোটা পৃথিবীর বিচিত্র আবহাওয়া কিছু চমক আনে বইকি। তাই সকালের একটি ঘণ্টা সন্টু খবরের কাগজে নিমগ্ন হয়ে যায়।

কিন্তু আজ কিছুতেই তার মন বসছে না। সামনেই যে হাঙ্গামা তার দিকে হাঁ করে' চেয়ে আছে তাকে কিছুতেই মন থেকে সরাবার যেন উপায় নেই। প্রথম দিনের আলাপেই একেবারে বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ। উদ্দেশ্য কি? অবশ্য

উদ্দেশ্য-মূলক বন্ধুতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কে এর আগে সন্টু এসেছে আর কোনো ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবু এবার যেন ব্যাপারটা কি রকম অদ্ভুত মনে হচ্ছে। অদ্ভুত মনে হচ্ছে এই কারণে যে এক্ষেত্রে কোনো উদ্দেশ্য আছে বলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। মেয়েটির সরল চোখের দিকে তাকালে তাকে যেন বিশ্বাস না করে' উপায় নেই।

সন্টুর চুরুটটা যখন অর্দ্ধেক পুড়েছে তখন সে উঠে দাঁড়াল এবং তারপর আর একটুও না ভেবে আলোয়ানটা গায়ে চড়িয়ে নিচে নেমে গেল। ফিরতে রাত হ'তে পারে।

বাড়ীর কড়া নাড়তেই একটি বছর সাতেকের ছেলে দরজা খুলে দিয়ে বলে' উঠল, "আপনিই সন্টু-কাকা?" এবং সন্টু সেকথা স্বীকার করায় "আসুন, ভেতরে আসুন" বলে' তাকে একরকম হাত ধরে' টেনেই ভিতরে নিয়ে চল্ল।

হঠাৎ কাকা বলে' ডাকায় সন্টু প্রথমে ভীষণ ভড়কে গেল। ডাকটার মধ্যে কোথায় যেন একটা বৃদ্ধত্বের ইঙ্গিৎ আছে। নতুন আলাপের সূত্রপাতেই এবাড়ীর লোকেরা তাকে বৃদ্ধ না হোক প্রৌঢ়ের আসনে বসাবে নাকি! ব্যাপারটির নিরাপত্তার কথা স্মরণ ক'রেও সে নিশ্চিন্ত হ'তে পাবল না। একটি নিরবয়ব বৈরাগ্য ইতিমধ্যেই তার মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। আহারে যেন আর রুচি নেই।

ছেলেটি যে-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে বসাল সেখানে একটি

মেয়ে বসে' পশমেব কি একটা বুনছিল। রঙ ফরসা, বয়েস মন্দিরার চেয়ে বেশী হবে, মুখে শান্তশ্রী। দেহে সৌষ্টবের চেয়ে বঙ্কিম রেখারই প্রাচুর্য্য।

সন্টুকে দেখে হাতের জিনিষগুলি নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আসুন।" একটি ছোট্ট নমস্কারের জন্যে হাতদুটো কপালে উঠল।

"মন্দিরা দেবী কোথায়?" সন্টু একটা চেয়ার খুঁজে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল।

"এখনি আসবে। পুরন্দর-কাকাকে ডাকতে গেছে।" মেয়েটি বসে' আবার পশমগুলি তুলে নিয়ে বললে।

পুরন্দর-কাকা! বটে! সন্টু মনে মনে হাসল।

মেয়েটি নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বুনে চলল। কিন্তু ছেলেটি হঠাৎ বলে' উঠল, "জানেন সন্টু-কাকা, আমি খুব চমৎকার বল খেলতে পারি, আমাকে একটা বল কিনে দেবেন?"

মেয়েটি মৃদু ভৎসনা করল, "খোকা! কি হচ্ছে। বস চুপ ক'রে।" তার পর সন্টুর দিকে ফিরে বললে, "বয়েস কম, তাতে বাবার আর মন্দিরার আদরে ভারী দুরন্ত হয়ে উঠেছে।"

"কই আপনার বাবাকে দেখছি না ত? তিনিও কি বাইরে?" এতক্ষণে সন্টু বুঝেছে যে মেয়েটি মন্দিরার দিদি।

"হ্যাঁ তিনি বাইরে, একেবারে বাঙলার বাইরে!" মেয়েটি হেসে উত্তর দিল, "তিনি আসামে ধুবড়ীতে কাজ করেন। এখন সেখানেই আছেন।"

"আপনারা এখানে কে কে আছেন?" সন্টু জিজ্ঞেস করল। তার প্রশ্নে সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। প্রথম আলাপেই এতটা অশোভন অনুসন্ধিৎসা সে এর আগে কখনই দেখায়নি। কিন্তু এদের মেলামেশায় এমন একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আছে যে অত্যন্ত দুরূহ প্রশ্নগুলিও অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।

"মা, আমি, মন্দিরা, আমাদের ছোট বোন রাণু আর খোকা।" মেয়েটি বলল, "আমার পবিচয় আপনি এখনো পাননি। আমি মন্দিরার দিদি, আমার নাম কনকলতা, সবাই ডাকে লতা বলে'। পড়ি বেথুনে সেকেণ্ড ইয়ারে এবং আমার কিছু কিছু রেকর্ড আছে।"

"বটে?" সন্টু উৎসাহিত হয়ে উঠল, "তাহলে ত আপনাদেব বাড়ীতে সময় কাটবে ভাল। না, না, রেকর্ডের নয়, গায়িকার সুকণ্ঠের··· ····"

"তার জন্যে ভাববেন না।" কনকলতা বললে, "আমার যা বিদ্যে আছে তা একদিন দেখতেই পাবেন। কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে। অনেক বেলা হয়ে গেল। মন্দিরা এখনো এল না।"

সন্টু ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলল, "আমার জন্যে ভাববেন না, দুটোর আগে আমি কোনো দিনই খাই না। কিন্তু আশ্চর্য্য করলেন, কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই, আপনারা থাকেন কি করে'?"

"আপনিই আশ্চর্য্য করলেন।" কনকলতা বললে, "আপনি

আছেন কোন যুগে? কাপড়ের পুঁটুলিই চুরি যায়। আমরা কাপড়ের পুঁটুলি নই। ওই দিরা এসেছে, রাণু এসেছে। একটু বস্থন আপনার খাওয়ার জোগাড় দেখিগে, কিছু মনে করবেন না।" সে বাড়ীর ভিতরে চলে' গেল।

"আরে! এ যে দেখছি লক্ষ্মী ছেলে! কতক্ষণ এসে অমন ঘুপ্‌টি মেরে' বসে' আছেন?" মন্দিরা দ্রুত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে' বললে, "একলা বসে' আছেন বুঝি? খোকা, দিদি কোথায়?"

"এই ত উঠে গেল," খোকা বললে, "এতক্ষণ সন্‌টু-কাকার সঙ্গে গল্প করছিল।"

"যাক, তা হলে' একা বসে' থাকতে হয়নি।" মন্দিরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, "এইটি আমার ছোট বোন রাণু।" তারপর ছোট তের চোদ্দ বছরের মেয়েটির দিকে ফিরে মৃদুকণ্ঠে তাড়া দিল, "এই, নমস্কার কর।"

মেয়েটি নমস্কার করে' কি একটা কথা বললে বোঝা গেল না।

মন্দিরা বুঝিয়ে দিল, "ভাল কথা বলতে পারে না। তবু আগের চেয়ে ভাল পারে। ডেফ্‌ অ্যাণ্ড ডাম্ব্‌-এ পড়ে। তবে ডেফ্‌ নয়।"

সন্‌টু আশ্বস্ত হ'ল। চেঁচিয়ে কথা বলতে তার কষ্ট হয়।

বললে, "আর যে-কথা বলতে পারে না তাও যে বোঝা যায় না তা নয়। হাবে ভাবে·····"

রাণু মেয়েটী সকৌতুকে সন্‌টুর দিকে তাকাল।

মন্দিরা বললে, "আমার আর রাণুর মধ্যে এখনও ত বেশীর ভাগ সময়ে সেই ভাবে কথাবার্ত্তা হয়।" তারপর ছোট বোনের গলা জড়িয়ে ধরে' তার কানে কানে কি বললে এবং সে বাইরে চলে' গেল।

মন্দিরা বললে, "স্নান করতে পাঠালাম। ওর আর খোকার ভার আমার ওপর, মা ওদের সামলাতে পারে না।"

"আদর করার ভঙ্গী দেখেই বুঝলাম এমন দিদির কথা না শোনা ওদের পক্ষে অসাধ্য।" সন্টু মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু এখন স্নান করতে পাঠালেন? ওদের কি এখনও খাওয়া হয়নি?"

"বলেন কি!" মন্দিরা আশ্চর্য্য হল, "অতিথি-সজ্জনকে না খাইয়ে বাড়ীর কেউ আগে খেতে পারে?"

"আর শুধু এই ব্যাপারেই ভারতবর্ষের লোকেদের আজও কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি জানবেন।" বলতে বলতে ঘরে ঢুকল মন্দিরার দিদি।

"ছি ছি, দেখুন ত, আমার জন্যে আপনাদের কত অসুবিধেয় পড়তে হল! ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ওরা অতিথি-সেবার কি জানে? আমি ওই জন্যেই বলেছিলাম, আজ না হয় থাক। বেলা ত কম হয়নি।" সন্টু কুণ্ঠা দেখাবার চেষ্টা করল। আসলে সে কুণ্ঠিত মোটেই হয়নি। কারণ, এর জন্যে দায়ী মন্দিরা।

"আচ্ছা মশাই, থামুন, খুব হয়েছে। এখন চুপ করে' বসে' গল্প করুন দিদির সঙ্গে। দিদি, তুমি একটু সন্টুবাবুর কাছে বস। আমি আসছি।" ব'লেই দ্রুতপদে বের হয়ে গেল।

কনকলতা তার বোনবার সরঞ্জাম গুছিয়ে তুলে রাখতে লাগল। তার সমস্ত অবয়বে এবং তাদের ব্যঞ্জনায় একটি শান্ত এবং ব্যক্তিত্বময় মাধুর্য্য আছে। অথচ মুখে এমনি একটি নরম ভাব যে সেদিকে তাকালে প্রেম করতে ইচ্ছে করে না, স্নেহ করতে ইচ্ছে করে।

সন্টু বললে, "মন্দিরা দেবী খুব খাটতে পারেন বুঝি ?"

"ওই ত সব দেখে।" কনকলতা বললে, "আমি কলেজ, রেডিও আর রেকর্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আজ ছুটীর দিন বলে'ই আমাকে বাড়ীতে দেখতে পাচ্ছেন।"

"কিন্তু আপনাদের মাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?" সন্টু জিজ্ঞেস করল, "তিনি কি কারুর সামনে বের হন না ?"

"তিনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।" কনকলতা একটু হেসে বললে, "কারুর সামনে বের হন না। দিনরাত নিজের ঘরে বসে' থাকেন। কারুর সঙ্গেই তাঁর বনে না। আমার সঙ্গে না, এমনকি বাবার সঙ্গেও না। খোকা, রাণু এরা মা'র কাছে ঘেঁসতে চায় না। কেবল দিরাই মায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। কি করে' যে পারে তা জানি না।"

"কেন বলুন ত ?" সন্টু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তিনি কি করেন ?"

মনে হল কনকলতা এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করল, তারপর তেমনি সহজ ভাবেই বললে, "আমাদের সকলেরই মনে হয় তাঁর মাথায় কিছু গোলমাল আছে, নইলে……"

"এইবার গা তুলুন মশাই, অনেক গল্প হয়েছে।" বলতে বলতে মন্দিরা এসে দাঁড়াল।

নইলে যে কি তা আর শোনা হল না। সন্টু উঠে দাঁড়াল। বললে, "গা ত তুললাম। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র রাক্ষস নই, আগে থাকতে বলে' রাখলাম। অত্যাচার করবেন না যেন।"

"রাক্ষস-খোক্ষসকে আমরা নিমন্ত্রণ করিনা। ভয় নেই, আজ কিছুই রান্না হয়নি। মা যা-হোক রেঁধেছে। আমি কিছুই করতে পারলাম না। আর একদিন আপনাকে নিজে রেঁধে খাওয়াব।"

মা রেঁধেছে মানে! সন্টু অবাক হল। এইমাত্র সে শুনেছে মা কিছুই করেন না, দিনরাত নিজের ঘরেই বসে' থাকেন। তার মনে হল এদের মধ্যে কোথায় একটি গভীর রহস্য আছে। সে উৎসাহিত হয়ে উঠল।

আসনে বসে' জিজ্ঞেস করল, "পুরন্দর আসবে না?"

"কি জানি;" মন্দিরা বললে, "দেখা পাইনি। বাড়িতে লিখে রেখে এসেছি। আপনি ত আরম্ভ করুন। যদি আসেন তিনি ঠিকই খেতে পাবেন। ভাববেন না, আপনি ত নিজেই বলেছেন যে আপনি রাক্ষস নন।"

সন্টু মৃদু হেসে আহারে মন দিল।

বাড়ীর উপরের তলায় বাড়ীওয়ালা থাকেন, নিচের তলায়

এরা। নিচে রান্নাঘর ছাড়া তিনটি ঘর। তার মধ্যে যেটি বাইরের বসবার ঘর, সন্টু জিজ্ঞেস করে' জানল, সেইটিতে রাত্রে ছেলে-মেয়েরা শোয়। কেবল মন্দিরা রাত্রে তার মায়ের সঙ্গে ভিতরের ঘরে শোয়।

"আর বাইরের ঘরের এই পাশের ঘবটায় কি হয়?" সন্টু জিজ্ঞেস করল। ঘরে ঢুকে সে দেখল কোনে একটা বিছানা গোটানো রয়েছে, এবং আলনায় রযেছে পুরুষের জামা কাপড়।

"এ-ঘরে সঞ্জয়দা থাকেন।" মন্দিরা বললে।

"তিনি আপনাদের কি হন?" সন্টু জিজ্ঞেস করল। নেহাৎ প্রশ্নেব খাতিরে প্রশ্ন।

"দূর সম্পর্কের ভাই। ধুবড়ীতেও আমাদের সঙ্গে থাকতেন। অবশ্য," মন্দিরা তাড়াতাড়ি যোগ কবল, "উনি প্রতিমাসে ঘরের ভাড়া দেন এবং তাতে আমাদের অনেক সাহায্য হয়।"

"তাছাড়া," সন্টু বললে, "বাড়ীতে অপনাবা শুধু মেয়েরা থাকতেন, সঞ্জয়বাবু থাকাতে একজন পুরুষ অভিভাবক হল।"

"অভিভাবক ঠিক বলতে পারেন না।" মন্দিরা বললে, "আমাদের অভিভাবকের দরকার হয়না। যদিও এপাড়ার ছেলেরা যে খুব ভদ্র একথা বলতে পারিনা।"

"কি করে তারা!" সন্টু পাইপটায় অগ্নি সংযোগ করতে করতে জিজ্ঞেস করল। সকলেরই খাওয়া হয়ে গেছে, বাড়ী দেখানো হয়ে গেছে। এখন সকলে বাইরের বড় ঘরটায় এসে বসেছে। সময়ের গতি মন্থর, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সাধারণত

যা হয়ে থাকে। ঘরে লম্বা করে' বিছানা পাতা। সন্টু একটা বালিসের উপর হেলান দিয়েছে। শীতের দুপুরের একটি মধুর অনুভব তার রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছিল।

"যখনি আমরা বেরুই কয়েকজনে পিছু নেয়।" কনকলতা বললে।

"আপনারা দাঁড়িয়ে পড়ে' জবাবদিহি চাননা কেন?" সন্টু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল। উত্তেজনায় সে ততক্ষণে সোজা হয়ে উঠে বসেছে। নোঙ্‌রামি সে সহ্য করতে পারেনা।

"কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে বলুন ত! ও আমাদের ভাল লাগেনা। অথচ না বেরুলেও ত চলেনা, আমাদের বেরুতেই হয়।" কনকলতা বললে।

"আর না বেরুলেই বা কি হবে," মন্দিরা যোগ করল, "সন্ধ্যের পর রাস্তায় আমাদের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে যেরকম শিশ্ দেয় আর যা-সব আলোচনা করে তা শুনলে ক্ষেপে যেতে হয়।"

"বলেন কি!" সন্টু যেন আর সহ্য করতে পারছেনা, "আশে-পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকরা কিছু বলেন না? আপনাদের বাড়ী-ওলা ত ওপরে থাকেন, তিনি এ বিষয়ে কিছু করেন না কেন? আপনারা তাঁকে বলেছিলেন?"

"আশে-পাশের বাড়ীর ছেলেরাও যে দলে আছে।" কনকলতা বললে,। "আর বাড়ীওলার ছেলেকেও আমাদের সন্দেহ হয়।"

"সঞ্জয়বাবু কোনো-দিন রুখে বের হন না কেন?

"অতগুলি লোকের বিরুদ্ধে একা কি করবেন? মাঝখান থেকে একটা কেলেঙ্কারী হবে।" মন্দিরা বললে।

এই সময় রাণু জড়িয়ে জড়িয়ে যা বলল তার থেকে বোঝা গেল যে দিন চারেক আগে সে যখন স্কুল থেকে ফিরছিল তখন কে একজন কমবয়সী ছেলে তাকে মুখ ভেঙ্‌চেছিল।

খোকা রুখে উঠে বললে, "ছেলেটাকে আমায় দেখিয়ে দিস ত ছোট্টদি, একদিন এমনি ল্যাঙ্‌ দেব, তখন বুঝবেন বাছাধন।"

"এই খোকা, থাম্, খুব বীরত্ব হয়েছে।" মন্দিরা হেসে ধমক দিল।

"কিন্তু ওই হচ্ছে আসল কাজ।" সন্টুও হেসে ফেলে বললে, "মাঝে মাঝে একটু আধটু বীরত্ব না দেখালে লোকে চেপে ধরে। ভদ্রলোকের যুগ এটা নয়। ভদ্রলোক হলে'ই মুস্কিলে পড়তে হয়। যাই হোক, আপনারা থানায় খবর দেননি কেন?"

"দিয়েছিলাম।" মন্দিবা বললে, "থানার বড়বাবু আমাদের চেনা। তিনি বললেন এই ব্যাপাব খুব বেড়ে চলেছে এবং তাঁরা তা থামাবার চেষ্টাও খুব করছেন। তিনি কয়েকটা নাম চেয়েছেন। তাতে তাঁব কাজেব সুবিধে হবে।"

"বেশত, নাম দিয়ে দেবেন, কয়েকজনকে চেনেন ত?" সন্টু বললে।

"অনেকগুলিকে চিনি।" কনকলতা বললে, "তবে আমরা অপেক্ষা কবছি বাবার আসবার জন্যে। তিনি এসে যা হোক করবেন।"

"তিনি আসছেন বুঝি ?"

"এক সপ্তাহের মধ্যেই আসছেন।"

"তাহলে ত ভালই।" সন্টু যেন নিশ্চিন্ত হল, "বাবা এলে আপনাদের বাড়ীটা বদলে ফেলুন। কি বলেন ?"

"চেষ্টা না হয় করব।" কনকলতার ভঙ্গীতে যেন হতাশা। "কিন্তু বাড়ী পাওয়া শক্ত। এর আগে যখন বাড়ী বদল করি তখন ভারী মুস্কিলে পডতে হযেছিল। মাত্র কযেকজন মেয়ে থাকবে দেখে অনেক বাড়ীওলাই আপত্তি করেছিলেন। অনেক বাড়ীতে গিয়ে একদিন থেকেই উঠে আসতে হয়েছিল। জিনিষ পত্র নিয়ে কি হাঙ্গামা বলুন ত !"

"মেয়েরা থাকবে তাতে কি হয়েছে !" সন্টু আশ্চর্য্য হল, "তাঁদের আপত্তিটা কিসের ? ভদ্রলোকের মেয়ে আপনারা, কোনো হাঙ্গামায় থাকেন না, স্কুলে যান, কলেজে যান......"

"হয়ত তাঁরা ভেবেছিলেন যে আমরা ভাড়া দিতে পারব না এবং সেজন্য তাঁরও আমাদের কোর্টে নিয়ে যেতে সঙ্কোচ হবে। তাছাড়া আমরা পাঁচজনের সঙ্গে সহজভাবে মিশি বলে' লোকে আমাদের ভারী বদনাম দেয়। আর সে-বদনাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।" কনকলতা বললে।

"নিজের মতই লোকে জগতকে দেখে।" সন্টু কঠিন কণ্ঠস্বরে বললে, "যত সব ভণ্ড, নীচ লোক ! দিন এক গ্লাস জল দিন, ভারী বিশ্রী লাগছে, এইবার আমি কেটে পড়ি।"

মন্দিরা জল এনে জিজ্ঞেস করল, "আবার কবে আসছেন ?"

"কাল সন্ধ্যের সময়।" সন্টু দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বললে, "যে-লোক-গুলো শিশ্ দেয় তাদের আমি একবার দেখতে চাই।"

"ওমা, সেকি, কি করবেন!" মন্দিরা তাড়াতাড়ি বলে' উঠল, "না না, মিছিমিছি গোঁয়ার্ত্তুমি করবেন না! কি দরকার ও-ফ্যাসাদে! রাস্তায় যা-খুসী করুক না। রাস্তায় কুকুর চেঁচায় না? তা'তে কি আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়?"

"তা বলে' ইতর লোকগুলো মেয়েদের অপমান করবে! এত তাদের স্পর্দ্ধা!" সন্টুর চওড়া বুকটা যেন আরও ক'ইঞ্চি বেড়ে গেল।

"দোহাই আপনার, ঠাণ্ডা হন।" মন্দিরা হাত জোড় করে' প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললে।

সন্টু হেসে ফেলল। বললে, "ভয় নেই, আমি কোনো হাঙ্গামা করব না। আপনারা ঘরের ভিতর থেকেই জানলা দিয়ে লোকগুলোকে আমায় দেখিয়ে দেবেন, আমি তাদের একবার দেখতে চাই। আমি কথা দিচ্ছি মারামারি করব না। ওই ইতর লোকগুলোর সঙ্গে মারামারি করাও অভদ্রতা। আর," একটু হেসে বলল, "তার দরকারও হবে না।"

"সন্টুবাবু যদি কোনো ব্যবস্থা করতে চান, বাধা দিচ্ছ কেন মন্দিরা?" কনকলতা বললে, "উনি ত বলছেন কোনো হাঙ্গামা করবেন না। লোকগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়েছে।"

"আচ্ছা বেশ, আসবেন কাল সন্ধ্যেবেলায়, আমরা লোক-

গুলোকে দেখিয়ে দেব।" মন্দিরা বললে, "আপনাকে পান দেব কি "

পাঁচ মিনিট পরে পান খেয়ে, পাইপ ধরিয়ে সন্টু রাস্তায় বেরিয়ে চার পাশে চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। কেবল মনে হল' বাড়ীর দোতালার একটা জানলা সে ওপবের দিকে চাইতেই চট্ করে' বন্ধ হয়ে গেল।

একটু হেসে সন্টু চলতে শুরু করে' দিল।

সাহিত্যিক আড্ডা। চা এবং চুরুটের সমাবেশে শীতের সন্ধ্যা পুলকিত। সমধর্ম্মীদের এরূপ সজীবভাবে একত্রিত হওয়া হয়ত কেবল সাহিত্যিক আবহাওয়াতেই সম্ভব। আলাপের মধ্যে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই, প্রত্যেকটি কথায় চায়ের উত্তপ্ততা, প্রত্যেকটি ভাব ধূমায়িতভাবে অগ্নিগর্ভ!

কিন্তু তবু সন্টু একটি নিষ্ঠুর সত্যকে উপেক্ষা করতে পারে না। এতগুলি গুণীলোকেব একত্র সমাবেশ হ'তে পেরেছে শুধু এইজন্যে যে সন্টু চা, চুরুট এবং টোষ্টেব জন্যে নিয়মিত ভাবে খরচ করে। তবে সরস্বতীব সঙ্গে লক্ষ্মীর যে সাধারণত অসদ্ভাব, এই সত্যটি স্মবণ কবে' সন্টু নিজেকে শান্তনা দিত। তার নিজের ভাগ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীব কৃপা যদি সমান ভাবে হয়েই থাকে তাহলে সে-সৌভাগ্যেব কিছু অংশ সে অপরকে দিতে কার্পণ্য করবে কেন! বিশেষ করে' সে নিজেও যখন তাতে আনন্দ পায়।

এবং পায় অনুপ্রেরণা। এই সব বিক্ষিপ্ত, পরস্পর-অসংশ্লিষ্ট আলাপকে কেন্দ্র করে' একটি সাহিত্যিক আবহাওয়া ঘনিয়ে আসে। এবং অন্তত কিছুক্ষণ সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস না করলে লেখা আসে না। এই আবহাওয়াটাই অবশ্য সব কথা নয়, এবং লেখার মালমশলা হিসেবে জীবনের ঘটনার বাহুল্য এবং অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্য চাই, যাদের অভাব সন্টুর কখনই হয়নি। এবং যদিও এই সব সাহিত্যিক আড্ডায় বেশীর ভাগ সময় কাটে অন্যান্য সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধ সমালোচনায়

তবু সন্টু এই সাহিত্যিক সভাগুলিকে পছন্দ করত। সাহিত্যিক-দের মত বিচিত্র জীব খুব কমই . এবং তাদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে' সন্টু প্রচুর আনন্দ ত পেতই, কতকগুলি নতুন চরিত্র হয়ত এই সাহিত্য-সভার মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করত।

তাদের সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে কয়েকটি মতবাদ স্থায়ীভাবে জড়িয়ে গেছল। যেমন ধরা যাক, প্রথমত পিন্‌চুট করে' চুল আঁচরে' নিখুঁত পোষাক না পরলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, একটা উদাস-উদাস ভাব করে' লেক এবং চৌরিঙ্গীতে না বেড়ালে গল্পের প্লট বা কবিতার ভাব আসে না। তৃতীয়ত, প্রচুরভাবে এবং এলোমেলোভাবে প্রেম করা চাই এবং চতুর্থত, সাহিত্যিকের জীবন হতে' হবে ছন্নছাড়া।

এখন সবে সাহিত্যে বস্তি-যুগ শেষ হয়েছে। এখন সাহিত্যিকরা উল্টো পথ নিয়েছেন, প্রায় সকলেই আভিজাত্য-কামী। শুধু কয়েকজনে মুটে-মজুরদের জন্যে অশ্রুবর্ষণ করতে স্থরু করেছেন, তাও অভিজাত সমবেদনার সঙ্গে।

মোট কথা ওদের সকলকে দেখলেই সন্টু কৌতুক বোধ করে। তার মনে হয় ওরা যেন বিধাতার অট্টহাসি, মানুষের বুদ্ধি সম্পর্কে তাঁর বিদ্রূপ।

রোজই সন্টু একপাশে বসে' দাঁতে পাইপটা চেপে ধরে' এদের কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গী উপভোগ করে। আজও সে গিয়ে কোনের দিকে একটা চেয়ার নিয়ে বসল। তেমনিই

আলোচনার স্রোত বয়ে' চলেছে। পেরু থেকে প্রাগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনো জায়গাই বাদ যাচ্ছেনা, কোনো সমস্যারই এ-ঘরটিকে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই, ওরা যেন সময়ের ঝুঁটি ধরে' নেড়ে' দিচ্ছে।

আজ সন্টুর মনোযোগ সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাধীন ছিলনা। সে ভাবছিল সেই মেয়েগুলির অসহায় অবস্থার কথা। আর ভাবছিল এ-যুগে ছেলেদের শোচনীয় মনোবৃত্তির বিষয়! অবশ্য মেয়েরা প্রজাপতি-বৃত্তি করলে ছেলেরা তাদের পিছুপিছু ঘুরবেই, এ চিরকালের প্রবৃত্তি। তবু প্রত্যেক লোককে প্রথমত এবং প্রধানত হতে' হবে ভদ্রলোক। প্রত্যেক কাজকেই ভদ্রতার এবং শোভনতার সীমার মধ্যে অনায়াসেই আনা যায়।

"আজ সন্টুকে অসাধারণ ভাবে অন্যমনস্ক দেখা যাচ্ছে।" হিরণ্ময় মত প্রকাশ করল।

"হয়ত এতদিন পরে সন্টুর চরিত্রের পতন ঘটল।" টনি বললে।

সন্টু সোজা হয়ে বসে' প্রশ্ন করল, "অর্থাৎ? বুঝলেই বা কিসে এবং চরিত্র বলতেই বা তোমরা কি বোঝ?"

"ঠিক তুমি যা বোঝ তাই। অর্থাৎ এখানে আমরা তোমার ব্যক্তিত্বকেই উদ্দেশ করে' বলছি।" টনিই উত্তর দিল।

"সেই ব্যক্তিত্বের পতন কি ভাবে হ'ল?" সন্টু চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসল। তার মুখে মৃদু হাসি।

"ভাবপ্রবণ হওয়া তোমাকে মানায় না।" বিমান বললে।

"সাংঘাতিক অপবাদ! ভাবপ্রবণ! এরা বলে কি! প্রেমে পড়েছ নাকি হে সন্টু?" স্থলভেন্দ্র জিজ্ঞেস করল।

"ভাবপ্রবণতা যে একটা অপবাদের জিনিষ ওটা তোমাদের মত, আমার নয়।" এতক্ষণে সন্টু কথা বলছে, "আর প্রেম করাটা খুব ভাল, যদি উপযুক্ত ব্যক্তি জোটে।" সন্টু পাইপের ছাই ঝাড়তে লাগল। সন্টু যখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাইপের ছাই ঝাড়ে তখন বুঝতে হবে যে এইবার একটি দীর্ঘ বক্তৃতা আশঙ্কা করা যেতে পারে। কারণ সন্টুর ধারণা যতক্ষণ পাইপে আগুন থাকে ততক্ষণ কথা বলা সময়ের অপব্যয়।

"উপযুক্ত ব্যক্তি বলে' তুমি কি বোঝাতে চাইছ?" বললে টনি। সে এই দলের নারদ, কোনো একটা হাঙ্গামা সুরু করিয়ে দিয়ে কেটে' পড়ে। "যারা কখনো প্রেম করেনি, সেই সব ন্যাকা খুকীর দলই কি প্রেমের উপযুক্ত পাত্রী?"

"অন্তত যে-সব মেয়েরা বেপরোয়া এলোমেলো ভাবে প্রেম করবার ভাণ করে' বেড়ায় তারা যে নয়, এটুকু বলতে পারি।" সন্টু এখনো ছাই ঝাড়ছে। "আর যে-সব ছেলেরা মেয়েদের পিছনে ছোঁক ছোঁক করে' ঘুরে বেড়ায় তারা প্রেম করতে জানে বলতে চাও?"

"যৌবনের ধর্ম্ম।" বিমান দার্শনিকভাবে মন্তব্য প্রকাশ করল।

"কুকুরের ধর্ম্ম।" সন্টু শ্লেষের হাসি হাসল।

বিমান উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "অনেক মেয়ে আছে যারা পিছন দিক থেকে কোনো পুরুষকে আসতে দেখলেই মনে করে

বুঝি বা তারই অনুসরণ করছে। এই সব ন্যাকা-মার্কা দম্ভ দেখলে হাসি পায়।"

"আবার রাস্তায় কোনো মেয়ে দৈবাৎ কোনো ছেলের দিকে চাইলেই ছেলেটি মনে করে মেয়েটি পটেছে। হাস্যোদ্দীপক নির্বুদ্ধিতা!" সন্টুর বাঁকা কণ্ঠস্বরে শানিত বিদ্রুপ।

স্থূলভেন্দ্র হেসে উঠল, বললে, "মেয়েদের উকিল কবে থেকে হয়ে উঠলে হে? কখনো ত ওদের আমল দিতে তোমায় দেখিনি। তাইত জিজ্ঞেস করছিলাম, প্রেমে পড়েছ নাকি?"

"যা সহজ, সরল এবং দিবালোকের মত স্পষ্ট আমি তাই পছন্দ করি।" সন্টু চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বললে। এতক্ষণে সে পাইপে তামাক ভরতে আরম্ভ করছে। এইবার হয়ত তর্কের ঝড়ে আসবে মন্থরতা!

কিন্তু বিমান সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। "মেয়েদের প্রশ্রয় না পেলে ছেলেদের দুঃসাহস আসে না।" সে বললে।

"ছেলেদের ভাবভঙ্গী দেখে অনেক সময় মেয়েদের একটু বাঁদর-নাচ দেখাবার সখ হয়। সেটা অস্বাভাবিক নয়।" সন্টু বললে। তারপর, "অবশ্য এমন কথা আমি বলছি না যে মন্দ মেয়ে নেই। অন্তঃসারশূন্য মেয়ে দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে' গেছে। আর এদের জন্যেই অনেক নির্দোষ মেয়েকেও হাঙ্গামা পোহাতে হয়।"

"এবং অনেক ফিচেল মেয়ের পাল্লায় পড়ে' অনেক নির্দোষ ছেলের প্রাণ যায়।" বিমান তর্কের খেই ছাড়তে রাজী নয়।

"এতে তোমার সঙ্গে আমি একমত।" সন্টু এইবার পাইপ ধরিয়েছে, "এবং একথায় আমার আগেকার কথাগুলি যে মিথ্যা তা প্রমাণ হয় না। তবে এর জন্যে দায়ী ওই কুকুর-ভাবাপন্ন অনুসরণকারী ছেলেগুলি।"

"এবং ভালো মেয়েদের দুর্দ্দশার জন্যে দায়ী জনকতক ফাজিল অন্তঃসারশূন্য মেয়ে।" বিমান বললে।

"যাক, একটা রফা যা-হোক হল!" হিরণ্ময় গম্ভীর ভাবে জানাল, "তোমরা অনেক কষ্টে প্রমাণ করলে যে এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু চল ভাদুড়ী, এইবার আমরা উঠি, ওই পুরন্দর এসে গেছে। এইবার দ্বিতীয় দফা মেয়েদের আলোচনা সুরু হবে। এর পর আর তা সইবে না।"

"হ্যাঁ, চল, যাওয়া যাক।" টনি দাঁড়িয়ে উঠল।

"আরে যাচ্ছ কোথায়, বস, বস।" বিপুল শরীর নিয়ে পুরন্দর ঘরে ঢুকে বললে। তারপর টনিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, "একটা ভারী ইণ্টারেষ্টিং ঘটনা ঘটেছে।"

"কোন্ মেয়ে কোথায় কি ভাবে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করেছে এই ব্যাপার ত?" হিরণ্ময় তার আলোয়ান গোছাতে গোছাতে বললে, "আর একদিন শুনব। চল টনি।"

"আরে বসুন্ হিরণ্ময়বাবু, বসুন। আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার আছে। একটা কাজ সম্পর্কে। যাবেন একটু পরে।" পুরন্দর বললে।

হিরণ্ময় যদিও জানত যে পুরন্দরের কথায় আকাশের মতই

শূন্য অথচ সুনীল আশ্বাস, তবু সে আবার চেপে বসল। রাজ-কর্ম্মচারী পুরন্দর ইচ্ছে করলেই তাকে একটা কাজ জোগাড় করে' দিতে পারে এবং হিরণ্ময়ের একটা কাজের বিশেষ প্রয়োজন। সাহিত্যে পয়সা নেই এবং শুধু সাহিত্য করলে বাবা দেশ থেকে খরচ পাঠাতে যে চাইবেন না এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে। অথচ লেখার ভিতর দিয়ে এবং নানা ব্যবহারিক ভাব-ভঙ্গীতে হিরণ্ময়ের অর্থ-সঙ্গতির কথা সাধারণ্যে প্রচার পেয়েছে। এখন একটা ভাল চাকরী জোগাড় করতে না পারলে ঠাট্ বজায় রাখা শক্ত। তাই তাকে আবার বসতে দেখে সকলে মুখ টিপে হাসল। তার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা এখানকার প্রায় সকলেই জানে।

"আরে সুলভ যে!" পুরন্দর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি কতক্ষণ, ভাই? তোমাকেই খুঁজছিলাম। কণিকা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। তোমার বিষয় জিজ্ঞেস করছিল।"

সুলভের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। তার পরিচিত কোনো মেয়ের সম্বন্ধে এই রকম প্রকাশ্যভাবে আলোচনা যদিও পুরন্দরের পক্ষে সম্ভব তবু সুলভের রুচিতে তা বাধে। অপরিসীম ক্ষমতায় মুখ প্রফুল্ল করে' সে বললে, "একটু বিশেষ কাজ আছে, এখন একটু উঠতে হচ্ছে, কিছু মনে করবেন না। তাঁকে বলবেন আমার বিষয় জিজ্ঞেস করার জন্যে বাধিত হয়েছি।" মনে হ'ল শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বরে শ্লেষ এসে পড়েছে।

সুলভ চলে' গেলে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ একটা অশ্বস্তিকর

আবহাওয়া বিরাজ করতে লাগল। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ।

কণিকা ও সুলভ-সংক্রান্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারটি প্রায় সকলেরই জানা! ওদের দুজনের প্রণয়-বেদনা যখন সাফল্যের সমীপবর্ত্তী তখন অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে দুজনের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং শুধু তাই নয় সুলভ আর একটি নারীহৃদয়ের কাছে নিজেকে সুলভ করে' তোলে। অথচ দুজনের আকর্ষণের মধ্যে হয়ত একটুও মিথ্যার প্রলেপ ছিল না।

"আর একটু সূক্ষ্ম হতে' শিখুন।" হিরণ্ময় মৌনতা ভঙ্গ করলে।

"আরে রেখে দিন। ও-সব প্রেম আমি ঢের দেখেছি। ও-সব আজকালের ফ্যাসান। প্রেমে না পড়লে আধুনিক হওয়া যায়না যে। এমন অনেক মেয়ে দেখেছি যারা থানায় গিয়ে, কোর্টে গিয়ে বলে' এসেছে যে তার প্রেমপাত্রই অপরাধী, তাকে নানাভাবে পটিয়েছে, তার নিজের একটুও দোষ ছিল না।"

"আপনার দুর্ভাগ্য।" হিরণ্ময় বললে।

"আসল প্রেম দেখবার সৌভাগ্য কারুর যে হয়েছে একথা আমি বিশ্বাস করি না।" পুরন্দর জানিয়ে দিল. "কোনো দিন তা যদি দেখতে পাই.... ...."

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হিরণ্ময় বললে, "তাহলে মশগুল হয়ে থাকবেন, মেয়ে-সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে পাঁচজনের কাছে গল্প করে' বেড়াবেন না।"

সন্টু হেসে উঠল। বললে, "বাস্তবিক পুরন্দর, কণিকার কথা অমন বেখাপ্পা ভাবে তোলা তোমার উচিত হয়নি। তবে তোমারও ভাববার কিছু নেই হিরণ্ময়,সুলভ কোনো আঘাত পায়নি। আঘাত পাবার মত মন ওর নয়। আজকালের সহরের কোন্ ছেলে-রই বা তা আছে! কিন্তু সেকথা যাক, পুরন্দর, চট্ করে' কেটে পড়ার অভ্যাস যদিও তোমার আছে, তবু আজ তা করোনা। আজকের সকাল সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" পুরন্দর কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সন্টু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "থাক, থাক, পরে আলোচনা করা যাবে। তুমি একটা কি ব্যাপার আমাদের বলতে যাচ্ছিলে সেইটাই বল।"

তারপর চলল গল্প ও নানা আলাপের স্রোত। ইতিমধ্যে আরও পাঁচজন এসে হাজির হল। তারা কেউই চুপ করে' কথা শুনে যেতে রাজী নয়। কেউই কারুর কথা মেনে নেবেনা, তর্কে ও চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরের আবহাওয়া ভারাক্রান্ত।

সন্টু বাইরে গিয়ে চাকরকে সকলের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখতে হুকুম দিয়ে ওপরে গেল এবং তারপর র‍্যাপারটা গায়ে জড়িয়ে কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আবার সেই কালকের মত ধূমধূসর রাস্তা। সহরের দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাওয়া মন্থর। বাতাসে শীত নেই। রাস্তায় অজস্র লোকের ব্যস্ত পদক্ষেপ। কেরানীর দল মাসিক টিকিট-গুলিকে পুরোমাত্রায় উপভোগ করবার জন্যে সন্ধ্যের পর থেকে

ট্রামগুলিতে কায়েমী আসন নিয়ে বসেছেন, সুতরাং ট্রামে চড়লে দাঁড়াবার স্থানও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বিরাট দৈত্যের মত বাসগুলো ছুটেছে। পদচারীর দিকে তাদের লোলুপ দৃষ্টি, কিন্তু অপরিসীম তাচ্ছিল্য। মান্ধাতার ঠিক পরবর্ত্তী যুগে তৈরী কলেবরগুলি কোনো রকমে টিঁকে থাকবার গৌরব সশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে। ওদের কাছে ঘেঁসতে কেমন ইচ্ছে হয় না। পথে পদে পদে অন্যমনস্ক বা ব্যস্ত পথিকদের সঙ্গে রূঢ় সংঘর্ষের সম্ভাবনা। কোনো স্থানে দাঁড়ালেই অজস্র ভিখিরী এসে ছেঁকে ধরবে। চায়ের দোকানগুলিতে প্রচুর ভীড়। একটুও নিরিবিলি শান্তি পাবার আশা নেই।

এই সহরের জীবন! সন্টুর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

একটা রিক্‌স দাঁড় করিয়ে সে চেপে বসল। ধীরে-সুস্থে ময়দানে পৌছে অন্ধকারে একলা চুপ করে' একটা বেঞ্চে অনেকক্ষণ সে বসে' থাকবে।

সহরের আকাশেও নির্জ্জনতা নেই, সন্টু বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখল, সহরের আকাশেও নির্জ্জনতা নেই। এর আগে সে কখনো লক্ষ্য করেনি কিন্তু আজ সে ভেবে দেখল এত চিল একসঙ্গে এর আগে সে কখনো দেখেনি। আকাশ যে প্রকাণ্ড বড়, তার যে সীমানা নেই সে-কথা যেন ভুলে যেতে হয়, মনে হয় ওইটুকু বিস্তারে চিলেদের যেন কুলাচ্ছে না। আকাশের দেওয়ালে ওদের পাখা যেন ঠেকে যাচ্ছে, আবও উপরে উড়তে গেলেই আকাশেব ছাদে ওরা বাধা পাচ্ছে। আর স্থানের জন্য ওদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চালাচ্ছে কুয়াসা-আকীর্ণ, মৃত-প্রায়, ধোঁয়াটে আলো। শীত-প্রভাতের যে-উৎফুল্লতাব জন্যে প্রাণ সূর্য্যোদয়েব প্রতীক্ষা করে, কোন্ অভিশাপে সহব যেন তা থেকে বঞ্চিত!

নিচে ধূলি-বহুল পথগুলিতে চিবাচরিতভাবে বহু পথিকের পদধ্বনি, যান্ত্রিক যানের কর্কশ অভিযান, খাদ্য-অন্বেষণের নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা. আশা-নৈরাশ্যের বহুরূপী মিছিল।

আর একটি মৃত দিন, ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্টু ভাবল, আরও একটি মৃত দিনকে সহ্য করতে হবে। বৈচিত্র্য নেই, প্রখর অনুভূতি নেই, ঘটনারিক্ত, পাণ্ডুব, নির্জ্জীব আর একটি দিন। ঘড়ির কাঁটার মতই মুহূর্ত্তগুলিব শ্লথ গতি আফিংএর মত তাব নাড়ীতে নাড়ীতে রক্তকে নিস্তেজ করে' দেবে। তার চারদিকে চলতে থাকবে শুধু প্রাণ ধারণ করবার, শুধু টিঁকে থাকবার নির্ব্বোধ, যান্ত্রিক প্রয়াস।

খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করে', কয়েকটা বই আলমারি

থেকে নামিয়ে আর তুলে রেখে, মাঝে মাঝে বারান্দায় পায়চারী করে' আর কয়েক কাপ চা ও আধ টিন টোব্যাকো খেয়ে সকালটা কাটল। স্নানাহার সেরে' দুপুরে বার বার ব্যর্থ চেষ্টা কবল কয়েকটি লাইনকে জন্ম দেবার। তারপর যখন নৈরাশ্যের সমুদ্রে তলিয়ে যেতে তার বেশী বিলম্ব নেই তখন চাকর এসে খবর দিল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, তাঁর নাম নৃপতিবাবু।

বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে বারবার অনুসন্ধান করে' নৃপতিবাবুর সন্ধান যখন কিছুতেই মিলল না তখন সন্টু নিচে নেমে এল। তিনি যেই হোন না কেন সন্টুকে অন্তত সাময়িক ভাবেও একটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন এবং সেজন্য সন্টু তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ঘরে ঢোকবার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে সন্টু লক্ষ্য করে' দেখল ভদ্রলোকের মাথার চুল যদিও সব রূপো হয়ে গেছে তবুও চামড়া নিভাঁজ তামাটে। পথিক বছরগুলির কোনো পদচিহ্নই তাঁর অবয়বে খুঁজে পাওয়া শক্ত। সূর্য্যের অজস্র দানে যদিও তাঁর মুখে তাজা রক্তের দীপ জ্বালা রয়েছে তবুও তাঁর চোখের মধ্যে তীক্ষ্ণ চাতুর্য্য আত্মগোপনের প্রয়াসে সন্ত্রস্ত। লোকটিকে পছন্দ হয় অথচ তাঁর প্রতি একটি সূক্ষ্ম অবিশ্বাস কেবলি মনের মধ্যে উঁকি মারতে থাকে।

“নমস্কার,” ভদ্রলোক কুণ্ঠিত বিনয়ে বললেন, “আমাকে চিনতে পারবার কথা নয়। বসুন, বলছি।”

তারপর সন্টু একটি চেয়ার গ্রহণ করলে, "শুনলাম আমার মেয়েরা আপনাকে বন্ধু বলে' মনে করে। তাই ভাবলাম আমারও ত আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন।"

সন্টু মনে মনে হাসল। শুভ বুদ্ধি, সন্দেহ নেই। সাবধানতা সব সময়েই প্রশংসনীয়। বললে, "কাজটা ভালই করেছেন। কিন্তু কোন্ মেয়েদের কথা বলছেন তা ত বুঝতে পারছি না।" সে মনে মনে একবার তার পরিচিত মেয়েদের লিষ্টের উপর চোখ বুলিয়ে নিল।

"আমার নাম নৃপতি ঘোষ, ধুবরীতে কাজ করি। আমার মেয়ে মন্দিরা আব কনকলতার কাছে আপনার বিষয় শুনলাম। অবশ্য, আপনার বন্ধু পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।" ভদ্রলোক বললেন।

"আরে, তাই বলুন।" সন্টু নিশ্চিন্তভাবে বললে, "তারপর? ধুবরী থেকে ফিরলেন কখন? কাল সকালেও ত আপনি কলকাতায় ছিলেন না, এমনকি তুপুরেও না।"

"কাল রাত্রে এসেছি।"

"আর আজ সকালেই এতদূর ছুটে এসেছেন! কি দরকার ছিল বলুন তো? আজ সন্ধ্যেবেলাতেই ত আমার আপনাদের বাড়ী যাবার কথা আছে।" সন্টু বললে।

"তাতে কি হয়েছে? আপনাব মত লোকের সঙ্গে দেখা করতে আমার লজ্জার কি আছে! আর আমি বাড়ীতে চুপচাপ বসে' থাকতে পারি না।"

"সে ত আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি।" সন্টু বললে, "কিন্তু চা করতে বলি, কি বলেন?"

"ব্যস্ত হবেন না, চায়ের সময় এখনো হয়নি। আমার সঙ্গে ফর্মালিটির দরকার নেই।" নৃপতি বাবুই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "আপনি বসুন, কথাবার্ত্তা বলা যাক। আপনি স্বচ্ছন্দে স্মোক করতে পারেন, ওবিষয়ে আমার কোনো সংস্কার নেই।"

তাঁর না সংস্কার থাকতে পারে তবু সন্টু তাঁর বৃদ্ধত্বকে সম্মান দিল। বিশেষ করে' ভদ্রলোক নিজেই যখন ধূমপান করেন না। বন্ধুরা কেউ উপস্থিত থাকলে সন্টুর এই চারিত্রিক দুর্ব্বলতা দেখে অবাক হয়ে যেত। হয়ত আগামী কাল বা তারও কয়েকদিন পরে এই মুহূর্ত্তটিকে স্মরণ করে' সন্টু নিজেও লজ্জিত হবে। তবু এখন তার কিছুতেই স্মোক করতে আগ্রহ এল না।

ধুবরী সম্বন্ধে, আশামে বাঙালীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক খুচরো এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনার পর সন্টু প্রশ্ন করল, "এখানে মেয়েদের অভিভাবকশূন্য অবস্থায় রেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন?"

"আমাদের পুর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা আপনাদের মেয়েদের মত নয়।" ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন।

"অর্থাৎ? আপনি কি বলতে চান যে পশ্চিম বাঙলার মেয়েরা............"

"স্বাধীন হবার মত মনের জোর পায়নি। আমাদের দেশের

মেয়েরা তা অনেকটা পেয়েছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ভার ত নেয়ই, তাদের বাপ-মায়ের ভার পর্য্যন্ত নিতে পারে।"

"অনেক সময় অঘটনও ঘটে।" সন্টু বলল।

"স্বাধীন ভাবে বাঁচতে গেলেই তা ঘটবে। তাতে স্বাধীনতার দাম কমেনা, বরং স্বাদ বাড়ে।" ভদ্রলোক প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বললেন।

সন্টু একটু সময় ভেবে বললে, "দেখুন, স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনার কথা ঠিক তা মানি। কিন্তু স্বাধীনতাব জন্যে যোগ্যতাও ত অর্জ্জন করতে হবে। জোর করে' বীরত্ব দেখানো দুর্ব্বলতারই লক্ষণ।"

"কিন্তু আমাব কি মনে হয জানেন?" নৃপতিবাবু বললেন, "জোর করে' বীরত্ব দেখানতেও অনেক সময় দুর্ব্বলতাকে জয় করা যায়। ছেলেবেলা থেকে ভয়-পাওয়া আমাদেব মজ্জাব মধ্যে বাসা বেঁধেছে। তাছাড়া স্ত্রী-স্বাধীনতা এদেশের প্রাচীন যুগেও ছিল। মধ্যযুগেই শুধু অঘটনের ভয়ে তাদের পর্দ্দার মধ্যে ঢুকিয়েছিলাম। সেখানেও কি অঘটন ঘটে না আপনি বলতে চান?"

"প্রচুর, প্রচুর।" সন্টু হাসতে লাগল।

"তবে মিছিমিছি তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করি কেন বলুন? আমাব মেয়েদের দেখেছেন ত?" নৃপতিবাবু যেন একটু গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "তাদের স্বাস্থ্য কেমন মনে হয়?"

স্বাস্থ্য বলতে সাধারণত যা বোঝায় তার সঙ্গে আবয়বিক গঠনের এমন একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক যে নবপরিচিত মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিজের মতামত তাদেরই বাপের সামনেও প্রকাশ করতে সন্টু সঙ্কোচ বোধ করল। সে কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টায় বলল, "কিন্তু স্কুল-কলেজের বেশীর ভাগ মেয়েদেরই দেখতে পাই বইএর চাপে কুঁজো হয়ে পড়েছে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, মুখশ্রী বিবর্ণ..........."

তাকে থামিয়ে দিয়ে নৃপতিবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "শুধু স্কুলে বা কলেজে গেলেই যে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয় বা তার যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মেয়েরাও ত স্কুলে-কলেজে যায়।"

"তা হলে' স্বাধীনতা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?" সন্টু জিজ্ঞেস করল, "মেয়েদের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হবার উপায় কি আছে? পুরুষদের না হলেও তাদের চলবে না, পুরুষদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিও তাদের নেই।"

"না, আপনি তর্কের খাতিরে তর্ক করবেন না। মেয়েদের না হ'লে আমাদেরও চলে না, অন্তত ভাল ভাবে চলেনা। তা বলে' আমরা কি স্বাধীন হতে' পারি না? শ্রমবিভাগের কথা, পারিবারিক মর্য্যাদার কথা প্রভৃতি অনেক কথাই যে আছে তা মানি। শুধু এই কথাটাই মানতে পারি না যে বিশেষ দরকার হ'লেও মেয়েরা বাজার থেকে কোনো একটা জিনিষ কিনে আনলে, বাড়ীর লোকেরা খেতে না পেলে কোনো সম্মানজনক

কাজ করে' অর্থ উপার্জ্জন করলে মেয়েদের সম্মানের হানি হয়। যোগ্যতা থাকা কি একটা পাপ?"

সন্টু চেয়ে দেখল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখ দুটি উৎসাহে জ্বলছে। তিনি চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছেন। তাঁর দেহের প্রতিটি পেশী উৎসাহে প্রখর। সন্টুব তর্ক করতে ইচ্ছে করল না। সারাটা জীবন যে-বিশ্বাসকে অবলম্বন করে' তিনি বেঁচে আছেন তাতে আঘাত দিতে তাব ইচ্ছে করলনা। হযত তিনি নিজেই একদিন আঘাত খাবেন, কে জানে! এইত আজ সন্ধ্যে-বেলাতেই শুনতে পাবেন বা হযত এর মধ্যেই শুনেছেন পাড়াব দুর্বৃত্ত ছেলেদের বর্ব্বরতায় তাঁর মেযেদের কি রকম অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। এ-কথা তুললে ভদ্রলোক কি জবাব দেবেন তাও সন্টু জানে। তিনি বলবেন, অনেক মেয়ের হাতেও অনেক পুরুষ লাঞ্ছিত হয়, কিন্তু তার থেকে এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে পুরুষ জাতি স্বাধীন জীবনযাত্রার অযোগ্য। আর তাছাড়া অবশ্য সন্টুও এটা মানে যে মানুষের সব কিছুই অভ্যাসের অধীন। স্বাধীনতাব আবহাওয়ায় বাস করতে করতেই তার যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়। আর নৃপতিবাবুর ওকথাও সত্যি যে স্বাধীনতা মানে অপরেব সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়! পৃথিবীব বড বড় স্বাধীন জাতকেও অর্থনৈতিক কারণে বহুজাতির মতামতের অপেক্ষা করে' থাকতে হয়। তাতে তাদের স্বাধীনতাব মূল্য কিছুই কমেনি।

"কি ভাবছেন?" নৃপতিবাবু বললেন, "বেশী ভাবলেই সব

গোলমাল হয়ে যাবে। আসল কথা, বাঁচা। আমাদের রক্তে বহুপুরুষ-সঞ্চিত একটি জ্ঞান আছে। তার পরামর্শ মেনে চলাই সব চেয়ে ভাল।"

সন্টু খুসী হ'ল এবং বিস্মিত হ'ল। বললে, "বলেন কি! আপনার ত খুব সাহস! প্রবৃত্তির প্রেরণাকে মেনে চলতে বলেন! ভাগ্যে কোনো সমাজ-পতির কাণে এ-কথা যায়নি।"

"দেখুন, সমাজ-পতিরা স্বার্থপর হতে' পারেন কিন্তু তাঁরা মূর্খ্য নন। তাঁরা জানেন যে খাঁটি নির্জ্জলা প্রবৃত্তির প্রেরণা যা আমাদের পক্ষে সত্যিই মঙ্গলকর তাকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমাদের প্রবৃত্তি বিকৃত।"

সন্টুর ভারী ভাল লাগছে এই আলোচনা আর এই ভদ্রলোককে। ধূসর একঘেয়েমীর মাঝখানে তিনি যেন একঝলক সূর্য্যালোক।

সে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে এই খাঁটি প্রবৃত্তিকে ফিরিয়ে পাবার উপায় কি?" যদিও সে তার এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই জানে, তবু এই জীবন্ত বৃদ্ধের উত্তর শুনতে তার ইচ্ছে করল।

"গ্রামে ফিরে চলুন। ম্যালেরিয়ার কালাজ্বরের ভয় করবেন না। প্রত্যেকের নিজের স্বাস্থ্য নিজের হাতে। এখানে এই ইঁটের পাঁজায় র‍্যাপার মুড়ি' দিয়ে বসে' বসে' ঝিমুবেন না।" তারপর একটু কুন্ঠিতভাবে বললেন, "মাপ করবেন, আমার কথাগুলো রূঢ় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বলুন ত, সহরে আমাদের এই কি জীবন নয়?"

উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে সন্টু বিমনা হয়ে বসে' রইল। সে স্পষ্ট দেখতে লাগল সে এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছে যেখানে ধূলিধূমবিমুক্ত নগ্ন সূর্য্যালোক শীত-প্রভাতের শিশিরবিন্দুর বুকে হাসছে, যেখানে আকাশ উজ্জ্বল নীল, পত্রবহুল চিক্কণতাব একটি সবুজশ্রী দৃষ্টিশক্তিকে উৎফুল্ল করে। বাতাসে উদ্দীপনা, আঁটি-বাঁধা হলুদবর্ণ ধান মাঠেতে সারিসারি বসানো রয়েছে, বাহুল্যবর্জ্জিত বেশ-ভূষায় প্রকৃতির সন্তানেরা স্বচ্ছন্দগতিতে যাতায়াত করছে। চারদিকে অজস্র পাখীর কলকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত আর তার অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে বাজছে গরুর গাড়ীর চাকার একটানা ক্যাঁচ্-ক্যাচ্ ক্যাঁচ্-ক্যাচ্ শব্দ।

বহুদিন-বিস্মৃত গ্রাম পরম স্নেহে যেন তাকে বারবার ডাকছে।

সে হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে' বসে' বললে, "কালকে আমার গাড়ীটা সারানো হয়ে আসছে। যাবেন, কলকাতার বাইরে একটু বেড়িয়ে আসবেন ?"

নৃপতিবাবু একটু হেসে বললেন, "বেশত, যাওয়া যাবে। কখন বেরুতে চান ?"

"সকালবেলা স্নান শেষ ক'রেই।" সন্টু বললে, "আপনার ছেলে-মেয়েদেরও নিয়ে যাবেন। কিছুদূর গিয়ে রাস্তার কাছেই কোনো গাছতলায় রান্না করে' খাওয়া যাবে। তারপর সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসব। কি বলেন ?"

"উত্তম প্রস্তাব। আমার ত ভাল লাগবেই। অনেকদিন

সহরে বাস করার পর আপনাদের আরো ভাল লাগবে। তাহলে বেলা নটায় বেরুনো যাবে। আমরা তৈরী হয়ে থাকব। রাঁধবার সরঞ্জাম আমরা নেব। আপনি শুধু একটা স্টোভ সংগ্রহ করবেন।"

"স্টোভ আমার আছে। তরি-তরকারীও আমি নিয়ে যাব। এই কথাই রইল তাহলে," সন্টু উৎফুল্ল ভাবে বলল, "আপনি একটু বসুন, আমি এইবার আপনার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করি।"

"আমার কাছে লৌকিকতার দরকার নেই।" নৃপতিবাবু বললেন, "খাওয়াতে চান আর একদিন এসে' খেয়ে যাব'খন। চাকরদেব হাতের চা খেয়ে কি করবেন। আপনার যখন আমাদের বাডী যাবার কথাই আছে, চলুন না, সেখানেই চা খাবেন, লতা, দিরা ওরা করে' দেবে।"

"বেশত, বেশত, তাই চলুন। আমাব কিছুমাত্র আপত্তি নেই।" সন্টু বললে, "একটু বসুন আমি আসছি।"

তারপর সে বাইরের জন্যে তৈরী হয়ে নিতে উপরে গেল।

আলো, আলো। পরিষ্কার, নগ্ন আলো। প্রতিটি আলোক-কণার চারপাসে নোঙ্‌রা ধুলো জড়ানো নেই। মেঘবিহীন নীল আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো আসছে। গাছের চিকন পাতা থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়ছে। সূর্য্যের আলো। যে-আলোর স্পর্শে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু-কেন্দ্রে জীবন-শক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রচুর আলো, অজস্র আলো। পিচ্‌-ঢালা রাস্তার বুক থেকে আলো ঠিকরে আসছে। গাড়ীর বনেটের ওপর আলো দেহ মেলে দিয়েছে।

দুপাশে ছোট ছোট গ্রাম। খড়ের চাল। মাটীর দাওয়া। খুঁটীতে ছাগল বাঁধা রয়েছে। মাচায় কুমড়ো রোদ পোয়াচ্ছে। সংখ্যাতীত ইক্ষুদণ্ড, রসের আশ্বাসে ভরপুর। বেগুনের ক্ষেত, কপির ক্ষেত, মুলোর ক্ষেত।

"কড়াইসুটির ক্ষেতে বসে' গাছ থেকে টাট্‌কা কড়াই তুলে খেতে যা আরাম।" সন্‌টু বললে।

"আর ক্ষেতের মালিক এসে যখন পিঠে ঘাকতক লাঠি বসিয়ে দেবে, তখন?" মন্দিরা বললে, "সেটা খেতে নিশ্চয় আরাম লাগবে না। কি বলেন?"

"ওই ত মুস্কিল।" সন্‌টু দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লে।

সকলেই হেসে উঠল।

"বহুদিন আগে আমি একবার ওই দুষ্কর্ম্ম করতে গিয়ে তাড়া খেয়েছিলাম।" সন্‌টু বললে।

"কোথায়?" নৃপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"দমদমে, এরোড্রোমের পিছনে।"

"তারপর, কি হল?" খোকা জিজ্ঞেস করল। তার গল্প শোনার প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

"ঠিক পালাতে পেরেছিলাম।" সন্টু হেসে বললে, "শুধু একজন সাইকেল নিয়ে মুস্কিলে পড়েছিল! সে সাইকেলটি ক্ষেতে শুইয়ে রেখে দিব্বি ঘুপ্‌টি মেরে বসে' খাচ্ছিল। তাড়া খেয়ে সাইকেল বের করতে সময় লেগেছিল।"

"মার খেয়েছিল?" খোকা জানতে চায়।

"না, শেষ পর্য্যন্ত ঠিক সময়ে পালাতে পেরেছিল। আমরা ততক্ষণে নিরুদ্দেশ। আমার তখন বয়েস কম।"

"আমার মতন?"

"হ্যাঁ, প্রায় তোমার মতন।" সন্টু বললে।

"আমিও কড়াইস্যুটি খাব, বাবা।" খোকা আবদার ধরল।

"চুপ কর," নৃপতিবাবু ধমক দিলেন, "রোজ ত খাও।"

"না, বাজারের নয়, মাঠ থেকে তুলে খাব। সন্টু-কাকা গাড়ী থামাতে বলুন।"

"এখন নয়, লক্ষ্মী ছেলে, চুপ কর্।" মন্দিরা বললে, "ফেরবার সময় সন্ধ্যের পর তোতে-আমাতে নামব। কি বলিস্?"

খোকা রাজী।

কনকলতা বললে, "আমিও নামব।"

নৃপতিবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন, "এ তোমাদের হ'ল

কি ? সন্টুবাবু এখন এদের সকলকে সামলাবেন কেমন করে' ?"

"সামলাতে গেলেই অন্যায় করা হবে।" সন্টু বললে।

"তার মানে ?" নৃপতিবাবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"তার মানে সহর থেকে বেরিয়ে এসে এদের মন আজ মুক্তির স্বাদটা ভোগ করতে চায় ওই ধরণের একটা অনিয়মের মধ্যে দিয়ে।"

"কিন্তু স্বাধীনতা ত আর অনিয়ম নয়।"

"তা ও য়ই।" সন্টু বললে, "দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কি।"

"শেষ পর্য্যন্ত ঘোলটাকেই দুধ বলে' না বিশ্বাস হয়ে যায়।"

"হলেই বা, ঘোলটাও অনেক সময় উপকারী।" সন্টু হাসতে লাগল। এবং তারপর হাসি থামিয়ে বলল, "সব নিয়মই ত ভাল নয়। যে-নিয়মগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে খাপ খায়না তাদের না মানলেই ত আর নিয়মের শাসন অগ্রাহ্য করা হয় না।"

"কিন্তু অপরের জিনিষ তাকে না জানিয়ে নেওয়া চলবে না, এ-নিয়ম থাকা ভাল। কি বলেন ?" নৃপতিবাবুর কণ্ঠে শ্লেষ।

"তুমি বড্ড তর্ক কর, বাবা।" কনকলতা বললে, "আর যুদ্ধ না করে' জার্ম্মাণরা যে গোটা ইয়োরোপটা কেড়ে নিল তাতে বুঝি অন্যায় হয়নি। জার্ম্মানীকে শাসন করা শক্ত। ইতালীও ত এ্যাবিসিনিয়া নিয়েছে। তাকেও শাসন করা শক্ত। তাই বলে' বুঝি তাদের অন্যায় কাজটা পৃথিবীর সকলে হজম করে' নিয়েছিল ?"

"আর তাছাড়া আমরা ত আর ক্ষেতের সব কড়াইস্থটি বা সব বেগুণ তুলে নিতে যাচ্ছিনা। শুধু তোলার আমোদের জন্যে দু'একটা তুলব। তাতে ক্ষেতের মালিকের এমনকি ক্ষতি হবে!" মন্দিরা বললে।

"আবার বেগুণক্ষেতেও নামা হবে বুঝি?" নৃপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"বেগুণক্ষেতে আর কপিক্ষেতে।" মন্দিরা তাঁকে জানিয়ে দিল।

"আমায় নামিয়ে রেখে আসবেন চলুন, সন্টুবাবু।" তিনি বললেন, "মারধোর এ বুড়ো বয়েসে সইবে না।"

"ভয় নেই।" সন্টু অভয় দিল, "এ গাড়ীর ইঞ্জিন খুব শক্তিশালী! পালাতে সময় লাগবে না।"

"কিন্তু আমাদের ফেলে পালাবেন না যেন।" খোকা উৎ-কণ্ঠিত ভাবে বললে।

সকলেই হেসে উঠল।

মন্দিরা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "এইখানেই গাড়ী থামান। দেখুন বেশ পরিস্কার জায়গা।" তারপর গাড়ী থামলে কিছুদূরের একটা গাছ দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ওইখানে বেশ রান্না হবে। তাছাড়া একটু দূরেই একটা পুকুর রয়েছে। বাসনগুলো ধুয়ে নেওয়া চলবে!"

গাড়ীটা রাস্তার ধারে ভাল করে' রাখা হ'লে সকলেই নেমে দাঁড়াল।

প্রান্তরের মাঝখানে সীমাহীন ছুটী আর সীমাহীন জীবন। প্রত্যেকটি তৃণের ডগায় বেঁচে থাকার আনন্দ সূর্য্যের দিকে মাথা তুলে দিয়েছে। তারা আজ কয়েকটি সচকিত পদতল থেকে সহরের সমস্ত ধুলো মুছে নিল। পাখীরা স্তব্ধ বিস্ময়ে কয়েকটি অপরিচিত কণ্ঠের কলধ্বনি শুনল।

আহার-পর্ব্ব যখন শেষ হল তখন প্রায় বিকেল। কনকলতা প্রায় লজ্জিত কণ্ঠে সন্টুকে বললে, "অত্যন্ত অসময়ে আপনার খাওয়া হল।"

"সহরের মধ্যেই সময়ে খাওয়া হয় না। আর বনভোজনে এসে সেটার আশা করা আমার পক্ষে পাগলামী হ'তনা কি?" সন্টু গাছের গুঁড়িতে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে।

"তবু এত দেরী করে' কখনো হয়ত খাননি।" মন্দিরা বললে।

"এবং খাওয়াতে এত আনন্দও সচরাচর পাইনি।" সন্টু বললে।

"সেটা স্থান-মাহাত্ম, আমাদের রান্নার গুণ নিশ্চয়ই নয়।" মন্দিরা ঘাসের উপর দেহ এলিয়ে বললে, "কিন্তু এইবার আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে। বাবা, তোমার র‍্যাপারটা দাও, একটু ঘুমিয়ে নি।"

"শীতের দুপুরে ঘুমুতে নেই, শরীর খারাপ হবে।" নৃপতি-বাবু বললেন, "উঠে একটু ঘুরে বেড়াও, তাহলে আর ঘুম আসবেনা।"

খোকা ছুটে গিয়ে মন্দিরার হাত ধরে' টানাটানি লাগিয়ে

দিল। "মেজদি, ওঠ, ওই ওদিকে একটা গাছে অনেক পেয়ারা হয়ে আছে, দুজনে পেড়ে আনিগে।"

রাণু এসে মন্দিরার অপর হাত ধরল। সুতরাং না উঠে উপায় নেই। ছোট্ট দলটি চলল পেয়ারার সন্ধানে।

তারা চোখের বাইরে চলে' যাবার কিছুক্ষণ পরেই একটা প্রবল হর্ষধ্বনি ভেসে এল। সন্ধানিত দ্রব্যের সাক্ষাৎ মিলেছে।

নৃপতিবাবু বললেন, "এরা ছেলেবেলায় এইভাবে মানুষ হয়েছে। এইজন্যেই শুধু আমি এদের সহরে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারিনা। আপনারা ববাবর সহরে আছেন, আপনাদের কথা আলাদা। অপরিচিত জানোয়ারের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা সব সময় সম্ভব নয়।"

"সহরটা তাহলে একটা জানোয়ার, বাবা!" কনকলতা জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয়, আমিও ওকথা মানি," সন্টু বললে, "অ্যামেরিকার র‍্যাট্‌ল্ সাপ, ল্যাজে সব সময় ঘণ্টা বাজছে! ঘোড়ার পিঠে চেপেও তার হাত থেকে নিস্তার নেই।"

"কিন্তু মোটরে চেপে আছে।" নৃপতিবাবু বললেন, "এই যেমন আমরা পালিয়ে এসেছি।"

"পালিয়ে এসেছি, কিন্তু পালিয়ে থাকতে পারব না।" সন্টু ক্লান্ত ভঙ্গীতে বসে' পড়ে' বললে, "আবার ফিরে যেতে হবে। সাপের চোখের মতই সহরের চোখে যাদু আছে, শীকারকে কাছে টেনে আনে।"

"চলুন, সন্টুবাবু, আমার সঙ্গে দিন কতক ধুবরীতে বেড়িয়ে আসবেন।" নৃপতিবাবু বললেন, "ভাল লাগবে।"

"কয়েকদিনের জন্যে মন্দ নয়।" সন্টু হাসল, "কিন্তু পনেরো দিনের বেশী সহরের বাইরে থাকলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

দূর থেকে কলরব ভেসে আসছে। বাতাসে শীত অপরাহ্ণের একটি অলস ক্লান্তি। সন্টুও ঘাসে শরীর এলিয়ে দিল। তার সহসা মনে হল এই সহৃদয় আবহাওয়ায় এই তৃণ-শয্যায় শীতের পড়ন্ত রৌদ্রে শুয়ে থাকার মত আরামের জিনিষ আর নেই। এই মাঠের মধ্যে জীবনের অভাব অল্প, চাওয়ার বেশী এখানে পাওয়া যায়। স্নিগ্ধ স্নায়ু প্রতিটি ফুল ফোটার দিকে উৎসুক হয়ে ওঠে। অজস্র প্রজাপতির পাখায় এখানকার আকাশ চঞ্চল। যে-সব হলদে পাতা ঝরে' ঝরে' পড়ছে, গাছের ডালে তাদের কাজ ফুরুলেও তারা নিরর্থক নয়, বনতল সাজাবার ভার তাদেরই। আর সহরের ধূসরিত পথে অজস্র ভিখিরীর প্রেতায়িত উপস্থিতি: সন্টু শিউরে উঠে চোখ বুজল।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। আঁচলে পেয়ারা ভর্ত্তি করে' মন্দিরা আর রাণু ফিরে এল, তাদের অগ্রভাগে বীর পদক্ষেপে খোকা। এইবার মেয়েরা লাগল চা তৈরী করায়। সন্টু উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নৃপতিবাবু তার সঙ্গ নিলেন। শরীরের রক্ত গান গাইছে, যে-গান এখানকার ঝিল্লীর কণ্ঠে। গাছের মাথায় মাথায় হাওয়া উচ্ছল হয়ে উঠল, ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া।

"আপনি আপনার মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যান।" সন্টু হঠাৎ

নৃপতিবাবুকে বললে, "এখানে তাদের রাখবেন না।"

সন্টু ভেবেছিল নৃপতিবাবু আপত্তি করবেন, কালকের মতই তর্ক তুলবেন, মেয়েদের স্বাধীনতার মর্ম্ম বোঝাতে চাইবেন। কিন্তু সে আশ্চর্য্য হয়ে শুনল তিনি বলছেন, "আমারো তাই ইচ্ছে। এখানে অনেক গোলমাল হচ্ছে। ওদের মা নির্ভর করবার মত লোক নন। ছেলেমেয়েদের অভিভাবক একজন দরকার।"

"গোলমাল!" সন্টু জিজ্ঞেস করল, "গোলমাল কিসের? পাড়ার ছেলেদেব ভয় বলছেন? পাঁড়ার ছেলেরা গোলমাল করতে সাহস পায়না। ওই সামান্য একটু উঁকিঝুকি মারে। তাও কাল রাত্রে আমি যে-রকম ভয় দেখিয়ে দিয়ে এসেছি·········"

"না না, ওসব বিষয় আমি ভাবছি না।" নৃপতিবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "ভয় করি আমার মেয়েদের। একজন স্নেহশীল আপনার লোককে আশ্রয় করতে পারলে তবে ওরা সহজ ভাবে বেড়ে ওঠে, বাইরের কুশ্রী আবহাওয়াকে এড়িয়ে চলতে পারে। আমি এখানে থাকতে পারলে অন্য কথা ছিল। এখন অবশ্য আপনাকে দেখে ভাবছি যে·· ·········"

"তার জন্যে ভাববেন না।" সন্টু বললে, "আপনি বললে আপনার অনুপস্থিতিতে আমি ওদের দস্তুরমত খোঁজ-খবর নেব। কিন্তু ওদের নিয়ে যেতে বাধা কোথায়?"

"নিয়ে গেলে লেখাপড়াও হবে না, ভাল বিয়ে হবার সম্ভাবনাও কম।" নৃপতিবাবু হেসে বললেন।

খোকা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "বাবা এস, সন্টু কাকা আসুন, দিদিরা ডাকছে, চা হয়েছে।"

শীতের সন্ধ্যায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মাঠের মাঝখানে বসে' অজস্র খুচরো কথায় ফাঁকে ফাঁকে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ায় প্রচুর আরাম। সহরের লোকেরা এ-খবর জানে না। আবার, সন্টু মনে মনে হাসল, গ্রামের লোকেরাও এ-খবর জানেনা। গ্রামের লোকেরাও সব এ-সময় বাড়ী ফিরেছে। এইবার চাষীরা সব হুঁকো নিয়ে বসবে, হয় একাএকা নিজের দাওয়ায়, নয়ত অপরের বাড়ীতে পাঁচজনে মিলে পরচর্চ্চার জটলা পাকাতে। আর মেয়েরা! মেয়েরা আর একটু পরে রান্না চুকলেই নেবে কাঁথার আশ্রয়!

তবু যাহ'ক, সন্টু মনকে শান্তনা দিল, তবু যাহ'ক গ্রামবাসীরা জীবনকে অনেকটা সহজ ভাবে নিয়েছে, সরল ভাবে নিয়েছে। তাদের জীবনে সমস্যা কম। কিন্তু আবার সমস্যা না থাকলে জীবনের স্বাদ কোথায়! নির্ঝঞ্ঝাট জীবন মৃত্যুরই রূপান্তর। সন্টু হাল ছেড়ে দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগক।

"লেখক হলেই ভাবতে হয়, তা জানি," মন্দিরা বললে, "কিন্তু সবসময় যদি ভাবেন তাহলে আমাদের অসুবিধে হয় যে, আর চা-ও জুড়িয়ে যায়।"

"দেখি আপনার কাপটা।" কনকলতা হাত বাড়াল।

"কেন?"

"বদলে দি চা-টা। ও-টা হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"না, না, ধন্যবাদ। বেশ গরম আছে। আমার এই অন্য-মনস্কতার জন্যে সত্যিই আমি লজ্জিত।"

"থাক, থাক, হয়েছে মশাই, হয়েছে। আমাদের কাছে অত ভদ্র হ'তে হবেনা।" মন্দিরা সন্টুকে বললে।

"সবসময়েই ভদ্রলোক হওয়া ভাল।" সন্টু আত্মরক্ষা করল।

"কিন্তু অমন লোক-দেখানো ভদ্রতা নয়।" মন্দিরা হটবেনা।

"চট্ ক'রেই কি আর ভদ্রলোক হওয়া যায়," সন্টু বললে, "ওইরকম ভাবে অভ্যেস করতে হয়। জানেন ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছেলেবেলা থেকে জোর করে' এটিকেট্ সেখানো হয়!"

"আমাদের দেশেও আগে শেখানো হত, আজকালই হয়না।" নৃপতি বাবু বললেন।

"একেবারে হয়না ও-কথা বলতে পারনা বাবা," কনকলতা বললে, "আজকালেরঅনেক ছেলে আগেকার চেয়ে ভদ্র হয়েছে।"

"সে কেবল কথায়, দিদি. ব্যবহারে নয়।" মন্দিরা বললে।

সন্টু কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে বললে, "আপনাদের পাড়ার ছেলেগুলিকে দিয়েই আজকালের ছেলেদের বিচার করবেন না।"

হঠাৎ খোকা অপরিমিত হাসতে লাগল।

"এই খোকা, অত হাসছিস কেন?" মন্দিরা জিজ্ঞেস করল।

"কালকে রাত্তিরে সন্টু কাকা লোকগুলোকে কেমন জব্দ করেছিল। ভারী মজা হয়েছিল।" খোকা আবার সশব্দে হাসতে লাগল।

"সত্যি বাবা, কালকে তখন লোকগুলোর মুখ যদি তুমি দেখতে !" মন্দিরাও প্রচুর হাসতে লাগল।

"কিন্তু কাল যখন আপনি একা অতগুলো লোকের সামনে বেপরোয়া ভাবে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন আমার ভয় করছিল।" কনকলতা সন্টুকে বললে।

"ভয়ের কোনো কারণ ছিলনা," সন্টু হেসে বললে' "ওরা স্বভাবতই ভীতু। দেখলেন কেমন সব আস্তে আস্তে কেটে পড়ল !"

"কিন্তু না পালিয়ে ওরা যদি ঝগড়া করে' আপনাকে মারতে আসত ?" খোকা জিজ্ঞেস করল, "তখন কি করতেন ?"

"তার জন্যেও আমি তৈরী ছিলাম। ওদের ওষুধ আমার সঙ্গেই ছিল। এই দেখ।" সন্টু পকেট থেকে চামড়ায়-বোনা লিকলিকে চাবুক বের করল।

"বাঃ, চমৎকার চাবুক ত ! দেখিদেখি।" মন্দিরা চাবুকটা তার হাত থেকে নিয়ে বললে, "পকেটে দিব্বি গুঁটিয়ে রাখা যায়। সর্ব্বদা পকেটে রাখেন বুঝি ? খুব সাহসী লোক দেখতে পাচ্ছি।"

মন্দিরার শ্লেষ সন্টুর মুখে কিছু রক্ত এনেদিল। সে তাড়াতাড়ি বলল, "না, সব সময় থাকেনা, কাল থেকে আছে ! ওই ইতর লোকগুলোকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করত তাই নিয়েছিলাম। সাধারণত আমার আত্মরক্ষার দরকার হয়না, কুড়িবছর ধরে' কুস্তি-করা এই চেহারাটার দিকে কেউ এগোয়না। কাল

দেখেছিলেন ত, চাবুকটা বের করার দরকার হয়নি। এই মেয়েলী পুরুষদের যুগে অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই!"

"দেখি' আপনার মাস্‌ল্ দেখি।" খোকা এগিয়ে এসে তার হাতের ওপর দিকটা টিপে বলল, "দেখে যাও মেজ-দি, দেখে যাও, ঠিক যেন লোহা।"

"কিছু মনে করবেন না," মন্দিরা হেসে বললে, "আমি ওটা এমনি কথার কথা বলেছিলাম।"

"কিন্তু এই বার ত উঠতে হয়, সন্টুবাবু, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা।" নৃপতিবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

"বাঃ বাবা, কি বলছ!" মন্দিরা বললে, "এর মধ্যে গেলে আমাদের বেগুণ চুরির অসুবিধে হবে যে। সন্ধ্যে রাত্তিরে আশেপাশে লোক থাকবে। ধরা পড়ব।"

"বেশত, একবার হাজত বাস করে' আসবি, তাহলেই পাকা চোর হ'তে পারবি।" নৃপতিবাবু হেসে বলবেন। "চুরি আর একদিন হবে। আজ ফেরা যাক। সন্ধ্যেব পর আমার এক জায়গায় যাবার কথা আছে।"

সুতরাং সকলকে উঠতে হ'ল। সুরু হল গাড়ীতে জিনিষ পত্র বয়ে' নিয়ে যাবার পর্ব্ব।

রাত সাড়ে নটার সময় নিচে নেমে এসে বসবার ঘরে কনক-লতাকে দেখে সন্টু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সঙ্গে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। ভদ্রলোক সন্টুকে নমস্কার করল। সন্টু প্রতিনমস্কার করবার পর কনকলতা পরিচয় করিয়ে দিল, "আমার এক কাকা হন।

তখন ভদ্রলোক বললেন, "আমি বারণ করেছিলাম, মশাই। এত রাত্রে এসে আপনাকে বিরক্ত করা উচিত কাজ নয়। কিন্তু ও-মেয়ে কি সে-কথা শোনে। আজ রাত্রে ওর না এলেই নয়ই।"

"না, না, তাতে কি হয়েছে।" সন্টু বললে, "আমরা লেখক মানুষ, প্রায় সব সময়েই পেচকধর্ম্ম অবলম্বন করে' চলি, রাত জাগা আমাদের গা-সওয়া। আর এখন ত মোট সন্ধ্যে রাত।"

"কিন্তু আপনার লেখায় হয়ত বাধা দেওয়া হল।" ভদ্রলোক প্রমাণ করবেনই যে এ-সময় আসা কনকলতার পক্ষে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হয়েছে।

"বাধার মধ্যে দিয়েই লেখা খোলে মশাই। সময় যখন অল্প তখনই তার দাম বেড়ে' যায়।" সন্টু লোকটির ওপর প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠছে। তাঁর এই অতি বিনয়ের ন্যাকামী অসহ্য। মন্দিরা কনকলতার সঙ্গে এঁর স্বভাবের এতটা তফাৎ যে এঁকে তাদের কাকা বলে' বিশ্বাস করতে বাধে।

"একটু চা করতে বলি?" সে কনকলতার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল।

"বেশী চা খেলে আমার আবার অম্বল হয়।" কনকলতা

বললে, "তবে যদি, কফি থাকে তাহলে………"

"কফি নেই! বলেন কি!" সন্টু অত্যন্ত আহত হবার ভঙ্গীতে বলল, "আমার লেখবার ক্ষমতা বেঁচে আছে তাহলে কি করে'। বিশেষ করে' এই শীতকালে। একটু বসুন।"

নেপথ্যে অতিথি-সৎকারের উদ্যোগ-পর্ব্ব সুরু করিয়ে দিয়ে সন্টু ফিরে এল। চেয়ারটায় আরাম করে' বসে' বললে, "তারপর? খবর কি বলুন?"

"কিন্তু তুমি যদি কফি খেয়ে তারপর যাও, লতা," ভদ্রলোক বিচলিতভাবে বললেন, "আমার তাহলে একটু মুস্কিল হবে যে। আমার দশটার মধ্যে বাড়ী ফেরবার কথা।"

"আপনি ত ছেলেমানুষ নন, এত তাড়া কিসের!" সন্টুর কণ্ঠস্বরে রূঢ়তার আভাস। সে লোকটার ওপর দস্তুরমত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এত যখন সময় অল্প তখন না এলেই হ'ত।

"একটু অপেক্ষা করুন না।" কনকলতা অনুনয়ের স্বরে বললে, "এইত আধ ঘণ্টাব মধ্যেই আমি উঠব।"

"আমার ভারী অসুবিধে হবে।" তথাকথিত কাকা বললেন।

"আপনি এরপর এঁর সঙ্গে কোথাও যাবেন বুঝি?" সন্টু কনকলতাকে জিজ্ঞেস করল।

"এরপর যাব সোজা বাড়ী। বেশী রাত হয়ে গেছে। তাই ওঁকে নিয়ে এলাম পথের সঙ্গী হিসেবে।" কনকলতা বিব্রত-ভাবে বললে।

"ও, এই!" সন্টু নিশ্চিন্ত ভাবে বললে, "তা উনি যান না

ওঁর কাজে। আমার গাড়ী আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, কি বলেন ?”

ভদ্রলোক আবার একটু ন্যাকামী করলেন, “আবার আপনার গাড়ী বের করতে হবে। আপনার ড্রাইভার..........”

“ড্রাইভার আছে। রাত বারোটা পর্য্যন্ত থাকে। আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।” সন্টু কাটাকাটা ভাবে বললে।

“তবে আর কি! লতা তুমি বস, আমি আসি।” ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

কনকলতাকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে সন্টুও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “নমস্কার, আর একদিন আসবেন, হ্যাঁ, ওই পাশের দরজাটা দিয়ে যান। দাঁড়ান বাইরের আলোটা জ্বেলে দি।”

ভদ্রলোককে পার করে’ দিয়ে এসে বসে’ বলল, “এমন ব্যস্তবাগীশ লোককেও সঙ্গে করে’ আনে!”

“কি করি বলুন।” কনকলতা হেসে ফেলল, “বাবার ঠাণ্ডা লেগে শরীরটা একটু খাবাপ হয়েছে। অথচ এতরাত্রে একলা আসতে তিনি বারণ কবলেন। পাড়ার সেই মূর্ত্তিমানরা আছেন কিনা। অথচ আজই আপনার কাছে না এলে নয়।”

“ওঃ, তা বিশেষ দরকার যখন হয়েছিল এত কষ্ট করে’ না এসে ওই ভদ্রলোককে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিলেই পারতেন। আমি যেতাম।”

“উনি সঙ্গে আসতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু চিঠি বইতে

হয়ত চাইতেন না।" কনকলতা মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু এ-নিয়ে আপনি আব মিছিমিছি মাথা ঘামাবেন না, আমার কোনো কষ্ট বা অসুবিধেই হয়নি।"

"বেশ তাহলে এইবাব," সন্টু তার পাইপ সংগ্রহ করে' এসে বসল, "এইবার আপনার বিশেষ প্রয়োজনের কথাটাই শোনা যাক।"

"কিন্তু কথাটা আপনাকে বলতে আমার লজ্জা করছে।" কনকলতা কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে বললে।

সন্টু বিস্মিত হ'ল। কি এমন বিশেষ প্রয়োজনের কথা এতরাত্রে মেয়েটি বলতে এসেছে যা তার মত মেয়েরও বলতে লজ্জা হচ্ছে! মিথ্যা সঙ্কোচের বালাই ত ওদের বোনেদের মধ্যে নেই ব'লেই সন্টুর ধাবণা ছিল। সে পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বলল, "আমি এর আগে আপনাদের সঙ্গে কি এমন অতি ভদ্রতার দূরত্ব দেখিযেছি যে আমায় এমন করে' লজ্জা দিচ্ছেন!"

"না, না, অমন কথা বলবেন না," মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল, "মাত্র এই কদিনেই আমরা সকলে আপনাকে নিকট আত্মীয় বলে' মনে ক'রতে শিখেছি ব'লেই ত আপনার কাছে প্রথমে ছুটে এলুম।"

"তাহলে নির্ভয়ে বলুন আপনার কথা।" সন্টু ভাল করে' চেয়ারে ঠেসান দিয়ে আরামের সঙ্গে পাইপে প্রথম টান দিল। না জানি কি অপূর্ব্ব সংবাদই তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

জীবনের কোনো একটি জটিলতম গ্রন্থি খুলতে তার হয়ত ডাক পড়বে। হয়ত সহরের কোনো আবর্জ্জনা এই সরল সাহসী মেয়েটির জীবনকে আবিল করে' তুলতে চায়। হয়ত কোনো আকস্মিক অনবধানতার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে সে একটি চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে তার সাহায্য চাইতে এসেছে।

"বলুন।"

"আসলে ব্যাপার হয়েছে কি জানেন········" মেয়েটি তাড়াতাড়ি তার বক্তব্যটা যেন বলে' ফেলতে পারলে বাঁচে, "আমাদের···········"

চাকর কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

এবং এই বাধার জন্যে দুজনেই যেন পুলকিত হয়ে উঠল। একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে অন্তত সাময়িক ভাবেও পরিত্রাণ পাওয়া গেল। কফি পরিবেশনের ভার নিল কনকলতা। তারপর কফির উত্তাপে শীতরাত্রির জড়তার সঙ্গে সঙ্গে সেই অতি প্রয়োজনীয় কথাটিও তাদের মনের দিগন্তে অস্তোন্মুখ হ'ল। জীবন যখন আরামের নিশ্বাস ফেলে তখন বর্ত্তমানের কাছে ভবিষ্যৎ নগণ্য।

"কালকের দুপুরটা কেমন কেটেছিল বলুন?" সন্টু অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেলল। অপ্রীতিকর কথা যদি শুনতেই হয় তা শেষকালে শোনা যাবে। কফির সঙ্গে অন্তত তা মানাবে না।

"জানেন, এত ভাল লেগেছিল যে কাল রাত্রে অনেকক্ষণ আমার ঘুম আসেনি। মনে হচ্ছে অমনি রোজ গেলে মন্দ হয়না।

অন্তত তাহলে আমার এই অম্বলের রোগটা সেরে যায়।" কনক-লতা স্মিতমুখে বললে।

"এই রকম মাঝে মাঝে আগে যেতেন না কেন?" সন্টু জিজ্ঞেস করল।

"কার সঙ্গে যাব? বাবা ত ছিলেন না। তাছাড়া ও-রকম পিক্‌নিকের জন্যে মোটর চাই।"

"আপনাদের পরিচিত বা আত্মীয় কারুর মোটর নেই?"

"হ্যাঁ, তা আছে।" কনকলতা স্বীকার করল। কিন্তু তার মুখে মৃদু হাসি। সন্টু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তবে?"

"পরিচিতদের মোটর ব্যবহার করতে ইচ্ছে করেনা এই জন্যে যে তাঁরা সাধারণত তাঁদের বদান্যতার প্রতিদান চান।" এখনো তার মুখে সেই হাসি।

"আর আত্মীয়ের গাড়ী?"

"আমরা অনেকের সঙ্গে মিশি বলে' আত্মীয়েরা আমাদের ওপর বিরক্ত।" তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

"বুঝেছি।" সন্টু হাসল, "কিন্তু লোকের সঙ্গে মেশাটাই ত আর খারাপ নয়। মেশবার ধরণের অবশ্য ভাল-মন্দ আছে। এই সাধারণ কথাটা আপনার আত্মীয়েরা বুঝতে পারেন না? খুব গোঁড়া বুঝি?"

"হ্যাঁ, গোঁড়াই। কিন্তু কি জানেন, আমরা নিজেরাই হয়ত সব সময় মেশবার ধরণের ওই যাকে ভাল-মন্দ বললেন তার মাপকাঠি বজায় রাখতে পারি না।" তারপর একটু হেসে বলল,

"এই ধরুণ না, আমার আত্মীয় কেউ যদি এতরাত্রে আপনার বাড়ী থেকে আমাকে একলা বের হতে দেখে, তাহলে সে নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা করবে না। অথচ আসলে খারাপ ধারণা করবার কিছুই কারণ ঘটেনি।" ব'লেই সে অপরিমিত হাসতে লাগল।

তার হাসি থামলে সন্টু একটু লজ্জিতভাবে বললে, "আমি আমার কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনি হয়ত। মেলামেশার ধরণ বাইরে থেকে বুঝলে চলবে না। আসলে, সব জিনিষই লক্ষ্য করবার চোখ চাই।"

"সে-চোখ সকলের থাকেনা।" কনকলতা বললে, "তবে আমার মনে হয় আমাদের সব আচার ব্যবহারেই বাড়াবাড়ি থাকাটা ঠিক নয়। তা হলেই লোকে অন্য ভাবে নেয়। দিবার কথাটাই ধরুণ না। ওর জন্যেই অনেকটা আমাকেও লোকের কথা শুনতে হয়। আর ওর জন্যেই বাড়ীতে অশান্তি।"

সন্টু রীতিমতভাবে চমকিত হল। এই ধরণের একটা কথার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলনা। পাইপে আগুন ধরাতে ভুলে গিয়ে সে ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করল, "কেন, কি হয়েছে? কি করেন তিনি?"

নবপরিচিত লোকের কাছে নিজের বোন সম্পর্কে এই রকম একটা দুষ্ট ইঙ্গিৎ দিয়ে ফেলেই কনকলতা লজ্জিত হয়ে উঠেছিল! তাই কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললে, "বিশেষ কিছু নয়। ছেলেমানুষ আছে এখনও, তাই সব সময় বুদ্ধি

বিবেচনা দেখাতে পারে না। এই ছাড়া আর কি!"

কনকলতার দ্বিধা সন্টু বুঝতে পারল। কিন্তু আসল ঘটনা জানা তার দরকার। তাই অন্য উপায় অবলম্বন করল। বললে, "কিন্তু ছেলেমানুষী যতদিন থাকে ততদিনই লাভ। মনে হচ্ছে আপনিও যেন ছেলেমানুষীতে বিরক্ত।"

সন্টুর বিবেচনায় ভুল হয়নি। কনকলতা যেন একটু তপ্ত কণ্ঠেই বললে, "দেখুন, ছেলেমানুষী ভাল। কিন্তু বুদ্ধি থাকাও দরকার। এমন অনেক লোকের সঙ্গে ও বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে যায়, যার সঙ্গে সবে ওর সেদিন হয়ত পরিচয় হয়েছে এবং অনেক সময় যার নামের বেশী ও বিশেষ কিছু জানেনা।" তারপর নিজের উষ্মায় নিজেই প্রায় বিস্মিত হয়ে বললে, "অবশ্য আমরা ওকে বিশ্বাস করি। কিন্তু ওর সঙ্গী অনেক ছেলেকেই সব সময় বিশ্বাস করতে পারিনা। বাবা যখন ওকে এবিষয়ে কিছু বলেন তখন ও ভাবে আমিই বাবাকে ওর বিষয় তাতিয়েছি। তাই ও মাকে হাত করে' নিয়ে আমার বিরুদ্ধে এমনি চটিয়ে রেখেছে যে আমাদের দুজনকে নিয়ে প্রায়ই বাবা আর মা'র মধ্যে রীতিমত ঝগড়া হয়।"

"কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে কি বা বলবার আছে?" সন্টু এই-বার তার পাইপটা ধরাতে লাগল, "আপনার প্রত্যেকটি ব্যবহার ও কথা অত্যন্ত শোভন। এইত দেখলাম একজন আত্মীয়কে সঙ্গে করে' তবে আমার কাছে এসেছিলেন এবং তাঁকে ধরে' রাখবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টাও করেছিলেন।"

"ঠিকই বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই।" কনকলতা স্পষ্ট ভাবে বললে, "কিন্তু কেউ যদি ঠিক করে যে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবেই, তার কি বলবার কথার অভাব হয়। আসলে আমার বন্ধু ক'জনই বলুননা! জন দশেক হবে। এই রেডিওতে আর গ্রামোফোন কম্পানীতে যাদের সঙ্গে মিশতে হয়। আর দিরার? অন্তত শ'খানেক হবে।"

"বলেন কি!" সন্টু সোজা হয়ে উঠে বসল, "একটি সৈন্য-দল বলুন!"

"আর এই সৈন্যদলের জোরে সে বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে কেয়ার করে না, বাবাকেও না। পাড়ার ছেলেগুলোকে যখন শাসন করতে চেয়েছিলেন তখন দিরা আপত্তি করেছিল, মনে আছে? আমার ত মনে হয় ওদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই হয়ত ও পরিচিত। আমরা জানি না।"

"হয়ত তাই।" হাস্য দমন করে' সন্টু বললে। এইসব কথাবার্ত্তায় তার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হচ্ছে। হয়ত এই সব উক্তির পিছনে কিছু সত্য আছে, হয়ত নেই। তবু একটি বয়স্থা মেয়ের এই ছেলেমানুষী, এই অভিমান-ক্ষুব্ধ অভিযোগ ভারী ভাল লাগল। বলল, "দেখুন, তিনি আপনার ছোট বোন। আপনার কথা না শুনলেও আপনার তাঁর ওপর নজর রাখা উচিত। একটা দায়িত্ব আছে ত।"

"সেই জন্যেই ত আমি নজর রাখি, যদিও সে তা মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু এর ফলে আমাকে হয়ত হোষ্টেলে

থাকতে হবে।" কনকলতা বিষণ্ণভাবে বললে।

"হোষ্টেলে থাকতে হবে! সেকি? কেন?"

"বাড়ীতে ভীষণ অশান্তি। মা যখন চেঁচাতে থাকে তখন আমার ভারী লজ্জা করে। পাড়ার সকলে শুনতে পায় ত।" তারপর একটু হেসে বলল, "আমরা অবশ্য রটিয়ে দিয়েছি যে মায়ের মাথার গোলমাল আছে। লোকে বিশ্বাস করে কিনা কে জানে!"

সন্টু চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তাকুল ভাবে পাইপ টানতে লাগল।

"তারপর খোকাটা দিরার আদরে দিন দিন বোম্বেটে হয়ে উঠছে। পাড়াব যত পকেট-কাটা ছেলের সঙ্গে তার ভাব। সে-ও আমাকে আর বাবাকে মানে না। আর বাবা যখন থাকেন না তখন ত কথাই নেই।" একজন সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রোতা পেয়ে কনকলতার মুখ যেন খুলে গেছে। সঙ্কোচ দেখবার কথা আর তার মনেই নেই।

এদিকে রাত দশটা বেজে গেছে। শীতের রাত। কনক-লতার বাড়ী যাওয়া উচিত। তাই আলোচনায় জের টানবার জন্যে সন্টু বললে, "অবস্থাটা কি খুব জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে? তাই কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন?"

হঠাৎ কনকলতার চমক ভাঙল। বললে, "রাত হয়ে গেছে উঠি।" তাবপর দাঁড়িয়ে পড়ে' বললে, "এসেছিলাম তিরিশটা টাকার জন্যে। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে হয়ত পাড়ার সেই ছেলেক'টির

যোগাযোগ আছে। কাল ভাড়া দেবার দিন। অথচ ধুবরী থেকে বাবার টাকা আসতে এক সপ্তাহ। বাড়ীওয়ালা জানিয়েছেন কাল ভাড়া না দিলে উঠে যেতে হবে। কি রকম লোক দেখেছেন ?"

"ওঃ এই! দাড়ান আমি আসছি। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।" সন্টু উপরে গেল।

গাড়ীতে বেগ দেবার প্রয়োজন হলনা, কারণ পথ পাঁচ মিনিটেরও নয়। নির্জ্জনতার ওপর দিয়ে চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুমন্ত সহরের কানে চাকার এ-শব্দ পৌঁছয় না। প্রায় সব বাড়ীর লোকেরাই তাদের ছোট ছোট সমস্যাকে সাময়িক ভাবে ঘুম পাড়িয়েছে। কাল সকাল থেকে সুরু হবে আবার তুচ্ছতার পিছনে দুর্দ্দম অধ্যবসায়। বহুদিন-পরা পচা কাপড়ের পাড় থেকে যত্নে-বের-করা সুতোয় গিঁট—এইত সকলের জীবন। এরই জন্যে সাধনার অন্ত নেই। এর বাইরে যে কিছু থাকতে পারে তার স্বপ্নও এরা দেখতে পারে না।

দরজায় গাড়ী থামলে গাড়ী থেকে নামবাব আগে সন্টু নোটগুলো কনকলতার হাতে গুঁজে দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে' বললে, "সুবিধেমত ফেরৎ দেবেন, এর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না।"

দোতলার একটা জানলা হঠাৎ খুলে গেল এবং মনে হল যেন একটা চাপা হাসির আওয়াজও পাওয়া গেল। এবং হয়ত ঠিক

সেই জন্যেই কনকলতা বললে, "একটু পাঁচ মিনিটের জন্যেও কি নামবেন না? বাবা এখনও জেগে আছেন। আপনাকে দেখলে ভারী খুসী হবেন।"

গাড়ীটাকে নিরাপদভাবে পার্ক করে' সন্টু নেমে বলল, হয়ত একটু অনাবশ্যক ভাবে উচ্চ কণ্ঠস্বরেই বলল, "নৃপতিবাবুর সঙ্গে একটু আলোচনার দরকার। চলুন। কিন্তু আপনারা এই বিশ্রী পাড়ায় আর এঁদো বাড়ীতে আর-কতদিন থাকবেন! যা ভাড়া দেন তাতে এর চেয়ে ঢের ভাল ভাবে কোনো নতুন বাড়ীর ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকতে পারেন। কেন যে এই কর্ম্মভোগ!"

"সন্টুবাবু নাকি?" ভিতর থেকে নৃপতিবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। তারপর তিনি জানলা খুলে বললেন, "আরে, আসুন আসুন। ঠিক এই সময়টিতে আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম। দাঁড়ান, দরজা খুলে দিচ্ছি।" ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপর কনকলতার দিকে ফিরে বললেন, "সন্টুবাবুকে ধরে' নিয়ে এসে খুব ভাল কাজ করেছ মা। আসুন, ভিতরে আসুন।"

তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে সন্টু শঙ্কিত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি ত। তাঁর শরীর অত্যন্ত বেশী মাত্রায় খারাপ হয়ে ওঠেনি ত!

ঘরে ঢুকে সে প্রথমেই প্রশ্ন করল, "কেমন আছেন?"

"ভালই আছি।" নৃপতিবাবু বললেন, "না, না, ওবিষয়ে চিন্তার কিছুই নেই। শরীর আমার ভালই আছে। বসুন।"

ঘরের একটি মাত্র চেয়ার সন্টুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

সন্টু ব্যস্ত হয়ে বললে, "ব্যস্ত হবেন না।" তারপর চেয়ারটার হাতল ধরে' প্রশ্ন করল, "আপনি বসবেন কোথায়?"

"আমি? আমি ওই টুলটায় বসছি।" তারপর কনকলতা টুলটা নিয়ে এলে তিনি বললেন, "ওটায় তুমি বস মা। আমি বিছানায় বসছি। শরীরটা একটু ক্লান্ত রয়েছে।"

সন্টু বলল, "সেই ভাল, আমার কাছে আপনি ফর্ম্মালিটির হাঙ্গামা করবেন না।" সে চেয়ে দেখল বিছানার একপ্রান্তে রাণু আর খোকা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। বলল, "কই মন্দিরা দেবীকে দেখছি না ত!"

হঠাৎ নৃপতিবাবুর মুখে রাত্রি ঘনিয়ে এল। বললেন, "সেই খেয়ে দেয়ে বেবিয়েছে, রাত এগারটা বাজতে চলেছে, এখনও ফেরেনি।"

"বলেন কি!" সন্টু যেন উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে গেল।

"এই বিষয়েই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছিলাম।" নৃপতিবাবু করুণভাবে বললেন, "অবশ্য দেরী তার হয় কিন্তু এত দেরী নয়। শীতের রাত্রির এগারটা!"

কনকলতা সন্টুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। ভাবটা—কেমন, বলেছিলাম কিনা?

"আলোচনা করবার কি আছে?" সন্টু বলে' উঠল, "এখন দরকার কাজের। যাই থানায় খবর দি। পুরন্দরকে তুলে নিয়ে নানা জায়গায় খুঁজে দেখি। কোথায় কোথায় যেতে

পারেন দেখিয়ে দেবার জন্যে কনকলতা দেবী সঙ্গে চলুন।" তার পর উঠে দাঁড়িয়ে কনকলতার দিকে চেয়ে বলল, "উঠুন একটা গরম র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে নিন।" নৃপতিবাবু কথা বলতে যেতেই সন্টু তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না, না, এই অসুস্থ শরীরে আপনি যেতে পাবেন না, যা করবার আমরাই করব। আপনি শুয়ে পড়ুন, ভাববেন না। চলুন, কনকলতা দেবী, ভাবছেন কি? বেশী রাত হলে' মুস্কিল হবে।"

তার ভাবভঙ্গীতে কনকলতাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। শুকনো মুখে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু নৃপতিবাবু এইবার একটু উচ্চ-কণ্ঠেই বললেন, "অত ব্যস্ত হবেন না, সন্টুবাবু, বসুন, বসে' আমার কথা শুনুন। তাকে এখন কোথায় খুঁজতে যাবেন!"

"তা বলে' কোনো খোঁজ খবর নেওয়া হবে না? বেশত! যদি কোনো বিপদ ঘটে' থাকে?" সন্টুর ভাব দেখে মনে হ'ল সে যেন নৃপতিবাবুর কথায় বিরক্ত হয়েছে। অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত, বলতে গেলে সারা দিনরাত বয়স্থা মেয়ের পাত্তা নেই, আর বাপ বলছেন খুঁজতে যেতে হবে না! সন্টু যেন নিজের বুদ্ধির খেই হারিয়ে ফেলছে।

"সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রাণু আর খোকা তার সঙ্গে ছিল। সন্ধ্যে-বেলা এক ছোকরা এসে ওদের ফেরৎ দিয়ে গেল। তার কাছেই শুনলাম ওরা সারাদিন বেলগাছিয়ার এক বাগানে আরও কয়েকজনের সঙ্গে চড়ুইভাতি করছিল। সন্ধ্যেবেলা দুখানা মোটরে সকলে 'জয়রাইড্'-এ বেরিয়েছে। ঠাণ্ডা লাগতে পারে

বলে' এদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন তাদের কোথায় পাবেন? এখন তারা আমোদ করে' বেড়াচ্ছে।" নৃপতিবাবু বললেন।

"যাক্, তাহলে খবর পেয়েছেন।" সন্টু নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।

"কিন্তু এত রাত্রি পর্য্যন্ত বেড়ানোও ত ঠিক নয়।" কনকলতা বললে।

"অবশ্য জিনিষটা দেখতে অশোভন-ই।" সন্টু দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে স্বীকার করল, "তবে তিনি যে অন্যায় করছেন এ-কথাও জোর করে' বলা যায় না।"

"সে-কথা আমিও বলছি না।" কনকলতা একটু তপ্তকণ্ঠেই যেন বললে।

"লতা বলতে চাইছে, আর আমিও তাই বলছি যে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। খোলা মোটর কিনা কে জানে!" নৃপতিবাবু বললেন।

"তাছাড়া, পাড়াতে যে গোলমাল হচ্ছে, আমাদের যে কোনো বাড়ীতে বেশী দিন টিঁকে থাকা চলছে না তা ওর জন্যেই। সে কথাও ত ভেবে দেখতে হবে।" কনকলতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে। "ভাববার যখন বিশেষ কিছু নেই. সন্টু বাবু, আপনি আর মিছে রাত করবেন না, বাড়ী যান। আমি কাপড় বদলাতে চললাম।"

"হ্যাঁ, তা ত বটেই।" সন্টু উঠে দাঁড়াল, "ভাববার যখন বিশেষ কিছুই নেই, তখন·········"

"আর একটু বসুন, সন্টুবাবু।" নৃপতিবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠে "ভেবে দেখবার অনেক কিছু আছে। লতা, তুমি কাপড় বদলে নাও গে। আমরা আর একটু গল্প করি। আমি জানি সন্টুবাবুর বিশেষ অসুবিধে হবে না, ওঁর রাত করে' শোওয়াই অভ্যাস।"

কনকলতা ভিতরে গেল।

নৃপতিবাবু বলতে লাগলেন, "আমি স্বাধীনতার পক্ষপাতী তা আপনাকে আগেই বলেছি। কিন্তু সেই স্বাধীনতা ভোগ করবার যোগ্যতাও চাই ত। দিরা এখনো ছেলেমানুষ। বুদ্ধিতে এখনো পাক্ ধরেনি। তাছাড়া তার এমনি স্বভাব যে আমাব কথায় কান দেয় না। এতে সে তার মায়েব প্রশ্রয় পায়। আপনাকে এই কদিন দেখেই আপনার ব্যবহারে খুব আপনার লোক ব'লেই মনে হচ্ছে! তাই ঘরের কথা খুলে বলে' আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইছি।"

"এতে আমিও খুব খুসী হয়েছি। এবং আপনারা এত সহজে আমাকে আপনার লোক করে' নিতে পেরেছেন বলেই আমি আপনাদের সমস্যা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি। এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

"আমি লক্ষ্য করেছি মন্দিরা এই ক'দিনেই আপনাকে বেশ শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছে। আপনি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে বলেন, মেলামেশা আর ব্যবহার কি করে' শোভন করতে হয় সে-বিষয়ে একটু বুদ্ধি দিয়ে দেন তাহলে ভাল হয়। আপনি

একজন আধুনিক লেখক, সামাজিকতা সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান টন্‌টনে।"

"বেশ ত, স্বচ্ছন্দে।" সন্‌টু বললে, "আমি বুঝিয়ে বলব। আর তাঁর দিক থেকে কি বলবার আছে সেটাও জেনে নেব। তবে উপদেশ দিলে চলবে না। জানেন ত, কেউ কারুর উপদেশ শুনতে আজকাল রাজী নয়। আমি তাঁকে কৌশলে আমার সাজেস্‌সন্‌স্‌ দেব। কিন্তু সেটা আপনাদের সামনে হলে' চলবে না। আমি কাল তাঁকে বিকেলে একটু একলা নিয়ে বেরুব। কি বলেন?"

"এতে আর বলবার কি আছে!" নৃপতিবাবু হেসে বললেন, "আপনি নিয়ে বেরুবেন, এতে কি আছে! যাক, আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আপনি ওকে মানুষ করবার ভার নিলেন। আর তাছাড়া, আপনি যদি রাজী হন, আমি ধুব্‌রী যাবার আগে আপনাকেই এদের সকলের অভিভাবক করে' যেতে চাই। কি বলেন?"

"ভারী দায়িত্বের কাজ, নৃপতিবাবু, আজকালের মেয়েদের অভিভাবক হওয়া ভারী শক্ত কাজ।" সন্‌টু চিন্তিত ভাবে বললে।

নৃপতিবাবু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

কনকলতা ঘরে ঢুকে বলল, "হাসছ কি বাবা! তোমার হাসি আসছে?"

"এ ত তুমি মুস্কিলে ফেললে মা," নৃপতিবাবু হাসির বেগ কমিয়ে বললেন, "দিরার ফিরতে রাত হচ্ছে বলে' আমি হাসতেও পারবনা!"

"একশবার হাসবেন, হাজারবার হাসবেন," সন্টু বললে, "কিন্তু আমার ঘাড়ে অমন সাংঘাতিক দায়িত্ব চাপাবেন না।"

"কিসের দায়িত্ব বাবা আপনার কাঁধে চাপাতে চাইছেন?" কনকলতা বসে' জিজ্ঞেস করল।

"আপনাদের।"

"আমাদের! কেন, আমরা কি কচি খুকি? আমাদের কি হাত ধরে' ধরে' রাস্তায় নিয়ে যেতে হবে নাকি?" কনকলতার মুখে ও কি কপট রাগ?

"দেখলেন ত?" সন্টু নৃপতিবাবুকে উদ্দেশ করে' বলল, "বলেছিলাম কিনা যে আজকালের মেয়েদের ভার নেওয়া শক্ত কাজ?"

"আঃ, তোমার দায়িত্ব নয় মা, দিরার দায়িত্ব, রাণু-খোকার দায়িত্ব এই সব। তুমি একলা এদের কত দেখে উঠবে? তুমি ত রেডিও, রেকর্ড আর পড়াশুনা নিয়েই বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত থাক। তাই সন্টুবাবুকে বলছিলাম আমি ধুব্‌রী গেলে উনি যদি একটু খবর-টবর নেন তাহলে............" নৃপতিবাবু বলছিলেন।

"নিশ্চয়, এ ত খুব ভাল কথা।" কনকলতা বললে, "সে উনি নিশ্চয়ই করবেন। কি বলেন?" সে সন্টুর দিকে তাকাল।

"যেখানে প্রশ্ন, সেখানেই সন্দেহ।" সন্টু উদাস কণ্ঠে বললে।

ঘরের আবহাওয়া হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠল।

আর ঠিক সেই সময় বাইরে একটা গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হ'ল।

সন্টু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এইবার আমি যাই। আমার সামনে আপনাদের পারিবারিক বোঝাপড়াটা ভাল দেখাবে না।"

"আরে, কিছু হবে না, কিছু হবে না, বসুন।" নৃপতিবাবু বললেন, "লতা, দরজা খুলে দাও।"

"না, না, দাঁড়ান," সন্টু বললে, "আমার সামনে ওঁকে কিছু বলবেন না। বাইরের লোকের সামনে ওঁর কাছে যদি কৈফিয়ৎ চান তাহলে উনি ক্ষেপে যাবেন। আমাদের সকলের বিরুদ্ধেই ওঁর মনে বিদ্রোহ আসবে, ওঁকে আর সামলানো যাবেনা। আমি চলে' গেলে যা বলবার বলবেন।"

"বেশত, তাই হবে। কিন্তু যে-লোকটার সঙ্গে ও এল তার চেহারাটা একবার দেখে যান। তাতে একটা ধারণা করতে পারবেন লোকটা ভাল কি মন্দ।"

"সে ত বাইরে বেরুলেই দেখতে পাব। আব ভদ্রলোক ত আপনার এখানে বেশীক্ষণ থাকছেন না।" সন্টু বললে।

"বেশীক্ষণ কি, একেবারেই থাকছেন না।" কনকলতা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "ওই শুনুন গাড়ী চলে' গেল। কাব সঙ্গে এত রাত্রে বাড়ী ফিরল সেটাও কি আমাদের জানানো দিরা দরকার মনে করেনা!"

ঘরের সকলে নিস্তব্ধ। কনকলতা গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল।

মন্দিরা ঘরে ঢুকে সকলকে এ-ভাবে জেগে বসে' থাকতে দেখে চমকিত হল। সত্যিই, সন্টু মনে মনে ভাবল, মন্দিরার

বেশভূষা ও ভাবভঙ্গী শোভনতার সীমা প্রায় লঙ্ঘন করছে।

সে যেন অপ্রসন্নভাবেই নমস্কার করে' বললে, "বেড়িয়ে ফিরলেন বুঝি?"

হয়ত তার কণ্ঠস্বরে একটা চাপা শ্লেষ ছিল। মন্দিরা একটু অপ্রস্তুত হয়েই যেন বললে, "না, একটা গার্ডেন-পার্টি ছিল। কেন, বাবা ত সেকথা জানতেন, আপনাকে বলেন নি? আপনি এখনও এখানে আছেন?"

সন্টু শুধু বললে, "হ্যাঁ, খুব রাত হয়ে গেছে, আমি এখন আসি, নমস্কার।" এবং তারপরই নৃপতিবাবু আর কনকলতার দিকে চেয়ে বের হয়ে গেল।

বাইরে কালো রাত। নির্জ্জন রাস্তা। একটা বিকট শব্দ ক'রে সন্টুর মোটর বেগ নিল। এইবার সে বাড়ী ফিরে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে আরাম করে' র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে একটি প্রকাণ্ড চুরুট ধরাবে। তারপর হয়ত প্যাডের বুকে পড়তে থাকবে কালির আঁচর। রাত্রির নির্জ্জনতায় বাজতে থাকবে অজস্র উৎসুক ভাবের পদধ্বনি। তার বিপর্য্যস্ত মাথায় এসে পড়বে জানলা দিয়ে তারার আলো।

ওদিকে একটি দুঃসাহসিক কুমারী মেয়ের সঙ্গে তার বাবার আর দিদির বোঝাপড়া চলুক।

"সব ত শুনলে। অবশ্য মন্দিরার দিকটা এখনও ভাল করে' শোনা হয়নি। এখন তোমার কি মতামত বল।"

"ও-সব ভাই, গায়ে মেখ না।" পুরন্দর বললে, "ওতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। ও হচ্ছে কি জান, ইউরোপীয় মনোবৃত্তি।"

"ইউরোপীয় মনোবৃত্তি!" সন্টু আশ্চর্য্য হ'ল।

"হ্যাঁ, ইউরোপীয় মনোবৃত্তিই।" পুরন্দর বললে, "এই যে প্রত্যেক বোনের দু' দশটা লাভার থাকা, তাদের সংখ্যা আর অবস্থা নিয়ে বোনেদের মধ্যে রেষারেষি, হিংসে এবং অনেক সময় মনোমালিন্য এ-সব মুক্ত জীবনে থাকবেই। এ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। এর থেকে প্রমাণ হয় যে ওরা বেঁচে আছে এবং এই জন্যেই ওদের আমি পছন্দ করি।"

সন্টু উচ্চ কণ্ঠে হেসে' উঠল।

"হাসলে যে?" পুরন্দর জিজ্ঞেস করল।

"তাহলে তোমার মতে," সন্টু এখনও যেন হাসি থামাতে পারছে না, "তাহলে তোমার মতে প্রত্যেক মেয়ের দু'দশজন লাভার থাকাই হচ্ছে তাদের বেঁচে থাকার লক্ষণ?"

"কি রকম লাভার জানো?" পুরন্দর উঠে বসল, "মেয়েটি যাদের ধরা-ছোঁয়া দেবেনা, কেবল নিয়ে খেলবে! কারণ ধরা দিলেই ত ফুরিয়ে গেল। যারা চালাক মেয়ে হয় তারা তা দেয়না। কাজেই প্রেমটা হয় যাকে বলে প্লেটনিক। ওতে বিপদের কিছু নেই।"

"তুমিও কি ওই রকম একটি লাভার-দলভুক্ত নাকি?" সন্টু

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করল।

"আমি কারুর লাভার-টাভার নই ভাই।" পুরন্দর তাড়াতাড়ি বলল, "এবং কোনো মেয়ের কাছে গেলে আমি অন্তত এক হাত ব্যবধান রেখে বসি।"

"আচ্ছা, পুরন্দর, মেয়েরা তোমাকে সত্যিই পছন্দ করে?" সন্টুর চোখে চাপা হাসি।

"নিশ্চয় করে।" পুবন্দর উৎসাহের সঙ্গে প্রমাণ করতে চায়, "মেয়েরা ভদ্রতা পছন্দ করে।"

"কিন্তু অতি-ভদ্রতা নয়।" সন্টু মনে পড়িয়ে দিল, "অতি-ভদ্রতা মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। আর দুর্ব্বল পুরুষকে মেয়েরা পছন্দ করে না।"

"দেখ, এটা সহর, এটা সভ্যতার যুগ। এখন যদি বেশী-মাত্রায় পৌরুষ দেখাতে যাও তাহলে' বিপদে পড়বে।"

"কিন্তু এই ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি প্রজাপতি-পনার পরিণতি যে কি ভয়াবহ তাও হয়ত তুমি জাননা।" সন্টু উতপ্ত কণ্ঠস্বরেই বললে, "এতে স্বভাব এমনি বিগড়ে যায় যে গভীর কোনো কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা থাকে না। তখন তোমার এই সব অতি-স্মার্ট মেয়েরা খেলো আর সস্তা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।"

"ব্যাপার কি বল ত ভাই?" পুরন্দর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠলে কেন?"

"না, কিছু না।" সন্টু মৃদু হেসে বললে, "যাদের ভেতর কিছু আছে, তাদের তুচ্ছতার মধ্যে দিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে

কষ্ট হয়, এই আর কি!" সে পাইপে লম্বা টান দিল।

"তুচ্ছতা তুমি কা'কে বলছ?"

"ওই প্রজাপতি-পনা।" সন্টু বললে, "জীবনকে ভোগ করবার আর কি কোনো দিক নেই যে ছেলেরা অভুক্ত কুকুরের মত মেয়েদের পিছুপিছু ঘুরে বেড়াবে আর মেয়েরা তাদের মাথায় হাত বুলবে আর নাচাবে! হতভাগারা এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না যে ভিখিরী কখনো সম্মান পায় না। আর মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষরা যদি সম্মান না পেল ত কি তারা পেল!" সন্টু পাইপটা আবার ধরিয়ে প্রবলভাবে টান দিতে লাগল।

কাল অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত সে ঘুমুতে পারেনি। মানুষের জীবনের এই নিদারুণ ব্যর্থতা তাকে বারবার পীড়িত করেছে। যৌবন এত কাঙাল হয়ে উঠবে কেন? এই সস্তা নাগরিক আর নাগরিকা-বৃত্তিতে উদ্যমের যেটুকু অপচয় ঘটছে, জাতির কাছে, যুগের কাছে এর ক্ষতি-পূরণ কে দেবে। জীবন মানে কি শুধু প্রেম করা! আর প্রেম করা মানে কি ওই ধরণে প্রেম করা! আর স্বাধীনতা মানে কি নিজের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা!

সকালেই সে ছুটে' এসেছিল পুরন্দরেব কাছে পরামর্শ করতে।

"ন্যাকা যুগ আর খেলো সহুরে-পনা!" সে পাইপটা দাঁতে চেপে বলল, "ভোগের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এরা দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে চায়।" তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে' বলল, "আচ্ছা বস, এখন উঠছি।"

"আরে, যাবে কোথায়! বস, একটু চা খেয়ে যাও।" পুরন্দর অতিথি-সৎকারের জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"থাক, থাক, চা আমি প্রচুর খেয়েছি, ব্যস্ত হয়োনা। আচ্ছা, চললাম।" সে সত্যিসত্যিই ঘর থেকে বের হয়ে এল।

রাস্তায় রোজের মতই অজস্র পদাতিক, অজস্র গাড়ী। চারদিকে কিলবিল করছে পোকার মত লোক। সহরের ভীড়ে প্রত্যেক লোকই ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তারা হয়ে পড়ে অনেকের মধ্যে মাত্র একজন। গাড়ীর ওই ঘোড়াটার মতই তারা সারাদিন ঘোরাঘুরি করে, চোখে তাদের ঠুলি বাঁধা। তারা জানে কাজের শেষে তারা খেতে পাবে আর রাত্রে একটু বিশ্রাম পাবে। তাই তাবা যন্ত্রের মত পা ফেলে চলে। এর বাইরে যে আর কিছু আছে তা তারা জানেনা, বা জানবার দরকার বোধ করেনা।

সন্টুর মনে হ'ল ছুটে গিয়ে নৃপতিবাবুকে আবার জানায়, "চলে' যান, মশাই, চলে' যান। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ধুবরীতে পালান। এখানে আপনাদের রক্ষা নেই।"

বাস্তা দিয়ে সে হনহন করে' হেঁটে চলল। ইচ্ছে ক'রেই আজ সে গাড়ী নিয়ে বের হয়নি। যথেচ্ছ ভাবে হাঁটলে দিব্বি চিন্তা করা যায়, মন মুক্তি পায়। নিজের দুটো পায়েব উপর নির্ভর করে' যেখানে চলাফেরা সেখানে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যায়। যা-হোক কিছু একটাতে চাপলেই শরীর আর মনকে যেন বন্দী মনে হয়।

তার ভারী খারাপ লাগছে আজ, কিছুই ভাল লাগছে না। অথচ এতটা বিচলিত হবার কিছুই কারণ নেই। সহরের মন্দ দিক একটা যে আছে একথাটা আজ তার কাছে নতুন নয়। এই সহর যে হিংস্র বন্য জন্তুর মত থাবা বিস্তার করে' অনেক সুকুমার শরীর আর মনকে গ্রাস করেছে এবং করছে এটাও অতি পুরনো পরিচিত কথা। আর যাদের নিয়ে এই সত্যটা আজ তার চোখে বেশী করে' পড়ছে তারাও এমন কিছু তার আপনার লোক নয়।

তবু এই কদিনের পরিচয়েই এই পরিবারটিকে তার পছন্দ হয়েছিল। মেয়েদুটির মধ্যে অনেক সম্ভাবনা সে দেখতে পেয়েছিল। ট্রামের চাকার মত যে-দিনগুলি ঘুরে যাচ্ছিল তার মধ্যে দুর্ঘটনার মতই মেয়েদুটির স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সরল আর সহজ হবার উৎকট সখ সন্টুর মনে কিছু রোমাঞ্চের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সহরের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনে সে-স্বাধীনতা এমন চিরাচরিত পদ্ধতিতে সস্তা সমাধি লাভ করবে তাই বা কার জানা ছিল!

কিংবা হয়ত, সন্টু দাঁড়িয়ে পড়ে' পাইপটা ধরাতে ধরাতে ভাবল, কিংবা হয়ত সে যা ভাবছে তা নয়। সহরের, এই সহুরে লুব্ধতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার মত ক্ষমতা কয়েকজন ছেলে-মেয়ের আছে। বাইরে থেকে চিরাচরিত মাপকাঠিতে বিচার করে' সন্টুও হয়ত আর পাঁচজনের মত অন্যায় করতে বসেছে। যদি কোনো মেয়ে রাত এগারটায় একা কোনো

ছেলের সঙ্গে মোটরে করে' ফিরে এসে বাপকে স্পষ্ট ভাবে জানাতে পারে যে একটা গার্ডেন পার্টি ছিল, তাই রাত হয়ে গেছে, তাহলে বুঝে নেওয়া উচিত যে সেখানে অন্যায়ের বাষ্প-মাত্রও নেই। এই নির্জ্জলা সাহসকে সম্মান সন্টুই যদি না দিতে পারে, তাহলে আর কে দেবে!

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সন্টু এগিয়ে যেতে লাগল। তার ভারী হাসি আসতে লাগল। বলা নেই, কোথা থেকে এই উপদ্রব তার জীবনে এসে জুটল! তার জীবন নির্ঝঞ্ঝাট নয়। তার জীবনে এমন একটি মাসও যায়নি যা ঘটনাশূন্য। প্রচুর ঘটনা ঘটেছে যারা তার জীবনকে বহুবার অভিভূত করেছে, দুঃখে, আনন্দে, অনির্ব্বচনীয়তার আস্বাদে। সম্প্রতি যে-ঘটনার মধ্যে দিয়ে সে চলেছে তা তাদের তুলনায় কত তুচ্ছ! কত নগণ্য। তবু আশ্চর্য্য, সে আজ এতদূর বিচলিত হয়ে পড়ল!

লজ্জিত হ'ল। সন্টু রীতিমত লজ্জিত হ'ল। কি করা যেতে পারে? এখন কি করলে তার বেপরোয়া ব্যক্তিত্বকে ফিরে পেতে পারে? শীতের সকাল এখনও পূর্ণ গৌরবে বিদ্যমান। সুতরাং কোনো রেস্তরাঁয় বসে' ঈষদুষ্ণ চায়ের একটি পেয়ালার সান্নিধ্যে হয়ত মেজাজের পুনরুদ্ধার সাধন করা যেতে পারে।

ট্যানিন্ আর নিকোটিন্—সন্টু একটি চলমান ট্রামে উঠে পড়ে' ভাবল—ট্যানিন্ আর নিকোটিন্, বিংশশতাব্দীর গোলমেলে অরাজকতায় বুদ্ধিজীবিদের এইদুটিই চরম অবলম্বন। এদের সাহায্য না পেলে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ বই লেখাই হ'ত না,

অনেক বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত থাকত, অনেক শিল্প ও কারুকলার নিদর্শন সৃষ্টির স্পর্শ পেত না, অনেক মন্দভাগ্য প্রতিভা বিড়ম্বনার চাপে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হ'ত। বহু অবিনশ্বর কীর্ত্তির বাহন এই দুটি—বিষ। হ্যাঁ, বিষ। বিষই এই বিষাক্ত যুগে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির উজ্জীবক। সেই বিষ পান করে' নীলকণ্ঠ হয়ে বিভোর হয়ে বসে' থাকবে সন্টু। চারপাশের খুচ্‌রো তুচ্ছতা তার নাগাল পাবেনা।

"আরে তথাগতবাবু যে! ট্রাম আর বাস না হ'লে কি আপনাকে ধরা যাবে না কখনই? গাড়ী কি হ'ল? আপনার সঙ্গে যে আমার বিশেষ দরকার।"

ন্না. নীলকণ্ঠ হওয়া মহাদেবের পোষায়, সন্টুর সইবেনা। এখন এতগুলি প্রশ্নের ধাক্কা সামলানই শক্ত। আর তার এই তথাগত নামটাকে সর্ব্বসমক্ষে এমন প্রবলভাবে প্রচার করে' তাকে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবারই বা কি প্রয়োজন বোঝা শক্ত। সন্টু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখল, তারই বই-এর সেই প্রকাশক, মন্দিরাদের সম্পর্কিত কাকা বরদাবাবু। তিনি ততক্ষণে উঠে এসে সন্টুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, "একটু সরে' বসুন, বসি। বয়েস হয়েছে, আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারিনা।"

সন্টু সরে' বসলে তার পাশে সশব্দে নিজের মাংসস্তূপটিকে প্রায় আছড়ে ফেলে একমিনিট হাঁপাতে লাগলেন। এবং তারই ফাঁকে কোনো রকমে বলে' ফেললেন, "তারপর, যাচ্ছিলেন কোথায়?"

সন্টুর একবার ইচ্ছে   লো দিয়ে রাস্তায় জায়গাটা দেখেনিয়ে বলে, এই এইখানেই   ব'লেই নমস্কার করে' নেমে পড়ে। কিন্তু তার পরেই ভাবল তার এই মানসিক অবস্থায় বরদাবাবু হয়ত টনিকের কাজ করবেন এবং তাঁর কাছ থেকে মন্দিরাদের সম্পর্কে খবর পাওয়া যেতে পারবে।

তাই সে পরম ন্যাকামীর সঙ্গে বিনীত ভাবে হেসে' বলল, "এই আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। সেই যে সেদিন বললেন............"

"বিলক্ষণ! এই ত চাই। আরে মশাই, এত চট্‌পটে লোক না হলে' কি আর অতগুল বই এই কম সময়ের মধ্যে লিখে ফেলতে পারতেন! আমি জানতাম আপনি শিগ্‌গিরই একদিন আসবেন। তা বেশ ত চলুন, আমার বাড়ীতে একটু পায়ের ধূলো দেবেন। আপনাদের মত গুণী ব্যক্তি ....হ্যা হ্যা!"

ততক্ষণে ট্রামের প্রায় সব লোকগুলির দৃষ্টি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সন্টু কথার মোড় ফেরাবার জন্যে বললে, "কলকাতায় এবার কি শীত পড়েছে দেখছেন?"

"আর বলবেন না, মশাই, আর বলবেন না।" বরদাবাবু প্রায় কেঁদে ফেলবার জোগাড় করলেন, "সন্ধ্যের পর আর নড়তে-চড়তে পারিনা। আচ্ছা বলুন ত, একটু বিবেচনা করে' বলুন ত, ব্যবসাদার লোকের এ কি পোষায়? আরে, সন্ধ্যেবেলাতেই যদি বই-এর দোকান বন্ধ করে, বাড়ী যাই ত ছেলে-মেয়েরা খাবে কি?"

দুরূহ প্রশ্ন। সন্টু একটু ভাববার ভান করে' বললে, "তা আর করবেন কি বলুন? ভগবানের ওপর ত হাত নেই!"

"আগেকার যুগে শুনতাম দার্জ্জিলিংএ শীত, শিমলেয় শীত। কলকাতাই যদি দার্জ্জিলিং হয়ে ওঠে তাহলে দার্জ্জিলিং-এ লোকে যাবে কি-সুখে!" বরদাবাবু গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন।

সন্টু কথাটাকে এভাবে এদিক দিয়ে কখনো ভেবে দেখেনি। সে চিন্তিত হয়ে উঠল।

বরদাবাবু বললেন, "রেল-কোম্পানীর কতটা ক্ষতি বলুন ত!"

সন্টু এইবার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললে, "কিন্তু, একটা কথা, গ্রীষ্মকাল ত রয়েছে। তখন কলকাতায় বেশ গরম, অথচ দার্জ্জি-লিং-এ ...."

"বেশ বলেছেন, বেশ বলেছেন।" বরদাবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, "আরে, একেই ত বলে বুদ্ধি! এ না হ'লে আর এতগুলো ...."

সন্টু ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠল, "উঠুন, আপনার নামবার জায়গা যে চলে' গেল।"

বরদাবাবু ভীষণ হৈচৈ সুরু করলেন, কণ্ডাক্টার ও ট্রামসুদ্ধ লোককে অস্থির করে' তুললেন। শেষপর্য্যন্ত ট্রাম থামল। বরদাবাবু নামতে গিয়ে মুস্কিলে পড়লেন, এক ভদ্রলোকের পায়ে পা লেগে হোঁচট্ খেয়ে পড়তে পড়তে কোনো রকমে বেঁচে গেলেন। রুখে উঠে বললেন, "পা-টা একটু সামলে নিয়ে বসতে পারেন না, মশাই? এটা ত আর আপনার একলার ট্রাম

নয়, আমাদেরও উঠতে নামতে হবে।" তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এখন, ট্রামসুদ্ধ লোক এতক্ষণে বরদাবাবুকে বুঝে নিয়েছে। তাই ভদ্রলোকটি তাকে একটু ক্ষেপাবার জন্যেই যেন বললেন, "শরীরের ওজনটা আর একটু কমান মশাই, ট্রামে চলা-ফেরার জায়গা একটু কম।" বলে' একটু হাসলেন।

আগুণে ঘি পড়ল। বরদাবাবু আরক্ত মুখে বললেন, "বরদা বাজপেয়ীর শরীরের ওজন যদি তিন মণই হয়ে থাকে, তাতে আপনার চোখ টাটায় কেন মশাই? মশাই কি অম্লশূলে ভুগছেন? কিছু খেতে পারেন না? তাই কি অমন দড়ির মত............"

এদিকে ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ডাকটার দড়িতে হাত দিতে গেল। গাড়ী চলতে সুরু করলে বরদাবাবুকে সামলান দায় হবে। সন্টু তাড়াতাড়ি তাঁকে টেনে নামিয়ে নিল। তারপর ট্রাম চলতে সুরু করলে সে একটা প্রবল উচ্চ হাসি শুনতে পেল। মনে হ'ল ট্রামসুদ্ধ লোক এতক্ষণ কোনো রকমে হাসি সামলে ছিল, এইবার তারা নিজেদের স্বাধীনতা দিতে পেরে বেঁচেছে।

সন্টুও বেঁচে গেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের নিদারুণ মানসিক ক্লান্তির হাত থেকে পবিত্রাণ পেয়েছে। এর জন্যে সে বরদাবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এরপর আর সইবে না। বেশীক্ষণ এই আব-হাওয়ায় থাকলে আবার বিরক্তির কবলে পড়তে হবে। মনের এই সূর্য্যালোক অস্তমিত হবে। এরপর রেস্তরাঁয় চায়ের পেয়ালাটি আরো লোভনীয় হয়ে উঠবে। এইবার বিদায়

নেওয়া যেতে পারে। বরদাবাবুকে তার আর প্রয়োজন নেই।

সে বলল, "আচ্ছা বরদাবাবু, আপনি বাড়ী যান, আজ আসি। একটা বিশেষ জরুরী কাজ করবার আছে। হঠাৎ মনে পড়ে' গেল। শিগ্‌গির একদিন যাব। নমস্কার।" ব'লেই তাঁকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে একটি নিভৃত অন্ধকার, দামী সিগারেটের ধোঁয়ায় সুরভিত। নরম শালটাকে গলার চারপাশে জড়িয়ে নিয়ে সন্টু বসে' আছে। খোলা জানলা দিয়ে যে-আকাশটা দেখা যাচ্ছে সেটা ধোঁয়ায় আবিল। গ্রীষ্মকালে এই অন্ধকারের প্রতিটি কণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা যৌবন-তপ্ত উদ্দীপনা, যা অনবরত দুঃসাহসিকতার দিকে মনকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু শীতের এই স্থবির অন্ধকারে প্রাণ-শক্তির সে-উল্লাস নেই। মনে হয় রাস্তায় রাস্তায় প্রেতায়িত ষড়যন্ত্র ওৎ পেতে আছে। শরীর জড়ধর্ম্মী হয়ে উত্তপ্ত ঘরের নিশ্চিন্ততায় চেয়ারের আশ্রয় খোঁজে। সন্টু শালটাকে ভাল করে' শরীরে জড়িয়ে নিল।

এইবার বন্ধুরা একে একে আসবে। তারপর আসবে চায়ের কাপ এবং বাক্যের স্রোত। জ্ঞান-রাজ্যের সমস্ত অলিগলিতে চলবে কতকগুলি বাক্য-বীরের অসহিষ্ণু উদ্দাম পদক্ষেপ, তথা-কথিত সমালোচনার শূলনিক্ষেপে সরস্বতীর কমলবন সচকিত হয়ে উঠবে। তারপর রাত্রি কিছু অগ্রসর হলে' ধুরন্ধরের দল একে একে বিদায় নেবে। সন্টুর ঘরে নেমে আসবে আবার এই নির্জ্জনতা। সন্টুর সঙ্গী হবে আবার এই অন্ধকার, আবার এই ধোঁয়া। কিন্তু তখন তাদের মধ্যে আর থাকবে না এই প্রশান্তি, এই অনতিক্রম্য রহস্য। অনুভূতি-রিক্ত ক্ষণগুলি তখন নিদ্রার মধ্যে সাময়িক আত্মবিনাশ খুঁজবে।

এতে লাভ কি! সন্টু ভাবল, এই ইচ্ছাকৃত অস্বস্তিভোগের

কি বা প্রয়োজন ! তার চেয়ে ধূম্রগর্ভ পথগুলিতে আত্মার হয়ত খোরাক পাওয়া যাবে। হয়ত তার মনের স্পর্শ পেয়ে ধোঁয়ার কণাগুলিও রহস্য-আকুলতায় উদ্বেল হয়ে উঠবে।

তাছাড়া, বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরী হয়ে নিতে নিতে সন্টু ভাবল, তাছাড়া, মন্দিরার ব্যাপারটা একটু অনুসন্ধান করে' দেখা দরকার। কর্ত্তব্যবোধের কথা ছেড়ে দিলেও ব্যাপারটা রহস্যের মধ্যে দিয়ে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। যে-মেয়েটিকে কেন্দ্র করে' ওদের পরিবারে অশান্তির আগুণ জ্বলে' উঠতে চায় তার মধ্যে প্রথম দর্শনে সন্টু যে সহজ সারল্য দেখে খুসী হয়েছিল তা কি সবটাই অভিনয় ! তার মধ্যে কি সত্যের বাষ্পমাত্রও নেই ! যদি অভিনয় না হয় তাহলে জীবনের যেখানে অতটা স্বতস্ফূর্ত্তি সেখানে অকল্যান, অশান্তি আসে কি করে' ! আর অভিনয়ই যদি হবে তাহলে বুঝতে হবে যে মেয়েটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং তার এই বুদ্ধির তীক্ষ্নতা অবশ্যই তাকে সস্তা আর সুলভ হয়ে যেতে দেবেনা।

সন্টু গাড়ী নিয়ে বেরুল এবং ড্রাইভারকে সঙ্গে নিল না।

নৃপতিবাবুদের বাড়ীতে যখন পৌছাল তখন সাতটা বেজে গেছে। ঘরের মধ্যে একটা থম্‌থমে ভাব। খোকা আর রাণু পড়াশোনায় ব্যস্ত এবং কনকলতা কি একটা বুনছে। নৃপতি-বাবু সন্টুরই লেখা নূতনতম উপন্যাসটি পড়ছেন।

সন্টুকে অভ্যর্থনা করে' বসিয়ে নৃপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন,

"আচ্ছা, আপনি বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এই যে বিভিন্ন ধরণের কথাবার্ত্তা দেন, এটা পারেন কি করে? আপনার নিজস্ব কথা কওয়ার ধরণ আছে। সেটাকে ত লেখবার সময় ভুলে যেতে হয়। সেটা কি সহজ?"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি," সন্টু হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু ইতিমধ্যে কনকদেবী এক কাপ চা খাওয়ান।"

"ওদের আবার 'কনকদেবী' 'আপনি' এ-সব বলেন কেন?" নৃপতিবাবু বললেন, "ওরা আপনার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, আপনার স্নেহের পাত্রী। ওদের নাম ধরে' তুমি বলে' ডাকবেন।"

"আপনাকে চা এনে দিতে আমি রাজী আছি যদি আপনি বাবার কথা রাখেন।" কনকলতা গম্ভীর মুখে জানাল, "আর এবার থেকে আমি আপনাকে কাকাবাবু বলে' ডাকব।"

"সর্ত্তের প্রথম দিকটাতে আমি রাজী আছি, কিন্তু সেটা কাল থেকে হবে।" সন্টু সললে, "কিন্তু দ্বিতীয় অংশটিতে রাজী নই।"

"কেন?" কনকলতা আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

"সন্টু-কাকা তোমার চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসেন দিদি, খোকা বলে' উঠল, "আমি গোড়া থেকেই কাকা বলে' ডাকি, কই উনি ত বারণ করেন নি!"

"তুই থাম, খোকা, মন দিয়ে পড়," নৃপতিবাবু ধমকালেন, "পরশু পরীক্ষা তা মনে আছে? ফেল করলে ক্লাস উঠতে দেবেনা।"

"কিন্তু কাকাবাবু বলাতে আপনার আপত্তিটা কিসের?" কনকলতা না জেনে ছাড়বে না।

"কেউ কাকাবাবু বললে মনে হয় বুড়ো হয়ে গেছি।" সন্টু হাসতে লাগল, "আর সেরকম মনে হওয়াটা আমি চাই না।"

কনকলতা হাসতে লাগল, "বুড়ো হওয়াতে আপনার এত ভয়! আর যখন একদিন সত্যি-সত্যিই বুড়ো হবেন, তখন? তখন কি করবেন?"

"বুড়ো আমি হবনা কখনই।" সন্টু মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল।

"বুড়ো হবেন না কখনো?" খোকা আর চুপ করে' থাকতে পারলনা, "সে কেমন করে' পারবেন, কাকাবাবু?"

"খোকা, তুমি ফেল করবেই।" কনকলতা মনে পড়িয়ে দিল।

"খোকা, তুমি ফেল করবেই।" খোকা ভেঙিয়ে উঠল, "যা তোমাদের গল্প করার ধুম, খোকা পড়বে কোথায় শুনি?"

প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত ব'লেই মনে হ'ল।

"কেন, পাশের ঘরে গিয়ে পড়তে পার না?" কনকলতা জিজ্ঞেস করল।

"বারে, পাশের ঘরে কি করে' পড়ব!" খোকা ছাড়বার পাত্র নয়, "তোমরা সারাদিন মেজদিকে খেতে দাওনি, সে ওঘরে শুয়ে কাঁদছে, আমি সেখানে কি করে' পড়ব! বেশ বল্লে যাহোক!"

খোকা গুম্ হয়ে উঠে জানালার ধারে দাঁড়াল। প্রবাদ, সে তার মেজদিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

"সে কি, সারাদিন না খেয়ে মন্দিরা দেবী পাশের ঘরে শুয়ে

কাঁদছেন নাকি ?" সন্টু ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল, "কেন, হয়েছে কি ? দেখুন ত, আমরা এদিকে········" সে উঠে দাঁড়াল। ভাবটা এই, সে এখুনি গিয়ে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে চায়।

"বসুন, বসুন," নৃপতিবাবু বললেন, "আমি ও-বিষয় আপনাকে এখনি বলতাম। ঠাণ্ডা হন। আপনি ভাগ্যক্রমে যখন এসে পড়েছেন, তখন উপায় একটা হবেই। লতা, যাও ত মা। তুমি ততক্ষণ সন্টুবাবুর চা-টা তৈরী করে' আন।"

"না, না, না," সন্টু ঘোর আপত্তি জানাল, "চা পরে হবে, আপাতত ব্যাপারটা শুনি।"

"ব্যাপারটা আর কিছুই নয়," নৃপতিবাবু ধীরভাবে বললেন, "কাল রাত্রে আপনি চলে' যাওয়ার পর দিবার অত রাত করে' বাড়ী ফেরা নিয়ে যা আলোচনা হয়েছিল, তারই ফলে ও হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করেছে, আজ সারাদিন কিছু খায়নি। রাত্রে ওর মা নিশ্চয়ই কিছু খাওয়াতে পারবে। ব্যাপারটা কিছু নতুন নয়।"

"তবু, আমি একবার চেষ্টা করে' দেখি।" সন্টু বললে।

"বেশত, দেখুন, দেখবেন বইকি।" নৃপতিবাবু বললেন, "ওই পাশের সঞ্জয়ের ঘরে আছে।"

"সঞ্জয়বাবুর ঘরে !" সন্টু আশ্চর্য্য হ'ল।

"সঞ্জয় সকালেই বের হয়ে যায় আর রাত্রে ফেরে কিনা," নৃপতিবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, "এরা তাই তার কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে রাখে। দরকার মত ঘরটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে।"

"তা হোক।"—সন্টু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তা ব্যবহার করুন, আপাতত খেলে আমরা খুসী হই, কি বলেন?"

পাশের ঘরের দরজাটা ভেজানো। বাইরে থেকে সন্টু বারকতক ডাকল, কোনো সাড়া মিলল না। দরজা ঠেলে ভিতরে না ঢুকে সন্টু ফিরে এসে বলল, "বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন, খোকা তোমার মেজদিকে জাগিয়ে দেবে এস ত।"

খোকা তাতে খুব রাজী। সন্টুর আগে আগে গিয়ে বীরদর্পে ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিয়ে বললে, "মেজদি, দেখ, কে এসেছেন।"

মন্দিরা ধড়মড় করে' উঠে বসে' বললে. "আরে, আপনি? কতক্ষণ এসেছেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানতে পারিনি। বসুন।" তারপর লজ্জিত হয়ে বলল, "কোথায় বা বসবেন! সঞ্জয়দার বিছানাটা তেমন পরিষ্কার নয়। একটু দাঁড়ান, খোকা ওঘর থেকে একটা আসন.........."

"ব্যস্ত হবেন না," সন্টু বিছানাটার একপাশে বসে' পড়ে' বললে, "আমি নবাব খাঞ্জা খাঁ নই, আমার অভ্যর্থনার জন্যে তখ্‌ত্‌-তাউসের দরকার নেই। বাঙালী মানুষ, আমাদের কাছে বিছানার মত জিনিষ আছে!" তারপর চেয়ে দেখল মন্দিরার মুখশ্রী বিশীর্ণ, চুল রুক্ষ এবং বেষ অবিন্যস্ত।

তার কথায় ও ভাবে-ভঙ্গীতে মন্দিরার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বললে, "যাক, বাঁচলাম, আপনি এই সামান্য অভ্যর্থনাতেই তুষ্ট হয়েছেন।"

"বেশ, যাহোক, আজকালের লেখকদের মত আজকালের মেয়েরাও কি কবিগুরুকে বাদ দিয়ে চলেন?" সন্টু যেন পরম বিস্মিত হয়েছে।

"কেন, রবীন্দ্রনাথের কথা উঠল কি করে?" মন্দিরা জানতে চায়।

"বাঃ, বাঙালীদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন না, 'তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা.........'! আর মুখে না মানলেও আপনি ত কাজ দিয়ে তাঁর কথা প্রমাণ করছিলেন। সন্ধ্যে-বেলাতে কি কেউ ঘুমোয়!"

"আর তাছাড়া, জানেন কাকাবাবু। মেজদি আজ সারাদিন কিছু খায়নি।" খোকা নতুন করে' আবার তার মনে পুড়িয়ে দিল। তার কেবলি হয়ত ভয় হচ্ছিল যে মেজদিব খাওয়ার কথাটা বলতে সন্টুর ভুল হয়ে যাবে।

"খোকা, তুই থাম ত।" মন্দিরা ধমক দিল, তারপর সন্টুকে বলল, "শরীরটা সারাদিন কেমন বিশ্রী হয়ে আছে, তাই খেতে ইচ্ছে করেনি।"

"না, কাকাবাবু, মেজদিকে বাবা........." খোকা বলতে গেল।

"খোকা, তুই থামবি, না আমি এঘর থেকে চলে' যাব?" মন্দিরা যেন রাগ করে' বলল।

"খোকা, তুমি পড়গে যাও ত।" সন্টু বললে, "আমি তোমার মেজদির সঙ্গে কথা বলছি।"

খোকা অনিচ্ছুকভাবে ঘব থেকে বের হয়ে গেল।

"আপনার ওপরে ওর ভারী টান।' সন্টু বললে।

"আমিই ত ওর দেখাশোনা করি কিনা। আমি না দেখলে ওর স্নানাহার হ'ত না।" মন্দিরা কারণটা বলে' দিল।

"আর আপনাকে কে না দেখলে আপনার স্নানাহার হয় না?" সন্টু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, "মা? তিনি কি আজ বাড়ীতে নেই?"

"মা-র সত্যিই একটু মাথার গোলমাল আছে আর এরা পাঁচজনে হাঙ্গামা করে' সেটা বাড়িয়ে দেয়। সকাল থেকেই তিনি বের হয়েছেন, সেই রাত্রে ফিরবেন। তাঁর বোনের বাড়ী গেছেন। মাঝে মাঝে এরকম করেন।"

"আপনার মায়ের, রাণুর আর খোকার ভার বুঝি আপনাব ওপর?" সন্টু জিজ্ঞেস করল। মন্দিবা হাসল: ক্লান্ত হাসি।

"আর আজকের সন্ধ্যের জন্যে আপনাব ভাব আমি নিতে চাই। দেবেন না নিতে?"

মন্দিরা চমকিত হযে চোখ তুলল।

"মানে, আপনাকে একটু বেরুতে হবে। গাড়ী এনেছি।" সন্টু বুঝিয়ে বলল।

"ও-ঘরের অনুমতি নিয়েছেন?" মন্দিরার চোখে বাঁকা হাসি, "নইলে অনেক হাঙ্গামা।"

"অনুমতি গোড়াতেই নিয়েছি। আব আমার সঙ্গে বের হলে আপনাকে কোনো হাঙ্গামাই পোয়াতে হবেনা, চলুন।" সন্টু

আশ্বাস দিল এবং নির্ব্বিবাদে মিছে কথা বলে' গেল।

"কি জানি!" মন্দিরা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল, "কিন্তু থাক না, বেরুতে কেমন ইচ্ছে করছে না।"

"একটু বেরুলেই দেখবেন শরীর আর মন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও বাইরে যাওয়া দরকার।" সন্টু জোর করে' বলল, "উঠুন, আমার কথা রাখুন। কাপড় বদলে নিন। আমি ও-ঘরে অপেক্ষা করছি।" সে মন্দিরাকে আর আপত্তি করবার অবসর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে' গেল।

"আরে, চা যে তৈরী!" সন্টু উৎসাহে প্রায় চিৎকার করে' উঠল, "একেই ত বলে লক্ষ্মী মেয়ে!" তারপর কনকলতার দিকে ফিরে বলল, "দেখেছেন, এর মধ্যেই কাকা হবার মহলা দিচ্ছি।"

"পারছেন কই!" কনকলতা মৃদু হেসে বলল, "কাকারা কি ভাইঝিদের আপনি বলে' কথা বলে? আর এই যে বললেন আপনি কাকাবাবু হতে চান না!"

"আহা, চাই না ত বটেই, সেই জন্যেই ত হ'তে পারছি না।" সন্টু চায়ের কাপে চুমুক দিল, "বাঃ, চমৎকার চা হয়েছে। কোথায় লাগে রেস্তরাঁ। তারপর নৃপতিবাবু, নায়ক-নায়িকাদের কথাবার্ত্তা কি করে' লেখা হয় জিজ্ঞেস করছিলেন না?"

"তা ত করছিলাম।" নৃপতিবাবু সকৌতুকে বললেন, "কিন্তু আপনার ভাবী খুসী-খুসী ভাব দেখছি যে! কার্য্যোদ্ধার হয়েছে বুঝি? দিরা খেতে রাজী হয়েছে?"

"ওঃ, খাওয়ার কথা বলবার কথা ছিল, নয় ?" সন্টু কাপটা নামিয়ে চিন্তিত ভাবে বললে, "ভারী ভুল হয়ে গেছে, একেবারে জিজ্ঞেস করাই হয়নি।" তাকে ভারী লজ্জিত দেখাতে লাগল।

"ওই জন্যেই ত আমি মনে প'ড়িয়ে দিচ্ছিলাম।" খোকা রাগ করে' বললে, "আপনি আমায় বললেন, 'খোকা, যাও ওঘরে পড়গে।' আর তারপরে সঙ্গে সঙ্গে এঘরে চলে' এসে চা খেতে বসলেন।"

সন্টু হাসতে লাগল। ওর মেজদি উপোস করে' আছে। তাকে খাওয়ানোর একটা কোনো ব্যবস্থা করা হ'ল না, অথচ সন্টুর দিব্বি আরাম করে' চা খাওয়াটা সত্যিই বিশ্রী দেখায়। কিন্তু সন্টুর লজ্জার বালাই নেই। সে নৃপতিবাবুকে বলল, "আশে-পাশে লোকেদের যে-সব টাইপ আমি দেখতে পাই সেগুলো মনে করে' রাখি, পোষাক, কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গী সব সমেত। কতকগুলো কাল্পনিক মডেলও আছে। নায়ক আর নায়িকা রূপে তাদের প্রথমটা দাঁড় করাতে কষ্ট হয়। কিন্তু একবার তা হয়ে গেলে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এলে তারা নিজের ভাবেই কথাবার্ত্তা বলে, চলাফেরা করে·········"

বাইরের জন্যে সজ্জিত হয়ে মন্দিরা এসে দাঁড়াল।

"ওই যে মেজদি এসেছে।" খোকা ঘরের লোকগুলির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করল।

কিন্তু মন্দিরা তার ভাবে-ভঙ্গীতে ঘরের লোকগুলিকে অস্বীকার করতে চায়।

সন্টু উঠে দাঁড়িয়ে নৃপতিবাবুকে বলল, "আমরা একটু ঘুরে আসছি, ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরব। চলুন, মন্দিরা দেবী, যাওয়া যাক।" বলে' ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নৃপতিবাবু হাসতে লাগলেন।

গাড়ী এসে চৌরিঙ্গীর একটা মাঝারি গোছের হোটেলের সামনে দাঁড়াল। সন্টু নেমে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বলল, "নামুন।"

"কি হবে নেমে! নামতে ভাল লাগছে না।" মন্দিরা ক্লান্ত ভাবে বলল।

"আমাব ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খেয়ে নেওয়ার অত্যন্ত দরকার।"

"বেশ ত, খেয়ে আসুন। আমার এই গাড়ির ভেতর গরমে বসে' থাকতে ভারী ভাল লাগছে।" মন্দিরা আরাম করে' গাড়ীতে গা ঢেলে' দিল।

"নামুন, নামুন, আমার শীত করছে। আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে খাব। একলা খেতে আমার ভাল লাগবে না। চলুন, রেস্তরাঁর ভেতরটাও বেশ গরম।" সন্টু অধৈর্য্য হয়ে উঠল।

অগত্যা মন্দিরাকে নামতে হ'ল।

ভিতরে কাঠের একটি ছোট কামরায় বসতে বয় এসে দাঁড়াল। সন্টু মন্দিরাকে জিজ্ঞেস করল, "কি দেবে ?"

"আমি কি জানি ?" মন্দিবা আশ্চয্য হয়ে বলল, "খাবেন আপনি, আমি কি কবে' অর্ডার দেব !"

"আরে, একযাত্রায় কি পৃথক ফল হয় !" সন্টু দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে বলল, "আমি খাব, আর আপনি বসে' বসে' দেখবেন। বেশ বল্লেন যাহোক, তারপর দৃষ্টি লাগুক, আর আমি বদহজমে পেটের যন্ত্রনায় মরি !"

মন্দিরা হাসতে লাগল। বললে, "এমন কথা ত ছিল না।"

"কথা অনেকই থাকে না, পরে তারা মাথা চাড়া দেয়। যাক, এখন কি খাবেন বলুন। আপনার জন্যে আমি খেতে পাচ্ছি না।

"ফিস্ ফ্রাই আনতে বলুন।" মন্দিরা বলল।

সন্টু দুটো ফিস্ ফ্রাই এবং নিজের জন্যে দুটো টোস্ট্ আনতে দিল। তারপর মন্দিরার দিকে চেয়ে হেসে বলল, "মেয়েরা বিড়াল বংশীয়।"

"আমি বেড়াল! যান, আমি আপনার ফিস্-ফ্রাই খাব না।" মন্দিরা কপট রাগ দেখিয়ে বলল।

"আরে আমি সাধারণ ভাবে বলছিলাম, আপনাকে বলব কেন! আপনি ত জীবনে এই প্রথম মাছ খেলেন।" সন্টু গম্ভীর ভাবে জানাল।

মাছ যেন আপনারা খান না, মেয়েরাই শুধু খায়।"

"ছি ছি, মাছ! কি বলেন! আমরা সব সাত্ত্বিক, দেখলেন না শুধু দুটো রুটি সেঁকে আনতে বললাম।" সন্টু গাম্ভীর্য এখনো ছাড়েনি।

"আচ্ছা, লোক যা হোক!" মন্দিরা হেসে উঠল, "এই বলছিলেন ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। ক্ষিদেটা পেয়েছিল কার বলুন ত? যখনি বেরুবার কথা বলেছিলেন তখনি আপনার মতলব বুঝতে পেরেছিলাম।"

"আমি মোটেই মতলববাজ লোক নই," সন্টু ভাল মানুষের

মত মুখ করে' বলল, "আমি অত্যন্ত নিরিহ লোক।"

মন্দিরা চেঁচিয়ে হেসে উঠল। এতক্ষণে তার মনের অন্ধকার অনেকটা কেটে গেছে।

আহার-পর্ব্ব যখন শেষ হ'ল তখন রাত নটা বাজে!

"সাড়ে নটার শো-এ কোনো সিনেমায় যাবেন? সন্টু জিজ্ঞেস করল।

"না, ছবি দেখতে ভাল লাগছে না।"

সন্টুর গাড়ী বেগ সঞ্চয় করল। তার মুখ উত্তর কলকাতার দিকেই।

"বাড়ী ফিরতেও এখন ইচ্ছে করছে না।"

'তা জানি।" সন্টু বললে। এবং তারপর নিশ্চিন্ত মনে পাইপ টানতে লাগল।

"জানেন তবু বাড়ীর দিকেই যাচ্ছেন যে?"

"বাড়ীর দিকেই যাচ্ছি, কিন্তু বাড়ীতে যাচ্ছি না।" সন্টু বললে।

"এদিকে আর যাবার জায়গা কোথা? এখন কারুর বাড়ী-ও যাব না কিন্তু।"

"যাচ্ছি যশোর রোড।"

"আবার সেই যশোব রোড! এত রাত্রে! ফিরতে রাত হবে যে!" মন্দিরার কণ্ঠস্বরে যেন শঙ্কা।

"আপনার মুখ থেকে ও-কথাটা শুনতে পাব আমি ভাবিনি।"

"আমার মুখ থেকে ও-কথা শুনতে পেতেনও না।" মন্দিরা

চেয়ে দেখল তাদের বাড়ী যাবার গলি দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, "আমার ইচ্ছে করে এইবকম সাবারাত ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বনে জঙ্গলে মাঠের ধার দিয়ে দিয়ে, ঘুমন্ত সহরের রাস্তা দিয়ে দিয়ে।"

"আর বিপদ?" সন্টু পাইপেব ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"হ'লেই বা বিপদ।" মনে হ'ল মন্দিরা যেন কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলল। "বেশীর ভাগ লোকেই ত বিছানায় শুয়ে মরছে, আমি না হয় দুর্ঘটনায় মরব।"

"বলেন কি!" পাইপের পাশ দিয়েই সন্টুর উক্তি বেরুল। গাড়ী তখন বেলগাছিযার হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

"জানেন, অনেক সময এই রকম গাড়ীর সামনের সিটে বসে' যেতে যেতে আমার কি ইচ্ছে করে?"

"না।"

"একটা গাড়ীর সঙ্গে বা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে একটা চমৎকার মজা হয়। হয় না কি? বলুন না?"

"রক্ষে করুন, অমন মজায় কাজ নেই।" সন্টু মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, "দোহাই আপনার, এ-গাড়ীতে বসে' ওসব চিন্তা করবেন না।"

"কেন, আমি যা ভাবব তাই হবে নাকি?" মন্দিরা খিলখিল করে' হেসে উঠল।

"জানেন ত, যার যেরকম চিন্তা সে সেরকম ফল পায়," সন্টু গম্ভীরভাবে বললে, "হেসে উড়িয়ে দেবার যো নেই, ঋষি-বাক্য।"

"ঋষি-বাক্য শুধু আমার বেলাতেই খাটবে না।" মন্দিরা যেন নিশ্বাস ফেলে বলল।

"কেন?"

"আমি যে-রকম জীবন চাই, তা পাই না।"

গাড়ী তখন যশোর রোডের নির্ব্বিঘ্নতায় বেগ নিয়েছে।

"আপনি যতটা বেদের জীবন চালান, ক'টা মেয়ে তা পারে!" সন্টু একটু হেসে বলল, "এই ত কাল সারাদিন হুল্লোড় করে' রাত এগারটায় ফিরেছিলেন, আবার আজ রাত্রেও প্রায় সেই সময়ে ফিরবেন। তার আগে হয়েছিল সেই পিক্‌নিক্।"

"কিন্তু রাত হয়ে গেলে বকুনি খাবার ভয় অন্য মেয়ের মত আমারও আছে।"

"বেশী রাত হলে' আপনার কোনো বিপদ ঘটেছে মনে করে' ওঁদের ভয় হয়, তাই বলেন, আর কিছু নয়। ওঁদের দিকটাও ত আপনার দেখা উচিত। সংসার সমাজের মানে এই।" সন্টু সান্ত্বনার সুরে বলল।

"ওদের ও-কথায় আমি বিশ্বাস করি না।" মন্দিরা অসহিষ্ণু রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বললে, "দিদিরও কি ফিরতে দেরী হয় না, মনে করেন? তখন বাবা ভাবেন না কেন? অথচ দিদির ওপর বাবার টানটা খুব যে বেশী একথা সকলেই জানে। সেজন্যে দুর্ভাবনাও ত বেশী হওয়া উচিত!"

"দুর্ভাবনা যে হয় না, তা কি করে' জানলেন?"

"এবার দিদির যে-দিন ফিরতে রাত হবে, আমি আপনাকে

ডেকে আনব, আপনি নিজেই তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে যাবেন। কালকের ভাবভঙ্গীও ত দেখেছেন।"

সন্টু চুপ করে' রইল। সময়ের ওপর দিয়ে গাড়ীর চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে।

"আমার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে বলে' দিদির রাগ।" মন্দিরা বলতে লাগল, "অথচ দিদি যে কি ধরণের কত লোকের সঙ্গে মেশে তা আমি জানি। রেকর্ড তুলতে যাচ্ছি বলে' কোথায় কোথায় যায় সবই আমি খবর রাখি।"

"আপনি ত সাংঘাতিক লোক!" সন্টু কপট শঙ্কা দেখিয়ে বললে, "আপনার নিজের গুপ্তচর-বিভাগ আছে নাকি?"

"নিশ্চয়। জানেন, দিদির বুদ্ধি নেই মোটে। যে-ছেলে ওকে গ্রাহ্য করে না, শুধু ওকে নাচাতে চায়, ওকে বিয়ে করবার যার ইচ্ছেই নেই, ও তার পিছুপিছু হ্যাংলার মত ঘুরে বেড়ায়। আমি বানিয়ে বলছি না, এখবর পুরন্দরবাবুও জানেন। তাঁকে জিজ্ঞেস্ করবেন। দিদি তাঁর কাছে স্বীকার করেছে।"

"যেখানে স্পষ্ট স্বীকার রয়েছে, সেখানে দোষের কি আছে।"

"কিন্তু বাবাকে জানায়নি কেন?" মন্দিরা জিজ্ঞেস করল, "যে-বাবা তাকে এত ভালবাসেন তাঁকে জানায়নি কেন? তাছাড়া আবার ও মিত্র কোম্পানী ওষুধের দোকানের বিভাস মিত্রকে প্রশ্রয় দেয় কেন? জানেন, তার কাছ থেকেই ও পটাসিয়াম সায়ানাইড এনে রেখেছে।"

"পটাসিয়াম সায়ানাইড! বলেন কি!" সন্টু বিস্ময়ে গাড়ী

থামিয়ে ফেলল, "কেন ?"

"হয়ত আমার জন্যেই।" মন্দিরা হেসে ফেলে বলল, "খবরটা একদিন আমাকে শাসিয়ে ও বলেছিল। আমি ওর অনেক খবর জানি, সেইজন্যেই বোধ হয়।"

সন্টু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চুপচাপ বসে' রইল। মন্দিরা বলল, "ওকি, থামলেন যে, চলুন। এইবার ফিরিয়ে নিন না।"

সন্টু গাড়ীর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার থেমে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। তারপর মন্দিরাকে বললে, "নামুন, একটু ঘুরে বেড়ানো যাক। শীত করছে ?"

"না, শীত কিসের, আজ ত বেশী শীত নেই।" মন্দিরা তৎপরতার সঙ্গে নেমে পড়ল। তারপর বলল, "কি চমৎকার চাঁদের আলো হয়েছে, চলুন মাঠে নামা যাক।"

"যদি আলকেউটে থাকে ?"

"কামড়াবে।" মন্দিরা হাসল, "এখানে কেউটে আর বাড়ীতে বিষ।"

"আচ্ছা সায়ানাইড কোথায় আছে বলতে পারেন ?" সন্টু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"কেন, সরাবেন নাকি ? একেবারে ট্রাঙ্কে চাবী দেওয়া। পারবেন ?"

"নিশ্চয়। একি সোজা ব্যাপার, সায়ানাইড্।" সন্টু বলল, "ওই যে কে-একজন ছোকরার নাম করলেন, সে পাত্তা দিচ্ছেনা ব'লে হয়ত নিজের জন্যেই এনেছেন। শেষকালে একটা কেলেঙ্কারী

কাণ্ড হবে।" সন্টুকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাল।

"কেন, তার সঙ্গে রোজই দেখা হয়।" মন্দিরা বাঁকা হাসল।

"এই যে বল্লেন সে পাত্তা দেয়না?"

"দেয়না ত।" মন্দিরা এখনো হাসছে।

"তবে?"

"তবে কি?"

"আরে, ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না? ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কনকলতা দেবী হয়ত নিজের প্রাণ নষ্ট করবার চেষ্টা করতে পারেন। এরকম ত প্রায়ই হয়!"

মন্দিরা চেঁচিয়ে হেসে উঠল। সে-হাসিতে যেন শ্লেষের রূঢ়তা টের পাওয়া গেল। বলল, "তাই যদি হবে, তাহ'লে ওই মিত্তিরটাকেও দিদি আবার প্রশ্রয় দিত না? দিত কি? আপনি একজন লেখক, বলুন না?"

তারপর একটু মুচ্‌কি হেসে বলল, "সে-ভদ্রলোকের টাকা আছে ব'লেই তাকে বিয়ে করবার ঝোঁক! আর তিনিও তা টের পেয়েছেন। তাই আমোল দেন না।"

সন্টু কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। শীতের রাত্রে পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় এ-ভাবে মাঠে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল। সামনেই একটা রেল-লাইন। খুলনায় গেছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে' পাইপটা ধরাতে ধরাতে সন্টু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, বলুন ত, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পরিচয়টা বন্ধুতায় গড়ালে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিয়ের কথা ওঠে কেন?"

মন্দিরা আবার হাসল। বললে, "তার কারণ, এদেশে বিয়ে না ক'রে যে উপায় নেই।" তাই মেয়েদের বাপেরা আর মেয়েরা নিজেরা সব সময় বিয়ের চেষ্টায় ঘোরে।"

"কিন্তু আজকাল অনেক মেয়েই ত স্বাধীন ভাবে রোজগার করছে।"

"সে-রোজগারের জন্যে তাদের কতটা স্বার্থত্যাগ করতে হয় তা যদি জানতেন! আর তাছাড়া, অনেক দিনের অভ্যেসে মেয়েরা জ্ঞানহওয়া থেকে কিসেব স্বপ্ন দেখে জানেন?"

"কিসের?" প্রশ্নের ধরণে মনে হ'ল সন্টু এর উত্তর জানে।

"নিজের ঘর-সংসার করাব।" মন্দিরার কণ্ঠস্বরে একটি উদাস অনির্ব্বচনীয়তা।"

সন্টু আবার দাঁড়িয়ে পড়ে' মন্দিরার চোখের দিকে চাইল। সে যেন দেখতে চাইল সেখানেও কোনো স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে কিনা। কিন্তু মন্দিরার চোখে এসে পড়ছে শুধু চাঁদের আলো। দূরে একটা পাখী অনবরত চেঁচাচ্ছে—চোখ গেল, চোখ গেল।

মনে হ'ল দূর থেকে একটা ট্রেণ আসছে। মন্দিরা ছোট মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বলে' উঠল, "কি মজা, ট্রেণ আসছে। আমাদের পাশ দিয়েই চ'লে যাবে।"

নির্জ্জন মাঠে লোহার গর্জ্জন। মনে হ'ল পাশ দিয়ে একটা শব্দের ঝড় বয়ে গেল। কামরার জানালাগুলো দিয়ে শুধু আলো বেরুচ্ছে, মনে হ'ল ট্রেণের সকলেই ঘুমুচ্ছে।

মাঠ আবার নিস্তব্ধ হ'লে সন্টু পাইপটা আবার ধরিয়ে নিতে

নিতে বলল, "আপনারও ঐরকম একটা স্বপ্ন আছে নাকি?"

"নিশ্চয়ই।" মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে জবাব এল।

"তাই নাকি?" সন্টু হাসল, "আপনার স্বপ্নটা কি রকম? মস্ত বড় লোকের বউ হবেন, না কোনো বিদ্যাদিগ্‌গজের?"

"বড় লোকের বউ কি করে' হব বলুন! আমরা যে গরীব।" মন্দিরা হাসতে হাসতে জবাব দিল, "আর কোনো বিদ্বান ত আমায় নেবেন না, আমার লেখাপড়া যে শিকেয় তোলা আছে।"

সন্টু চুপ করে' রইল। এখানে কথা কওয়ায় সঙ্কট।

"আপনার টাকা আছে," মন্দিরা বেশ সহজ কণ্ঠস্বরে বলে' যেতে লাগল, "আপনি জানেন না গরীবদের জীবনে কি গভীর হতাশা! তাদের রোজের সংসার চলা দায়, এবং তার জন্যে তাদের অনেক হীনতা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তাদের জীবনে সেইটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। তাদের সব চেয়ে বড় কথা কি জানেন?" মন্দিরার কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

সন্টু জানে! তবু জানতে চায়, "কি?"

"তাদের অবস্থা কখনো ভাল হবার আশা নেই, আর সেকথা তারা জানে। সেই জানাটা তাদের বুকে পাথরের মত চেপে বসে, দম বন্ধ হয়ে আসে। আমার আজকাল প্রায়ই কি ইচ্ছে করে জানেন?"

"বলুন।"

"এখানকার সব ছেড়ে দিয়ে পালাই।"

"পালাবেন !"

"হ্যাঁ, ভাগলপুরে আমার দিদিমার কাছে চলে' যাই।

"ওঃ, তাই বলুন।" সন্টু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

"তিনি আমায় ভারী ভালবাসেন! তিনি যতদিন বেঁচে থাকেন, তাঁর কাছেই থাকব। এখানে এদের কাছে আব থাকতে পারছি না।" অস্থিরভাবে মন্দিরা চলতে সুরু করল।

সন্টু তার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। দুজনেরই লক্ষ্য গাড়ীর দিকে। এইবার ফিরতে হবে। সন্টু বললে, "তবু আপনাকে দেখে অনেক মেয়ের হিংসে হবে।"

"হোক হিংসে। আমিও অনেক মেয়েকে হিংসে করি।" স্পষ্টবাদিতায় মন্দিরার জুড়ি পাওয়া শক্ত।

সুতরাং সন্টুও প্রশ্ন করতে পারে, "আচ্ছা, আপনি কি-রকম ভাবে থাকতে চান, বলুন।"

সে যা উত্তর দিল সন্টু তা আশা করেনি। মন্দিরা বলল, "আমি শান্তির সংসারে বাস করতে চাই। সংসারে অনেক লোক-জন থাকবে, আমি সক্কলের দেখাশোনা করব। আর থাকবে কুকুর, বেড়াল, পাখী। তাদের ভারও আমার ওপব। সারাদিন খেটে, সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ব। কোনো কিছু ভাববার সময় পাব না, ভাবতে চাইবও না। বুঝলেন ?"

সন্টু উত্তর দিল না। গাড়ীর দরজা ধবে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে লাগল। এইমাত্র একটি কুমারী মেয়ে তার মনের

যে গোপন ইচ্ছাটি আকাশে ছড়িয়ে দিল তার ভারে বাতাস যেন মন্থর হয়ে এসেছে। পাখীটা চিৎকার থামিয়েছে। নিস্তব্ধ মাঠে সেই চলমান ট্রেণের চাকার মতই মন্দিরার কথাগুলো যেন গম্‌গম্‌ করতে লাগল।

হঠাৎ কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ পেয়ে সন্‌টু ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল মন্দিবা তার দিকে চেয়ে মিট্‌মিট করে' হাসছে। তাবপরই সে খিল্‌খিল্‌ করে' হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। হাসি থামলে সন্‌টুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভয় পেলেন নাকি ?"

"ভরসাই বা কই !" সন্‌টু গাড়ীব দরজা খুলে দিয়ে বললে, "আপনি যে একজন মেয়ে সেকথা মনে পড়িয়ে দিলেন।"

"মেয়েরা সব সময়েই মেয়ে। তাছাড়া তারা আর কি হবে বলুন ?" মন্দিরা গাড়ীতে উঠে বসে' বলল।

সন্‌টু নিঃশব্দে গাড়ীতে বসে' ষ্টার্ট দিল।

সাধারণত সন্টুর নিজের জীবনে সমস্যা খুব কম। তার দিনগুলি থাকত আকাশে পাখীর খোলা ডানার মত অবারিত এবং রৌদ্রে উদ্ভাসিত। একটি নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় সে প্রায় সকলেরই ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু এই যে তার জীবনে সমস্যা নেই, এটা সন্টুর ভাল লাগত না। অবশ্য, সে ভেবে দেখত, অবশ্য তার জীবনে দুঃখ অনেকবার এসেছে, বিপদের সে অনেকবার সম্মুখীন হয়েছে। যেমন পাখীদের জীবনেও অনেক ঝড় বৃষ্টি আসে। কিন্তু কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রভাবে সূর্য্যালোকের অভাব তার কখনই হয়নি।

অপরের জীবনে যে-সমস্যার স্রোত বয়ে চলত, নিরপেক্ষ দর্শকের মত সে বসে' বসে' তাই দেখত। যেন কোনো সিনেমা দেখছে, অথচ তার জন্য টিকিট কাটতে হচ্ছেনা।

কিন্তু সর্ব্বদা এই সিনেমা দেখা ভাল লাগে না। নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে শুধু জীবনের পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় মাত্র। আসলে আমরা গভীর অনুভূতির মধ্যে দিয়েই বাঁচি, সন্টু তার অধুনাতম উপন্যাসের কোনো এক জায়গায় লিখেছিল, তার ভিতর দিয়েই আমাদের নিদ্রিত শক্তিগুলি জেগে ওঠে, প্রত্যেকটি প্রখর মুহূর্ত্ত সচেতন ভাবে এগিয়ে চলে মহাকালের দিকে, জীবন মুখর হয়ে ওঠে অস্তিত্বের মাদকতায়।

কিন্তু সম্প্রতি মন্দিরা কনকলতা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি যে ঘটছে তাদের কি যে স্থান সন্টুর জীবনে তা বলা শক্ত। সন্টু এখানে নিরপেক্ষ দর্শকও নয়, আবার তার জীবনে তারা খুব বড় একটা

জায়গা জুড়েও বসেনি। সন্টু ট্রেণের কামরায় বসে' বসে' ঠিক করল কলকাতায় ফিরে হয় ওদের সমস্যাকে সমাধান করবার জন্যে সেটিকে নিজের সমস্যা করে' নেবে, নয়ত ওদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখবেনা। এই অকারণ ও নিস্ফল ব্যস্ততার কোনো মানে হয়না।

পশ্চিমের কোনো সহর থেকে সে ফিরছে দশদিন পরে। আশা করেছিল ফিরে এলে দেখবে সহরের আকাশ পরিষ্কার নীল। শীতের মধ্যাহ্নে আকাশ পরিপূর্ণভাবে নীল। মানুষের চলা-ফেরায় জীবনের ছন্দ, সুখের মধ্যে ও দুঃখের মধ্যে দিয়েও। সেই চির-প্রিয় সহরের রাস্তা—যার সঙ্গে তার জীবন বহুদিন ধরে' জড়িয়ে পড়েছে। সেই রাস্তায় বহু-পথিকের পদচিহ্ন, অনেক অকারণ ব্যস্ততার সাক্ষর। তবু সেখানে আছে মানুষ, আর ওই জানলার ওপাশের মাঠে আর জঙ্গলে শুধু প্রকৃতি, যার মধ্যে শুধু নিয়মানুবর্ত্তিতার নিশ্চিন্ততা, চিরাচরিতভাবে জন্ম, বৃদ্ধি, কুসুমিত বা ফলবান হওয়া ও মৃত্যু। মানুষেরই শুধু আছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তা।

সন্টু জান্‌লাটা ভাল করে' খুলে দিল। হু-হু করে' শীতের হাওয়া তার মুখে-চোখে এসে লাগল। সে শালটা ভাল করে' গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আরামের সঙ্গে চুরুট টানতে লাগল। কামরায় ওদিককার সিটে আর একজন মাত্র লোক বসে' আছেন, তাই রক্ষা। খোলসের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে কচ্ছপের মত আত্মরক্ষা করতেই ত সকলে শিখেছে। শীতের হাওয়ায় আপত্তি

হওয়ারই কথা। সন্টুর হাওয়া খাওয়ার অধিকার কোথায়!

"আত্মরক্ষাও হয়না, বাঁচাও হয়না।" সন্টু মৃদু হেসে ভাবল।

কিন্তু বাঁচা হয় অথচ আত্মরক্ষা যদি না হয়? তাহলে লাভ না ক্ষতি? সন্টু ভাবতে লাগল। এই যে মন্দিরা প্রচুরভাবে, পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে চায়, সহরের ধূলিধূসর ধূমকাতর পথে পথে এই যে সে চালাতে চায় তার যৌবনের অভিযান, এতে বিপদ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তবু সে বাঁচছে ত! অবশ্য তার যা স্বপ্ন তার ছায়া মাত্রও সে ধরতে পারেনি। এবং এই নিষ্ফলতাই তাকে উদ্দাম করেছে। তবু এই বিদ্রোহ, এ ত জীবনেরই দান। এর জন্যে যদি বিপদ আসে তাও সইতে হবে বইকি। শুধু প্রয়োজন নিজেকে সস্তা আর সুলভ না করা! ভাগ্যের বিপক্ষে যে দাঁড়াতে চায়, তাকে বড় হ'তে হবে, শক্তিশালী হতে' হবে। নিজের মহত্বে তার বিশ্বাস থাকা চাই।

সন্টু আধুনিকতম ইউরোপের একটা উপন্যাস টেনে নিয়ে বসল। কলকাতা পৌঁছাতে এখনও অনেক দেরী। এবং বই না খুললে চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়!

সকাল হ'তেই বাথরুমে ঢুকে সন্টু প্রাতঃকালীন আত্ম-সৌষ্টবের করনীয় কাজগুলি সেরে নিয়ে পোষাক পরিবর্ত্তন করে' নিল। হাওড়ায় নেমে স্যুটকেস্ ও বিছানা গাড়ীতে তুলে দিয়ে তার গাড়ীর চালককে বলল, "তুমি এগুলো নিয়ে বাড়ী যাও, আমি কেল্‌নারে চা খেয়ে, হুইলারে বই দেখে একটু পরে ফিরছি। কিছু খবর আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নৃপতিবাবুর বড মেয়ে একদিন আর মেজ মেয়ে একদিন আপনার সন্ধান নিতে এসেছিলেন।"

"আচ্ছা, তুমি তাহলে ওদের বাড়ীতে একটু খবর নিয়ে যাও, কোনো বিশেষ দরকার আছে কি না। বলো, আমি পরে দেখা করব।"

"আপনার দেখা না পেয়ে ওঁরা আমায় একবার যেতে বলে' গেছলেন।" সে বলল।

"তারপর? গেছলে নাকি?" সন্টু বুঝল ওদের ঘটনা-বহুল জীবনে আবার কিছু ঘটেছে।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, গেছলাম। দুই বোনে নাকি খুব ঝগড়া হয়েছে আর তাই নিয়ে কর্তা-গিন্নীতেও। ওদের বাড়ীতে আজ চারদিন উনুনে হাঁড়ি চাপেনি।"

"বল কি!" সন্টু উৎকণ্ঠিত হল, "ওরা সব খাচ্ছে কোথায়?"

"গিন্নী আর মেজ মেয়ে খাচ্ছেন গিন্নীর বোনের বাড়ী। বাকী কজনের ভাত হোটেল থেকে আসে।"

"তারপর, আর কিছু খবর আছে?"

"আমায় নৃপতিবাবু ডেকে বললেন, 'উপেন, তোমায় দেখতে পাই তোমার দাদাবাবু খুব বিশ্বাস করেন, তাই তোমায় বলতে বাধা নেই, কি করি বলত? তুমি আমার দুই মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলতে পার? আমার কথা ওরা শুনবে না, যদি সন্টু-বাবুর খাতিরে তোমার কথা শোনে।"

"তুমি কি করলে?" সন্টু কৌতুক অনুভব করছে।

"উনি ও রকম ভাবে বলাতে আমি মন্দিরা দেবীর সঙ্গে দেখা করে' নৃপতিবাবুর নাম করে' অনুরোধ করলাম মিট্‌মাট্‌ করে' নেবার জন্যে। তিনি বললেন যে তিনি আর ওঁদের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে রাজী নন।"

"আর কনকলতা ?"

"তাঁর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন, তিনি আর তাঁর মেজ বোনের মুখ দেখতে চান না।"

"ফ্যাসাদ।" সন্টু বললে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আগে ওঁদের বাড়ীতে থাকত এমন একটি ছেলের সঙ্গে মন্দিরার খুব মাখামাখি করা নাকি কনকলতা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই নিয়েই এত কাণ্ড।" উপেন বলল।

"আচ্ছা, তুমি যাও, এসব বিষয়ে আমি পরে ভেবে দেখব।" সন্টু ষ্টেশনের ভিতরে যাবার জন্যে পা বাড়াল!

"আর একটা দরকারী কথা আছে।" উপেন তাড়াতাড়ি বললে।

"আবার কি ? ওদেরই কথা নাকি ?" সন্টু দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কনকলতা দেবী আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন এক-জনকে দেবার জন্যে। এই গোলমালের সময়ের চিঠি, তাই আপনাকে না জিজ্ঞেস করে' দেওয়া ঠিক মনে করিনি। কি জানি, মাঝখান থেকে আমি না কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ি!"

"আচ্ছা, এখন চিঠিটা আমায় দাও, দিতে হয় পরে দেবার জায়গায় দেবে।" চিঠিটা পকেটে নিয়ে সন্টু কেলনারের চায়ের

আড্ডায় গিয়ে ঢুকল। প্রথমে চায়ের দাবী মেটাতে হবে।

চায়ের কাপে তৃতীয় চুমুক দিয়ে সন্টু পকেট থেকে চিঠিটা বের করল। খামের ওপরে সেই মিত্র কোম্পানীর মিত্র ভদ্র-লোকের নাম লেখা রয়েছে। ওঃ, এই ব্যাপার! সন্টু হাসল। কিন্তু চিঠিটা ঠিক জায়গায় পৌছে দেওয়া ঠিক হবে কিনা কে জানে! উপেন ঠিকই বলেছে, এই গোলমালের সময় কথাটা ভাল করে' ভেবে দেখার দরকার। সে-ভদ্রলোক আবার পটাসিয়াম সায়ানাইড সরবরাহ করেন। চিঠিটা খুলে দেখলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু তার অধিকার কোথায়?

কিন্তু অধিকার কি একেবারে নেই? সন্টু ভাবতে লাগল। নৃপতিবাবু এবং তাঁর মেয়েরা তাদের জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সব কথা যখন খোলাখুলিভাবে তার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তার সাহায্য ও পরামর্শ চান, এমনকি নৃপতিবাবুর অনুপস্থিতিতে মেয়েদের ভার নেবার জন্যেও যখন তিনি তাকে অনুরোধ করেছেন, এবং তার ওপর সেদিন রাত্রে মন্দিরার কাছে কনক-লতা ও এই মিত্র সম্বন্ধে সেই সব কথা শোনার পর ওদের পরিবারের এই উপদ্রবময় পরিস্থিতিতে সন্টুর উচিত চিঠিটা খুলে দেখা।

সন্টু আর দ্বিধা না করে' চিঠিটা খুলে পড়ল। এবং পড়ে' স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কিছুদিন আগে কনকলতা সন্টুকে বলেছিল, "আপনি শান্তি-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে গেছেন?"

সন্টু জানিয়েছিল যে সে যায়নি।

"তাহলে এবার চলুন না, সকলে একসঙ্গে যাই। ভারী ভাল লাগবে। শুনেছি এসময় ওখানে খুব উৎসব হয়।" কনকলতা প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে বলেছিল।

"বেশ ত," সন্টু বলেছিল, "কিন্তু সবাই মানে?"

"এই আপনি, আমি আর দিরা।" তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করেছিল, "বাবা রাজী হবেন, সে-ভার আমার। আব মা'র মত দিরা অনায়াসে করাতে পারবে।"

মত না হয় হ'ল, কিন্তু এ কি উদ্ভট কথা! সন্টু আশ্চর্য হয়ে ভেবেছিল, দুটি বয়স্থা কুমারী মেয়ে নতুন পবিচিত এক যুবকের সঙ্গে বাইরে কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে যাবে, আর বাপ-মা তাতে অনায়াসে মত দিয়ে দেবেন! সন্টুকে না হয় ওরা ভদ্রলোক বলে' বুঝতে পেবেছেন, কিন্তু পাঁচজনেব মুখ চাপা দেবেন কি করে'? না, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয। এ যদি সন্টু না হয়ে আর কেউ হ'ত। সে যে এই বিশ্বাসের দায়িত্ব মেনে চলত তার কি মানে আছে! এতটা প্রশ্রয দেওযা নৃপতিবাবুব ঠিক হচ্ছে না।

তবু সে বলেছিল, "আচ্ছা, সময ত আসুক। যদি আমার দিক থেকে বিশেষ কোনো বাধা না আসে ত যাওযা যাবে।"

আর এই চিঠিতে কনকলতা মিত্রকে একস্থানে জানাচ্ছে, 'বোলপুরে যাওয়া প্রায় ঠিক। তুমিও তৈবী হয়ে নিচ্ছ ত? সেখানে আমাদের মেলামেশার ও কথাবার্তার অনেক সুযোগ

থাকবে। তুমি আমায় বলেছিলে ব'লেই আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি শেষ পর্য্যন্ত পেছিও না যেন।'

সন্টু পেয়ালার বাকী চা-টুকু খেতে ভুলে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে' রইল। তাহ'লে শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগ দেবার মানে এই! সন্টুকে কনকলতা কাজে লাগাচ্ছে! সন্টুর পরপ্রিয়চিকীর্ষাকে।

অবশ্য, সন্টু মানতে রাজী, প্রচলিত বাক্য আছে যে যুদ্ধ এবং প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো কিছুই অন্যায় নয়। এবং একটু লুকোচুরি প্রেমের মধ্যে থাকা চাই-ই। কিন্তু এই একজনকে হাতে রেখে আর একজনকে নিয়ে খেলবার মানে সন্টু বুঝতে পারে না।

যাক, যা খুসী করুক গে। নিজের বিপদের কথা ভাববার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সন্টুর এতে কিছু যায় আসে না। কারণ সন্টু তার লাভার নয়। কিন্তু, পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বের ক'রে সন্টু ভাবল, সন্টুর সহৃদয়তাকে এভাবে কাজে লাগানো ভারী অন্যায়। সন্টু এতে রাজী নয়।

দুপুরে তোফা আরামে একটি লম্বা ঘুম দিয়ে তাজা শরীর এবং ভারী মাথা নিয়ে উঠে সন্টু চায়ের তাড়া দিল। ভাবল অবিলম্বে বেরিয়ে কনকলতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার দরকার। ও যখন বেশ পরিবর্ত্তনে ব্যস্ত তখন পুরন্দর হাজির।

বসবার তর সয় না, বললে, "এ-যুগে ভাই কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।"

এত বড় একটি নির্ভুল সত্য উচ্চারণ করে' সে ঘরময় ঘুরতে লাগল।

"বস, চা আসছে।" সন্টু বললে।

"না ভাই, বসব না, একটু কাজে এদিকে এসেছিলাম, এখনি যেতে হবে।" বলে' চেপে বসল।

"এত বড় একজন কাজের লোক হয়ে তুমি কি এতদিনে এই সত্যটি আবিষ্কার করলে? কিন্তু ব্যাপারটা কি?" সন্টু হাসতে লাগল। বলল, "চা ত খাবে। ওই সময়টির মধ্যে কিছু আলোকপাত কর।"

"মেয়েগুলোকে ভাল ব'লেই জানতাম। এখন আমি শুদ্ধ জড়িয়ে পড়লাম।" পুরন্দরের মুখ দেখে করুণা হয়।

"মেয়ে-ঘটিত ব্যাপারে তুমি যে একদিন জড়িয়ে পড়বে এ তোমার সঙ্গে যাদের আলাপ আছে তারা সকলেই জানত।" সন্টু শালটার যথাযথ বিন্যাস করতে করতে বলল।

"না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়।" পুরন্দর তাড়াতাড়ি বললে, "ব্যাপার কি জান, কনকলতাকে একটি স্কুলে চাকরী

জোগাড় করে' দিয়েছিলাম। ওদের অবস্থা তেমন সুবিধের নয় কিনা।"

"খুব ভাল কাজ করেছিলে, পরোপকারের মত পুণ্য আর নেই, আর এতে তোমার যথেষ্ট খ্যাতি আছে, বিশেষ করে' যদি কোনো মেয়ে… ..," সন্টু চেয়ারে বসল, "কিন্তু তাতে বিপদ কি হল ?"

"শুনেছিলাম কলেজে পড়ছে এবং সে-খবর নিয়ে তবে স্কুলে পড়াবার ব্যবস্থা করেছি।" পুরন্দর বললে, "কিন্তু এখন শুনছি সে নাকি ম্যাট্রিকও পাশ করেনি। এখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ সেকথা জানতে পারলে আমার কি বিপদ বল ত ? এখন করা যায় কি ?"

চাকর চা ও টোস্ট্ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

"নিদারুণ সমস্যা।" সন্টু চায়ে চুমুক দিয়ে বললে।

"যত সব বজ্জাত মেয়ে!" পুরন্দর প্রবলভাবে টোস্ট্ খেতে লাগল।

"একি পুরন্দর!" সন্টু বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "মেয়েদের সম্পর্কে শেষকালে তুমি এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করছ!" মনে হল' পুরন্দরের এই চারিত্রিক পতনে সন্টু রীতিমত ক্ষুন্ন হয়েছে।

"করব না!" পুরন্দরের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, "আমি সরকারী চাকরী করি, এই সব জাল-জোচ্চুরীর মধ্যে আমাকে জড়ানো কেন ? অবস্থা খারাপ দেখে উপকার করতে গিয়ে আমি কি

এমন অন্যায় কাজ করেছি যে সে আমায় এমন বিপদে ফেলবে?"

মনে হল পুরন্দর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে।

"কিন্তু কলেজে ঢুকল কি করে'?" সন্টু জিজ্ঞেস করল, "ম্যাট্রিক পাশ করার সার্টিফিকেট কোথা থেকে পেল?"

"তা কি আমায় বলেছে? খুব সম্ভব ঐ নামে কোনো মেয়ে পাশ করেছিল, গেজেট দেখিয়ে, কোনো লোকের ভিতর দিয়ে ঢুকেছে এবং বলেছে পরে সার্টিফিকেট দেখাবে। সেই ভদ্রলোককেও ডোবাবে। এ-সব মেয়েব পাল্লায় যারা পড়ে······"

"কিন্তু মেয়েরা কি এমন মন্দ হতে পারে?" সন্টু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল।

"একশ বার পারে।" পুরন্দর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল," জান ভাই, মেয়েরা যখন মন্দ হয় তখন তাদের জুড়ি মেলা ভার। এ আমি খুব ভাল ক'রেই জানি।"

"চা খাও, জুড়িয়ে গেল যে।" সন্টু মনে করিয়ে দিল।

"তুমি ত দিব্বি আরামে 'চা খাও' বললে।" পুরন্দর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, "এদিকে আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়বে যে।"

"ও আর কি!" সন্টু তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বললে, "যদি হাঙ্গামা হয়, তোমাদের বড় কর্ত্তাকে বুঝিয়ে দিও যে ওটা ইউরোপীয় মনোবৃত্তি।"

"ওকে ইউরোপীয় মনোবৃত্তি বলে না!"

বলেনা-ই ত।"

"তবে?"

তুমিই ত বলেছিলে মেয়েদের স্বাধীনতা দেখলেই তুমি তাই ভাব। কিন্তু সমস্ত উজ্জ্বল জিনিষই যে সোনা নয় এই সহজ সত্যটি মেযেদের সম্পর্কে তুমি কখন বুঝবে জান?" সন্টু চা শেষ করে' কাপটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"যখন মেয়ে দেখলেই লাফিযে তার সঙ্গে আলাপ করতে আর মিশতে যাবে না।" সন্টু পাইপ ধরাল।

"কিন্তু আপাতত কি করা যায়?" পুরন্দর জিজ্ঞেস করল।

"বেরুনো যাক।" সন্টু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "রাস্তার হাওয়ায় মাথা খুলে যাবে; এবং তারপর এ-প্রশ্নটা নাহয় কনকলতাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাবে। কি বল?"

পুরন্দর উঠল। বললে, "যত সব............!"

"এ-সবের জন্যে দায়ী কে জান?" সন্টু জিজ্ঞেস করল।

"কি-সবের জন্যে?" পুরন্দর অন্যমনস্ক।

"এই যে এ-যুগের ছেলে মেয়েরা সব বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, এর জন্যে।"

"কারা দায়ী আবার? ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই," পুরন্দর প্রায় রুষ্ট কণ্ঠে বললে, "যত সব বজ্জাত..... ..."

"না।" সন্টুর কণ্ঠস্বর দৃঢ়, "দোষ তাদেরও কিছু আছে স্বীকার করি। কার না দোষ থাকে! কিন্তু দায়ী তারা নয়। দায়ী দেশের..........."

"আর্থিক এবং অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা।" পুরন্দর সাজেষ্ট করল।

"আর এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার জন্যে?" সন্টুর কণ্ঠস্বরে শ্লেষ।

"ছেলে মেয়েরা নিজেরাই," পুরন্দর বললে, "যত সব হতভাগা, অলস··········"

"না," সন্টু প্রবল কণ্ঠে বললে, "এ-সবকিছুব জন্যে দায়ী এযুগের বাপেরা।"

"দেখ, সব দোষ বেচারী বাপেদের ওপর চাপিও না, অনেক কষ্টে, অনেক হাঙ্গামা সহ্য করে' তাঁরা ছেলেমেযেদেব মানুষ করেন।"

"এবং," সন্টু পাইপটা পকেট থেকে বের করল, "এবং অনেক কষ্ট ও হাঙ্গামা সহ্য করে' তারা রাশিরাশি ছেলেমেয়ের জন্মদেন। কি বল? ভাল খাওয়া-পড়া দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং ভাল শিক্ষা দিতে পারুন আর নাই পারুন কিছু যায় আসে না, কি বল?"

পুরন্দর কিছুক্ষণ চুপ করে' রইল। গাড়ী ছুটে চলেছে। সকালের বাতাসে একটি সজীব উৎফুল্লতা।

"শিক্ষার কথা বুঝবে বিশ্ববিদ্যালয়।" সে বলল।

"আমি শুধু সে-শিক্ষাব কথা বলছিনা।" সন্টু পাইপে তামাক ভরতে লাগল, "জীবনের সব ক্ষেত্রে রোজ আমরা যে-শিক্ষা পাই তার কথাই বলছি। সে-শিক্ষা দেবার মত শিক্ষা, অবসর বা ইচ্ছে বাপেদের নেই। সে দায়িত্বজ্ঞানও নেই। তা থাকলে প্রত্যেক ছেলে বা মেয়ের জন্ম দেবার আগে তার জন্যে কিছু টাকা

আলাদা করে' রাখত। যেমন ইউরোপীয়ানরা করে' থাকে। আর ছেলেরা কিছু বড় হ'লেই তারা তাদের জীবনযাত্রার সুরুতে পাথেয় পেত, মেয়েদের ভাল বিয়ের জন্যেও ভাবতে-হ'ত না। ছেলেরা কেরানী-গিরির চেষ্টা না করে' ব্যবসার পথে যেতে পারত, এম-এ আর বি-এল-এ দেশ ছেয়ে যেত না। শুধু ত তাই নয়। সুশিক্ষা ত নেই, কুশিক্ষা আছে। মানুষের গর্ভে দলে দলে জন্তু-জানোয়ার জন্ম নিচ্ছে, আর মানুষ জন্মেও জন্তু হয়ে যাচ্ছে।"

একটু ভেবে পুরন্দর বললে, "ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু উপায় কি?"

"উপায় কিচ্ছু নেই।" সন্টু পকেটে পাউচ রেখে দেশলাই বের করল, "একটি মেয়ের যদি বছর বছর ছেলে-মেয়ে হয় তাহ'লে সে তাদের গড়ে' তোলবার সময় আর ক্ষমতা পায় কোথা থেকে! দেশে আইন হওয়া দরকার এইসব জানোয়ার বাপদের সায়েস্তা করবার জন্যে।" এইবার সন্টু পাইপ ধরাল। "প্রত্যেক ছেলে বা মেয়ের মধ্যে যদি তিন বছরের ব্যবধান না থাকে, তাহ'লে তিন বছর জেল।"

দুজনেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

"পুরন্-দা, শুনছেন, পুরন্-দা।" কোথা থেকে কে যেন চিৎকার করছে। সন্টু গাড়ী থামাতে বলল। ভদ্রলোক কাছে এলে দেখা গেল থানার দ্বিতীয় অফিসার চক্রবর্ত্তী।

"কি খবর ভাই? চেঁচাচ্ছিলে কেন?" পুরন্দর জিজ্ঞেস করল।

"খবর আছে।" সে বলল।

"তাহলে গাড়ীতে উঠে আসুন।" সন্টু বললে।

"কাল রাত বারোটার সময় কনকলতা বলে' একটি মেয়েকে থানায় ধরে' আনা হয়েছিল। চক্রবর্ত্তী সামনের সিটে বসে' বললে।

"বল কি!" পুরন্দর স্তম্ভিত হ'ল, "কি করেছে?"

"চুরি।"

"চুরি! কি চুরি?" সন্টু পাইপ টানতে ভুলে গেল।

"এক ভদ্রলোক এসে নালিশ করলেন যে তাঁর স্ত্রীর নেকলেশ চুরি করেছে। মেয়েটি নাকি তাঁর স্ত্রীব বন্ধু। ঘরে কনকলতাকে বসিয়ে রেখে তাঁর স্ত্রী কাপড় কাচতে গেছলেন। ফিরে এসে দেখেন মেয়েটিও নেই, টেব্‌লের ওপর খুলে-রাখা নেকলেশটিও নেই।"

"কনকলতা কি বললে? জামিন হয়েছে?" পুবন্দর রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করল।

"কনকলতা বললে তার বন্ধু ওটা নাকি তাকে উপহার দিয়েছিল। রাত একটায় জামিনে ছাড়া পেয়েছে।" চক্রবর্ত্তী জানাল।

"সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী কি বলেন?" পুবন্দবের ঔৎসুক্য দেখে সন্টু হাসল।

"তার কথা এখনো শোনা হয়নি।"

"তাহ'লে হয়ত কনকলতার কথা সত্যিও হতে পারে।"

পুরন্দর যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল।

"তাহলে আমিও খুসী হই।" চক্রবর্ত্তী বলল, "কারণ শুনলাম মেয়েটি আপনার পরিচিত।"

"কি করে' শুনলে, কার কাছে শুনলে?" পুরন্দর ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"মেয়েটি কাল রাত্রে বলেছিল। সে নাকি বেথুনের ছাত্রী, আপনিই নাকি তাকে কোন মেয়ে-স্কুলে চাকরী করে' দিয়েছেন।" চক্রবর্ত্তী হাসি সামলাল।

"দেখেছ, দেখেছ," পুরন্দর শুষ্ক মুখে বললে, "আমাকে ডোবাবে দেখছি, যত সব বজ্জাত মেয়ে! বুঝেছ সন্টু, আমার অবস্থা কতদূর সঙ্গীন।"

"বীরপুরুষ হয়ে মেয়েজাতিকে বেপরোয়া সাহায্য করতে যাবার আগে এইসব হাঙ্গামার কথা ভাবা উচিত ছিল।" সন্টু পাইপে আগুন দিল।

"কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন, সার," চক্রবর্ত্তী হাসতে হাসতে বললে, "প্রতি পাড়ায় কতকগুলি করে' বোন, বৌদি, ভাইঝি, আর মাসিমা থাকলে চাকরীতে বেশী মাইনে না পেলেও চলে, দুবেলা নিমন্ত্রণের ঘটা সামলান দায়।"

"ও-সব নিমন্ত্রণ আবার সব সময় হজম করা শক্ত," সন্টু পাইপে টান দিল, "এই পুরন্দরকেই দেখুন না।"

"আমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দাও ভাই, একটু পরেই স্নানাহার সেরে বেরুতে হবে।" পুরন্দর বিরস কণ্ঠে বললে।

থানার কাছেই পুরন্দরের বাসা। ওদের দুজনকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে সন্টু চৌরিঙ্গীর পথ ধরল। মনটা মুষড়ে পড়েছে, একটু চাঙ্গা করে' নিতে হবে। এবং সন্টুর মতে বই-এর দোকানের চেয়ে মনকে চাঙ্গা করবার শ্রেষ্ঠতর উপায় আর নেই। নৃপতিবাবুদের বাড়ী যেতে রুচি হ'ল না।

দুপুরটা বিস্বাদ, বিরস। সদ্য-কিনে-আনা ঝকৃঝকে বই-এর ঝক্‌মকে ভাব-ভঙ্গীতেও মন বসল না। বিকেলটা কাটল একটা নৈর্ব্যক্তিক অস্বস্তিতে। মনের দিগন্ত গ্লানিতে মলিন হয়ে রইল।

কনকলতাকে অতটা হীন সে কখনো কল্পনা করেনি। তার কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে রুচির একটা সুসঙ্গতি সে লক্ষ্য করেছিল। তাই সেরাত্রে মন্দিরার কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু মন্দিরাও কনকলতাব এতটা চাবিত্রিক অধঃপতনের কথা বলেনি। একাধিক বিবাহযোগ্য ছেলের মাঝখানে ঘড়ির দোলক-যন্ত্রের মত দোলা যে-কোনো মেয়ের পক্ষে সম্ভব, এটা সন্টু বুঝতে পারে। সন্টু হাসল। এ-দুর্ব্বলতা প্রায় সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু চুরি, জুয়াচুরি ও ধাপ্পাবাজি হীন ও বিকৃত চরিত্রেরই পরিচয় দেয়। এই মেয়েটির সঙ্গেই যে সে মিশেছে, কথা কয়েছে এবং এই কিছুদিন আগেই নিজের বাড়ীতে অভ্যর্থনা করে' বসিয়ে কফি খাইয়েছে, মোটরে নিয়ে পিক্‌নিক্ করতে গেছে একথা ভাবতেই তার শরীর শিব্‌শিব্

করে' উঠল। সন্টুর মনে হ'ল যেন এখনো সে একটা কদর্য্য বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে। তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

বৃথাই মন্দিরাকে দোষ দেওয়া। সন্টু ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। এ-ধরণের মেয়ের পক্ষে বোনের নামে বদনাম দিয়ে বাপকে বোনের বিপক্ষে দাঁড় করানো এমন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। এই বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় পড়ে' মন্দিরার মত একটি মেয়ের যে অশেষ দুর্গতি হচ্ছে, তার মধ্যে যে-কতকগুলি চমৎকার বৃত্তি আছে তারা যে স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে না, একথা ভাবতে সন্টুর কষ্ট হ'তে লাগল। অনুকূল অবস্থায় পড়লে মন্দিরার মত একটি মেয়ে দুর্লভ চরিত্র-সম্পদের অধিকারিণী হয়ে ওঠে।

কিন্তু কোথায় সেই অনুকূল অবস্থা! সন্টু নিবে-যাওয়া পাইপটা আবার ধরাল। দারিদ্র্যের অসহায়তা নৃপতিবাবুকে মেরুদণ্ডহীন করে' তুলেছে, মন্দিরার জীবনকে ব্যর্থ করে' দিচ্ছে। শীতসন্ধ্যার শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁয়ার মতই এই দরিদ্রতা। এই অনতিক্রম্য অভাব মনুষ্যত্বের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দেয়।

নৃপতিবাবু ওদের খেতে দিতে পারেন না। একটা ভাল শাড়ী কিনে দেবার সামর্থ্য তাঁর নেই। বড় মেয়ে রোজগার করে' আনছে, সংসার চলে' যাচ্ছে। কেমন করে' রোজগার করে' আনছে তা দেখতে যাওয়ায় বিপদ আছে। উপবাস করে' থাকার কল্পনাও ভয়ঙ্কর। আর সেইজন্যে বড় মেয়ের কথামতও অনেক সময় চলতে হয়। ডুবে ডুবে জল খাবার কেরামতি কনকলতাকে

অনেক চেষ্টা করেই হয়ত আয়ত্ব করতে হয়েছে। অথচ, সন্টু আরাম চেয়ারটায় গা ঢেলে দিয়ে ভাবল, অথচ ইচ্ছে থাকলে ভাল ভাবেও কনকলতা অর্থ উপার্জ্জন করতে পারত। কারণ, সন্টু গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছে কনকলতা সব সময়েই সোয়েটার বুনছে। সেগুলি খুব সম্ভব সেই সব তথাকথিত বন্ধু বান্ধবদের জন্যেই। তাদের হাতে রাখবার ঘুষ। অথচ নিয়মিত সোয়েটার তৈরী করে' বড দোকানে বিক্রী করলে তার পরিবর্ত্তে টাকা পাওয়া যায়। এ-উপার্জ্জন কতটা মযাদাব! সন্টু নিঃশ্বাস ছেড়ে' ভাবল। তা ছাড়া স্কুলে পড়ান ত ছিলই।

তবু কেন এই হীনতা! এই লুকোচুরির জীবনে কি সুখ! প্রতিদানে কি এমন সে পায়। তবু যদি প্রচুর অর্থ আনতে পারত তাহলে কথা ছিল। অন্যায়ের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, অত্যন্ত সহজগম্য। এই দৃষ্টান্ত সামনে থাকলে মন্দিবার মনও যে ক্রমে বিকৃত হয়ে যাবে এ আব বিচিত্র কি! সন্টু বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ভাবল।

রাত্রির অন্ধকাব নেমে এসেছে। সেই চিরন্তন অন্ধকার যা অনেক সময় আবেগে স্পন্দিত হয়ে ওঠে এবং অনেক সময় নৈরাশ্যে অতলস্পর্শী! যার প্রতিটি রন্ধ্রে অজস্র স্বপ্ন, আবার হয়ত মৃত্যুর বিভীষিকা। সন্টু কেঁপে উঠল। মানুষের সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত চেষ্টা গিয়ে মৃত্যুতে ঠেকে যায়। তারপর এই অন্ধকার। এই নরম কালো অন্ধকার। সন্টু অসীম ক্লান্তিতে চোখ বুজল। অথচ কনকলতার মত কয়েকজন শুধু বেঁচে

থাকবার জন্যে জীবনেও এই অন্ধকারকে ডেকে আনছে !

নিচে থেকে প্রবল উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অর্থাৎ পুরন্দর এসেছে। আবার পুরন্দর এসেছে ! তার মানেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নইলে একদিনেই এত ঘনঘন আসা পুরন্দরের মত আড্ডাবাজ লোকের কাছ থেকে কি করে' আশা করা যেতে পারে ! সন্টু উটে আলো জ্বালল এবং চাকরকে ডেকে পুরন্দরকে উপরে আনতে বলল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকেই বলল, "তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দাও, এখনি বেরুতে হবে।"

"চল যাচ্ছি, বেশত একটু ঘুরে আসা যাক।" সন্টু হাই তুলে বলল, "এসেছ, ভালই হয়েছে। ভারী বিশ্রী লাগছিল। কিন্তু এত তাড়া কিসের ! বস, আগে চা খাওয়া যাক। শরীর আর মন ম্যাজ্ম্যাজ্ করছে।"

"চা পরে খেও।" পুরন্দর একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' বলল, "ঘুরে আসার কথা কি বলছ ? এখন কনকলতাদের বাড়ী যেতে হবে।"

"এত রাত্রে !" সন্টু আবার হাই তুলল, "কাল সকালে যাওয়া যাবে। আর কি বা হবে গিয়ে !"

"না, না ভাই, চল যাওয়া যাক।" পুরন্দর দাঁড়িয়ে উঠল, "এখনি যেতে হবে। বিশেষ দরকার। আমার এক বন্ধুকে কনকলতা ডেকে পাঠিয়েছিল ঐ ছুরির বিষয় পরামর্শ করবার জন্যে। সে এখনো ফেরেনি। আমার একটা দায়িত্ব আছে ত।

আমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। আর সে একজন গভর্ণ-মেণ্টের বড় কর্ম্মচারী। কেলেঙ্কারী হ'লে আমার চাকরী যেতে পারে।"

সন্টু হাসল। বললে, "একটু বস, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।" এবং তারপর পাশের ঘরে চলে' গেল!

তারা যখন রাস্তায় বেরুল তখন রাত সাড়ে দশটা।

রাস্তায় দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। শীতের কনকনে হাওয়া। সন্টু ভাল করে' গলায় র‍্যাপারটা জড়িয়ে নিল। পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "একটু অপেক্ষা করলে ভাল করতে, উপেন কাজ সেরে গাড়ী নিয়ে এখনি এসে পড়ত।"

"ঈশ্বরের দেওয়া পাদুটো একটু ব্যবহার কর না ভাই।" পুরন্দর গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ও-বিষয় এখনি খোঁজ নেওয়া দরকার। নৃপতিবাবুর সঙ্গেও আমার ওদের বিষয় কিছু আলোচনা করবার আছে।"

"কিন্তু নৃপতিবাবু ত নেই।" সন্টু জানাল।

"নেই? কোথায় গেছেন?" পুরন্দর দাঁড়িয়ে পড়ে' জিজ্ঞেস করল।

"ধুবরি।" সন্টু বললে, "যাবার আগে আমার আর তোমার ওপর ছেলে-মেয়েদের ভার দিয়ে গেছেন। কিন্তু দাঁড়ালে কেন, চল। সেই-জন্যেই ত আরো এখনি যাওয়া দরকার। দায়িত্ব এখন বেড়েছে।"

"বিপদ বেড়েছে বল।" পুরন্দর চলতে সুরু করল।

দূর থেকে ওরা লক্ষ্য করল নৃপতিবাবুর বাড়ীর দরজা বন্ধ এবং সমস্ত জানলা অন্ধকার।

"সবাই ঘুমুচ্ছে," সন্টু বলল, "চল ফিরে যাই।"

"না, যখন এসেছি তখন মেয়েদের সঙ্গেও কথা বলে' যাব। বিশেষ করে' কনকলতার কাছ থেকে জানতে চাই……"

"এত রাত্রে আব কেলেঙ্কারী করো না," সন্টু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "চেঁচামেচি কর ত তুমি একা যাও, আমি ফিরছি।"

"কোনো গোলমাল করব না, তুমি চল, আমি কথা দিচ্ছি।" পুরন্দর বলল।

ততক্ষণে তাবা বাড়ীব দবজায় প্রায় এসে পড়েছে। পুরন্দর এগিয়ে কড়া নাড়তে গেল। সন্টু তাকে বারণ করে' ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে' থাকতে বলল। পুরন্দর মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

ফিস্‌ফিস্ করে' সন্টু বলল, "ঘবের ভিতব কথাবার্ত্তা চলছে। কছে এসে কান পেতে শোন।"

কিছুক্ষণ চুপ কবে শুনে পুবন্দব ফিসফিস করে' বলল, "একটি ত কনকলতার গলা বলে' মনে হচ্ছে, আর একটি কার?"

"তোমার সেই ভদ্রলোকেব নয় ত?" সন্টু জিজ্ঞেস করল।

"না, কিন্তু ঘরটা ত সেই সঞ্জয়বাবুব দেখতে পাচ্ছি।" পুবন্দরের কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য আসছে।

"হ্যাঁ, তারই।" সন্টু জানাল।

"তাঁর ঘরে এত রাত্রে কনকলতা কি আলোচনা করছে?" পুরন্দর জানতে চায়।

সনৎ হেসে পাইপ ধরাল। বললে, "সে কথা আমি কি করে' জানব?"

পুরন্দর প্রবল ভাবে কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর কথাবার্ত্তা থেমে গেল। দুজনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। পাড়া নিস্তব্ধ, দরজা খোলবার কোনো লক্ষণ নেই।

পুরন্দর আবার সজোরে কড়াটা নেড়ে দিল। এবার দরজা খুলে গেল। ভিতরে কনকলতা দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিদ্রাবিজড়িত কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করে' বলল, "আপনারা! এত রাত্রে! আসুন, ভেতরে এসে বসুন।" বলে' ওদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দিল।

আলোয় সনৎ কনকলতার দিকে চেয়ে দেখল তার সর্ব্বাবয়বে সদ্য নিদ্রাভঙ্গের একটি অলস ক্লান্তি। সে রীতিমত ভড়কে গেল। এতক্ষণ কি তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিল? না, কনকলতার অনন্যসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য আছে?

"ঘুমুচ্ছিলে?" পুরন্দর জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটা সাধারণ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু পুরন্দরের কণ্ঠস্বরটা হয়ত খুব সহজ ছিল না। তাই কনকলতা প্রায় চমকে উঠে তার দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁটে হাসি টেনে এনে বলল, "খুব ঘুমুচ্ছিলাম। উঠতে একটু দেরী হয়েছে, নয়? সেই চুরি

নিয়ে সারাদিন এমনি হাঙ্গামা গেছে। ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বসুন! আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

বসবার সেই একটি চেয়ার। টুলটাও অবশ্য রয়েছে। সন্টু চেয়ে দেখল কোনের বিছানায় রাণু ও খোকা ঘুমুচ্ছে এবং তার পাশেই কনকলতার বিছানা খালি রয়েছে। দেখে মনে হয়না সে-বিছানায় কেউ শুয়েছিল। অত্যন্ত চতুর ও সাবধানী লোকেরও মাঝে মাঝে মারাত্মক রকমের ভুল হয়ে যায়।

কনকলতা টুল আর চেয়ারটা এগিয়ে দিল। তারপর পুরন্দরের দিকে চেয়ে বলল, "বসুন, বসুন, এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে। আপনার কাছে যাব ভেবেছিলাম, গিয়ে উঠতে পারিনি। মিছি-মিছি একটা চুরির অপবাদে জড়িয়ে পড়েছি কাকাবাবু।"

খেলো হাল্কামী সন্টু সহ্য করতে পারে না। এই নিজেকে সস্তা করে' দেওয়া—এতে কি লাভ। অপরের কাছে দাম না থাকলে, শেষ পর্য্যন্ত নিজের কাছেও তা থাকে না। আর নিজে নিজেকে সম্মান করতে না পারার মত বিড়ম্বনা আর নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সন্টু এপর্য্যন্ত আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পেরেছে।

কিন্তু এই সব মেয়েরা, সন্টু সকালের বিস্বাদ চায়ের কাপটি সরিয়ে রেখে ভাবল, এই সব মেয়েরা যে পাঁচজনের কাছে নিজেদের সুলভ করে' তোলে এরা কি পায়! পুরুষরা যদি জানে যে কোনো একটি মেয়ে যে-কোনো লোকের পক্ষে সহজ নাগালের মধ্যে আছে তাহলে তার সান্নিধ্যের জন্যে তাদের গভীর আকাঙ্খা কি উদ্দীপ্ত হয়! তারা জানে, যে আজ রামকে সহজ প্রশ্রয় দিচ্ছে, কাল শ্যামকেও সে তাই দেবে। জীবনে নিষ্ঠাই যদি না রইল তাহলে কি রইল!

সন্টু প্রাচীনপন্থী নয়। কিন্তু আধুনিকতা বলতে এই যে বিশ্বাসহীন, নিষ্ঠাহীন, গভীরতাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন একটা অস্থির মনোবৃত্তি দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে সন্টুর পরিচয় নেই। নিজেকে এই দলভুক্ত করতে সে লজ্জা পায়। সন্টুর কাছে আধুনিকতা মানে কুসংস্কার থেকে মুক্তি, জীবনের সমস্ত দিক সম্বন্ধে প্রখর ভাবে সচেতন হয়ে ওঠা, উলঙ্গ সত্যের চোখে চোখ রাখতে কুণ্ঠিত না হওয়া। কিন্তু তাই বলে' ভদ্রতা থাকবে না, জীবনে সৌষ্ঠব থাকবে না, রসায়িত কল্পনা আদর্শকে

আশ্রয় করবে না, এর কি মানে আছে ! মহত্তর জীবনের স্বপ্নই মানুষকে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ-যুগের কোনো স্বপ্ন নেই, এ-যুগের কোনো আশা নেই। সেই জন্যেই হয়ত এ-যুগের ছেলে মেয়েরা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সন্টু অবসন্নভাবে পাইপে টান দিল। আর এর জন্যে দায়ী এই সহর। খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় আর প্রতিটি বাড়ীর ইঁট, সুরকি আর চুনে মানুষের প্রতি একটুও মমতা নেই। এখানে মানুষের কোনো দাম নেই। এখানে প্রত্যেকে ভীড়ের একজন। এখানে সব জিনিষই দুর্মূল্য, শুধু ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সস্তা !

সন্টু অস্থির হয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। এইবার দিনকতক বাইরে সে কোথাও বেড়িয়ে আসবে। বেড়িয়ে আসবে কোনো প্রকৃতির রাজত্বে, যেখানে জীবন স্বাভাবিক নিয়মে উচ্ছ্বসিত। যেখানে সূর্য্যালোক ফুলকে পুড়িয়ে দেয়না, রঙ দেয়। যেখানে প্রজাপতি ফুল থেকে ফুলে মধু সংগ্রহ করে' বেড়ায়, কিন্তু ফুলকে নষ্ট করে না।

হ্যাঁ, সে চলে যাবে, সন্টু ঠিক করল, অন্তত মাসখানেকের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসবে। আর যাবার আগে মন্দিরাকে অনুরোধ করবে ভাগলপুরে চলে' যেতে। এই বিরাট সহরের নাগালের বাইরে গেলে সে এখনও হয়ত বাঁচতে পারে। তার মধ্যে যে-সুকুমার বৃত্তিগুলি এখনও পরিপূর্ণতার স্বপ্ন দেখছে তা হয়ত শুকিয়ে যেতে পাবে না। তার এই

দিদির সঙ্গে একত্র বাসের আবহাওয়া তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। এখনও সে হয়ত বেঁচে আছে। এখনও সে হয়ত জীবনের শ্রাদ্ধ-সমারোহের উচ্ছিষ্ট হয়ে ওঠেনি।

এই শেষের দিকের চিন্তায় সন্টু অনেকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার মানসিক ভারকেন্দ্রের অনেকটা স্থিতিস্থাপকতা ফিরে পেল। ঠিক করল সন্ধ্যের দিকে নৃপতিবাবুর বাড়ীতে যাবে। ঐ সময় কনকলতা প্রায়ই থাকে না, গ্রামোফোন কোম্পানীতে বা রেডিও ষ্টেশনে যায়। ঐ সময় গেলে তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা থাকবে না, তার সঙ্গে কথা বলে' আত্মাকে ক্লিষ্ট করে' তুলতে হবে না। দরকার মনে হ'লে মন্দিরাকে নিয়ে কোনো রেস্তরাঁয় যেতে পারে এবং সেখানে চায়ের সুখ-তপ্ত আবহাওয়ায় তাকে তার অনুরোধ জানাতে পারে।

একটি বই নিয়ে সে জাঁকিয়ে বসে' তাতে মন দিতে যাচ্ছে, এমন সময় চাকর একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে মন্দিরা সন্টুকে বিশেষ করে' অনুরোধ করেছে দুপুরে তাদের বাড়ী যেতে।

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। সন্টু হাসল। প্রসন্ন ভাগ্য এমনি ক'রেই মানুষের চেষ্টাকে সহজ করে' দেয়। কর্ত্তাহীন গৃহে নিশ্চয়ই কনকলতার কীর্ত্তিকলাপ নিয়ে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের নবসূচনা হয়েছে। মন্দিরার সহ্যগুণ হয়ত সীমান্তের সমীপবর্ত্তী। তার ক্লিষ্ট মন হয়ত সান্ত্বনার আশ্রয় চাইছে। সন্টু হাসল। দুটো আঙুল দিয়ে বই-এ টোকা দিতে দিতে হাসল এবং ভাবল

এই আশ্রয় সে মন্দিরাকে দেবে। সে মন্দিরার কানে ঢুকিয়ে দেবে দুর্জ্জয় সাহসের বীজমন্ত্র যার প্রসাদে, এইবার সন্টু উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল, যার প্রসাদে পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতার ওপরে ওঠা যায়। অনুকূল আবহাওয়া তৈরী হয়েছে, এইবার একটি মেয়েকেও অন্তত সন্টু দুর্লভ চরিত্রের অধিকারিণী করে' তুলতে পারবে। মন্দিরার মনোবৃত্তিদের মধ্যে এমন কতকগুলি অঙ্কুর সে লক্ষ্য করেছে যারা সূর্য্যের দিকে মাথা তুলতে চায়। লতা-গুল্মে কি তারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে!

"যৌবন রে, তুই কি কাঙাল আয়ুর ভিখারী!" চরণটি আবৃত্তি করে' সন্টু রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করল। এবং, তারপর চেয়ারে বসে' জানলার বাইরে রৌদ্র-ঝলসিত আকাশের দিকে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইল। যৌবন জীবনের স্বর্ণযুগ, সে ভাবল, যখন মানুষ ঈশ্বরের সমকক্ষ হয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা রাখে। যখন সে পৃথিবীর সব কিছুকে ভেঙে নতুন করে', নিজের মনের মত করে' গড়ে' তোলবার স্বপ্ন দেখে। সন্টুর মনে হতে' লাগল বাইরের সমস্ত সূর্য্যালোক তরল হয়ে তার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে।

এই যৌবনকে যারা খেলো, নির্জ্জীব, স্বপ্নরিক্ত আর আয়েসী করে' তোলে তারা কতদূর অপরাধী, সভ্যতার তারা কতবড় শত্রু! সন্টু নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবল। জানি, জানি, সন্টু উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল, তারা অনেকেই খেতে পায়না। কিন্তু খাদ্য উপার্জ্জনের সেই দুর্দ্দম চেষ্টা কোথায়! পরের দরজায়

ধন্না দিতেই তারা শুধু শিখেছে। সহজে যা পাওয়া যায়। শুধু ভিক্ষা! শুধু কাঙালপনা! আর খেতেই যদি না পায় ত আধডজন আদ্দির পাঞ্জাবী চাই কেন, একডজন রঙচঙে শাড়ী চাই কেন? ফুঃ, চেয়ারে বসে' ছাদের দিকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে সন্টু ভাবল, এদের যদি প্রচুর সাহায্য দিয়ে এদের অভাব ঘুচিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এরা বেঁচে থাকবার কি চরম নিদর্শন দেখাবে তা সন্টু জানে। সে পরীক্ষা করে' দেখেছে। বাঁচার জন্যে যে খাওয়ার দরকার এটা সন্টু মানে, কিন্তু বাঁচাটা যে কিসের জন্যে সেই কথাটাই এদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সন্টুর ইচ্ছে হয়।

এরা সব চোর, সন্টু পাইপটা রেখে দিয়ে বিবস মনে ভাবল, যারা প্রতিদানে কিছু না দিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে প্রয়োজনের সবকিছু নিতে চায় এবং নির্লজ্জভাবে নেয়, তারা সব চোর। এবিষয়ে সে আর্নল্ড বেনেটের সঙ্গে একমত। মন্দিরা মেয়েটিকে দেখে মনে হয় তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে, তাকে সন্টু চোর হ'তে দেবে না, তাকে অন্তত রক্ষা কববার যথাসাধ্য চেষ্টা সে করবে।

স্নানাহার সেরে' নেবার জন্যে সন্টু উঠে পড়ল। দুপুরে মন্দিরাদের বাড়ী যেতে হবে।

"কেমন আছেন?" মন্দিরার সচ্ছন্দ কথা বলাটি নিপুন যত্নের সঙ্গে তৈরী করা, "আর আমাদের বাড়ী যান না কেন?"

সন্টু ভাবছিল যে নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা যখন নিজের সীমা ভুলে যায়, তখন তার প্রতিবোধ কি? তবু সে নিজে ভদ্রলোক থাকবেই। মুখে একটি নির্লিপ্ত হাসি টেনে এনে বলল, "ব্যস্ত থাকি, যেতে পারি না। নৃপতিবাবু কোথায়?"

"বাবা খুব বাঁতে।" খোকা উত্তর দিল, "জানেন, কাকাবাবু, বড়দির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?" সন্টু কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্য আনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় যে বিয়ে ঠিক হযেছে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল।

সম্মুখবর্ত্তিনী কবিতার দিকে ইঙ্গিত করে' মন্দিরা বলল, "আলাপ করে' দেবেন না?"

সন্টুর ভদ্রতাজ্ঞান এইবার বুঝি লোপ পাবে, আর বুঝি সে নিজেকে নিজের বশে রাখতে পারবে না।

খোকা আব্দার ধরল, "হ্যা, কাকাবাবু। কাকিমার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিন।" কবিতা যে কে তা বুঝতে খোকার যেন আর বাকী নেই।

সন্টু খোকার কথার উত্তর দিল, "হবে, হবে।"

"কই আপনি ত আমায় সাইকেল কিনে দিলেন না?" বহুদিন পরে সন্টু-কাকা-কে খোকা যখন একবার পেয়েছে তখন তাঁকে সে আর সহজে ছাড়বে না।

সন্টু আর একবার প্রতিশ্রুতি দিল। অদূরে প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া উস্‌খুস্‌ করছেন। সন্টু পরিত্রাণ পেলে বাঁচে। সন্ধ্যেটির হত্যাসাধন ত পুরো মাত্রায় হয়ে গেছেই, এখন কবিতার মধুর সাহচর্য্যে মুডকে ফিরে পাবার তপস্যা করতে হবে। সে বললে, "আচ্ছা এখন আসি, একদিন যাবো'খন।" কণ্ঠস্বরে সত্যবাদিতার ধ্বনি আনবার সে যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

"যাওয়া চাই কিন্তু," মন্দিরা বলল, "আমরা আর সে বাড়ীতে নেই।"

তারপরে সে তাদের নতুন ঠিকানা বলল। এবং এই অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় খবরটি সন্টুকে শুনতে হ'ল।

মার্কেটকে পিছনে রেখে ওদের গাড়ী চৌরিঙ্গীতে গিয়ে বেঙ্গল রেস্তরাঁর সামনে দাঁড়াল। দুজনে একটি ছোট কামরা অধিকার করে' ওয়েটারকে নির্দ্দেশ দিল। তারপর সন্টু বলল, "ওরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল যে।"

"আমার সঙ্গে!" কবিতা আশ্চর্য্য হ'ল, "কে ওরা?"

"মন্দিরা, রাণু আর খোকা।" সন্টু চুরুটে একটা লম্বা টান দিল।

কবিতা শরীরে একটি লীলায়িত ভঙ্গীর তরঙ্গ তুলল। ওটা রাগ নয়, রাগ দেখানো মাত্র। বললে, "আর জিজ্ঞেস করব না। এই কি পরিচয় দেওয়া হ'ল!"

"আহা নাম দিয়েই ত পরিচয় সুরু করতে হয়," সন্টু বলতে লাগল, "ওর মধ্যে যে বড মেয়েটিকে দেখলে, ওটি একটি চিজ, ডুবে জল খাবার কৃতিত্ব ওর অসাধারণ। ওই মেয়েটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মনে করে' অন্ধকারের হাত থেকে ওকে বাঁচাবার জন্যে কোনো একটি দুপুরে আমি ওদের বাড়ীতে গেছলাম। কিন্তু অভিনয়ে ও যে ওর দিদিকেও হার মানাতে পারে সে-খবর ত তখন জানতাম না।"

কবিতার মনে ঔৎসুক্যের বান ডাকল। ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক ব'লেই মনে হচ্ছে। একবার চকিতে সন্টুর চোখের দিকে চেয়ে দেখল। হয়ত বুঝতে চাইল তার মনে হতাশার রূপটি ঠিক কি।

"প্রকাণ্ড গল্প, এখন বলবার সময় নেই, আর একদিন হবে।" সন্টু বললে, "আপাতত চা খেয়ে মনের পিঠ চাপড়ে নেওয়া যাক।"

বেশ, কবিতা রাজী। কিন্তু সেদিন দুপুরে কি হয়েছিল সেটা এখনই শোনা দরকার। নইলে রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হতে' পারে। কি এমন ঘটেছিল যাতে সন্টুর মনের এতটা দিক পরিবর্ত্তন হয়েছে। কারণ কবিতা একথা জানে যে সন্টুর মতের মূল্য আছে, সে সামান্য কারণে ক্ষণে ক্ষণে নিজের মত বদলায় না।

খাদ্য-সম্ভার নিয়ে ওয়েটার হাজির হ'ল। শরীরের কোষ ও স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে রসনা পরিতৃপ্তি পরিবেশন করতে লাগল।

বাইরে চৌরিঙ্গীতে জীবন উদ্বেল হয়ে উঠেছে। রাত্রির সর্ব্বাবয়বে আবার ফিরে এসেছে রহস্য। এইবার ওরা একটি দীর্ঘ ড্রাইভ দেবে। বাতাসে এখন ধোঁয়া নেই, আছে শীতের ধার। শরীরে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, এইবার সন্টু সামনে এগিয়ে যাবে। একবছর আগেকার একটি অন্ধকার কাহিনী কলকাতার আবর্জ্জনা-বহুল নোঙরা গলির মত পিছনে পড়ে' থাকবে।

"গল্প আর একদিন বলব," সন্টু ওয়েটারকে টাকা দিয়ে আর একটা নতুন চুরুট ধরাতে ধরাতে বলল, "শুধু এইটুকু শুনে রাখ যে সেদিন দুপুরে আমার পকেটে যদি চাবুক থাকত তাহলে সঞ্জয় বলে' এক ছোকরার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত বের করে' ছাড়তাম। হাত দিয়ে তাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করেছিল।"

"আর মন্দিরা মেয়েটি?" কবিতা জিজ্ঞেস করল।

চেক্ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সন্টু জবাব দিল, "ওর কথা পুরন্দরকে জিজ্ঞেস করো, সে ভাল বলতে পারবে। সন্টুর জগতে তার দাম এক কানা কড়িও নেই। পথের ধুলো নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় বল!"

মাথাধরা
দূর করতে হ'লে
ভুল পথ
ঠিক পথ
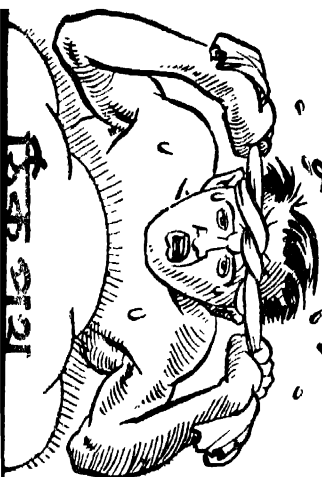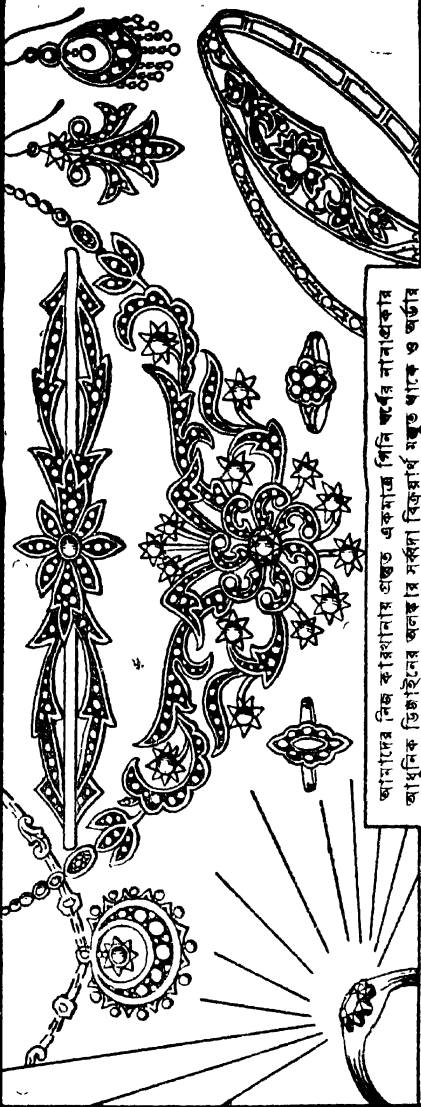
এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি. সরকার :: (ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স)
আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে ও অর্ডার দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মজুরী পূর্ব্বাপেক্ষা কমান হইয়াছে। পত্র লিখিলে আমাদের আধুনিক ডিজাইনের সম্বলিত বি ৪ নং ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
V. 32/40.
টেলি: ব্রিলিয়ান্টস
১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট
ফোন বি, বি ১৭৬১

চ্যবনপ্রাশ ৩৲সের অধ্যক্ষ মথুর বাবুর মকরধ্বজ ৪৲তোলা

শক্তি ঔষধালয়-ঢাকা

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম লুপ্তরত্ন, নানাবিধ অসাধ্য ব্যাধির অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ

"মৃতসঞ্জীবনী সুরা" নামে, বর্ণে, গুণে ঠিক ঠিক আয়ুর্ব্বেদোক্ত।

মনে রাখিবেন আয়ুর্ব্বেদে এই অমৃতোপম মহৌষধের নাম "মৃতসঞ্জীবনী সুরা।" ইহার অন্য নাম আয়ুর্ব্বেদে নাই। অন্য মার্কা পেটেণ্ট ঔষধের সঙ্গে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় 'মৃতসঞ্জীবনী সুরা'র কোনও সাদৃশ্য নাই। গভর্ণমেণ্ট হইতে লাইসেন্স লইয়া বহুশতাব্দীর পরে আপনার সর্ব্বপ্রথম আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই লুপ্তরত্ন "মৃতসঞ্জীবনী সুরা" পুনঃ প্রচলিত করিয়া আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগকে এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত দুর্লভ মহৌষধ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধাবলী উচিত মূল্যে সেবন করিবার সুবিধা প্রদান করিয়াছি এবং যাহাতে সকলেই উহা অনায়াসে অল্প খরচে সর্ব্বত্র পাইতে পারেন, সেই জন্য নানাস্থানে ব্রাঞ্চ খুলিতেছি।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা ২৷৷০ পাইণ্ট
৪৷৷০ কোয়ার্ট
অম্বল, অজীর্ণ, নানাবিধ বাত, সূতিকা, দুঃসাধ্য কঠিন রোগান্তে
...
সালসা।

Marquess of Zetland, Ex. Secretary of State for India graciously remarked while Governor of Bengal—
"I was astonished to find a Factory at which the production of medicines was carried out on so great a scale. Large number of ...

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵০ আনা কৌটা—মা ব জী ...
দন্তরোগের দন্তমাজন।